অক্টোবর ২০১৮ ▪ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

শেখ হাসিনার ছোট্ট রাসেল সোনা

রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে এসে

থাকলে কন্যা সুরক্ষিত দেশ হবে আলোকিত

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

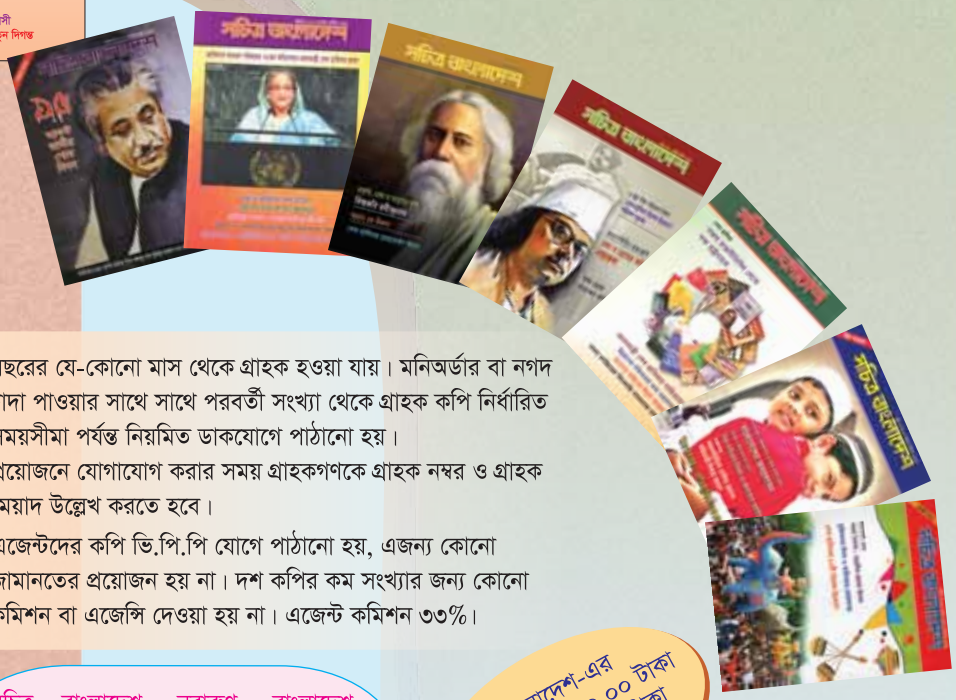

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ নবারুণ পড়তে স্মার্ট ফোন থেকে **google play store**-এ **nobarun** লিখে মোবাইল অ্যাপ্স ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com** **bdqtrly2@gmail.com**

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 04, October 2018, Tk. 25.00

বাংলাদেশের পাখি

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

অক্টোবর ২০১৮ ❑ আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৫

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা অক্টোবর ২০১৮ গণভবনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে ভাষণ দেন। ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের চলমান নৃশংসতা এবং অমানবিকতার চিত্র তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধানে জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানান তিনি এবং সহিংসতা ও জাতিগত নিধন বন্ধ করে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে তিনটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরেন। জাতিসংঘে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ প্রশংসা করেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার মতো মানবিক ও সাহসী ভূমিকার জন্য ইন্টারপ্রেস সার্ভিসের 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ' সম্মাননা পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু-কন্যা শেখ হাসিনা। *সচিত্র বাংলাদেশের* পাঠকের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া ভাষণটি এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কনিষ্ঠ সন্তান এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছোটো ভাই শেখ রাসেলের জন্মদিন ১৮ই অক্টোবর। ৭ই অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস এবং ১০ই অক্টোবর পালিত হয় কন্যাশিশু দিবস। ১১ বছরের ছোট্ট রাসেল চতুর্থ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল। '৭৫- এর পনেরোই আগস্টের কালরাতে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় সে। কী অপরাধ ছিল ছোট্ট শিশু রাসেলের! শিশু অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে। শিশু শেখ রাসেল তাই অধিকারহারা মানবাধিকার বঞ্চিত শিশুদের প্রতীক। বিশ্ব শিশু দিবসের প্রাক্কালে তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি। কন্যাশিশু দিবস ও শেখ রাসেলকে নিয়ে নিবন্ধ ও কবিতা প্রকাশিত হয়েছে এ সংখ্যায়।

ইসলামের সেবায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর পিতার পথে হাঁটছেন। তিনি সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থেকে ইসলামের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার পূর্বপুরুষদেরও অবদান রয়েছে। এ বিষয়ে সংখ্যাটিতে রয়েছে একটি নিবন্ধ।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাংকের রেটিং-এ বাংলাদেশ মধ্যম আয় বা মিডল ইনকাম কান্ট্রি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশ আগামী ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে পারলে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে বাংলাদেশ। বিষয়টি নিয়ে এ সংখ্যায় রয়েছে একটি প্রবন্ধ।

শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব। এ নিয়ে রয়েছে নিবন্ধ। এ মাসে পালিত আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, বিশ্ব খাদ্য দিবস, আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস নিয়েও রয়েছে প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

এছাড়া গল্প, কবিতা ও নিয়মিত বিভাগ নিয়ে সাজানো হয়েছে *সচিত্র বাংলাদেশ* অক্টোবর ২০১৮ সংখ্যাটি। আশা করি, সংখ্যাটি সবার ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

ব্যাক কভার পেজ অলংকরণ
এইচ কে বর্মণ

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

সূচিপত্র

নিবন্ধ/প্রবন্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ ৪

জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশন শেষে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী ৮
রেহানা শাহনাজ

রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে এসে ১০
সুফিয়া বেগম

শেখ হাসিনার ছোট্ট রাসেল সোনা ১৫
উদিসা ইসলাম

ইসলামের সেবায় শেখ হাসিনা পিতার পথে হাঁটছেন ১৭
মাহবুব রেজা

ইতিহাসের ধারায় শারদীয় দুর্গাপূজা ২০
স্বপন ভৌমিক

শহিদ বুদ্ধিজীবী প্যারী মোহন আদিত্য ২৩
কুঞ্জ বিহারী আদিত্য

লালন সুরের পূজারি বিমল বাউল ২৫
লিটন ঘোষ জয়

শামসুর রাহমান: নাগরিক মধ্যবিত্তের কবি ২৬
আতিক আজিজ

ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ৩০
রেজাউল করিম খোকন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ৩২
নাজমা ইসলাম

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর ভূমিকা ৩৩
এম এ খালেক

প্রবীণদের নিরাপত্তা এবং বৃদ্ধাশ্রম ৩৭
অলোক আচার্য্য

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি ৩৮
এফ রহমান রূপক

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাফল্য ৩৯
সুলতানা বেগম

হাইলাইটস

কর্মই গড়বে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব ৪০
মো. সালাহউদ্দিন
থাকলে কন্যা সুরক্ষিত দেশ হবে আলোকিত ৪১
সাদিয়া সুলতানা
গল্প
সুমন ৪২
ড. দিরাজুর রহমান খান
কবিতাগুচ্ছ ১৯, ২৯, ৪৪
সুধীর কৈবর্ত, নির্মল চক্রবর্তী, রফিক হাসান
বাবুল তালুকদার, মোহা. শাহাবুব আলম খাঁন
সাঈদ তপু, রুস্তম আলী, জাকির হোসেন চৌধুরী
কাজী দিনার সুলতানা বিন্তী, পারভীন আক্তার লাভলী
অঞ্জনা সাহা, সাদিয়া সুলতানা
বিশেষ প্রতিবেদন
রাষ্ট্রপতি ৪৫
প্রধানমন্ত্রী ৪৬
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৮
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৫০
উন্নয়ন ৫১
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫২
শিক্ষা ৫৩
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
নারী ৫৪
কৃষি ৫৫
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
যোগাযোগ ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৮
প্রতিবন্ধী ৫৯
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬০
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬০
সংস্কৃতি ৬০
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬২
বিশ্বজুড়ে অক্টোবর: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী মিয়ানমারের নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের নিরাপদে নিজ বাসভূমে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি উল্লেখ করে তিনটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রীর ভাষণটি বিস্তারিত পড়ুন, পৃষ্ঠা–৪

শেখ হাসিনার ছোট্ট রাসেল সোনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শেখ রাসেল। ১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করে। শেখ রাসেল ১৯৭৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র ছিল। '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট কালরাতে ১১ বছর বয়সে নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার হয় সে। শেখ রাসেলের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ নিবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–১৫

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৮ আইনে পরিণত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ই অক্টোবর জাতীয় সংসদে সদ্য পাস হওয়া 'ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৮'-এ স্বাক্ষর করেন। গুজব, সন্ত্রাস, অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার রুখতেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস করেছে সরকার। এ নিয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা–৩২

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর ভূমিকা

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক সাফল্য শুধু জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। এই বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতা এবং জনসংখ্যাগত সুবিধা বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট-এর ভূমিকা। এ বিষয়ে প্রবন্ধ দেখুন, পৃষ্ঠা–৩৩

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ

সেপ্টেম্বর ২৭, ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জনাব সভাপতি,

আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।

জাতিসংঘের ৭৩ বছরের ইতিহাসে চতুর্থ নারী হিসেবে সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আমি আপনাকে অভিনন্দন জানাই। জাতিসংঘের প্রতি আপনার অঙ্গীকার সুরক্ষায় আপনার যে-কোনো প্রচেষ্টায় আমার প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে থাকবে অকুণ্ঠ সহযোগিতা। একইসঙ্গে বিশ্বশান্তি, নিরাপত্তা ও টেকসই উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাহসী ও দৃঢ় নেতৃত্ব প্রদানের জন্য আমি জাতিসংঘের মহাসচিব জনাব অ্যান্টনিও গুটেরেসকে অভিবাদন জানাই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের স্থায়ী মিশন, সৌদি আরব ও OIC কর্তৃক আয়োজিত The Situation of Rohingya Minority in Myanmar শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের পার্শ্ব সভায় অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

জনাব সভাপতি,

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের জন্য আপনার নির্ধারিত প্রতিপাদ্য আমাকে অতীতের কিছু ব্যক্তিগত স্মৃতির পাতায় নিয়ে গেছে। ৪৪ বছর আগে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার বাবা, 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন: আমি উদ্ধৃত করছি, 'মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শান্তি একান্ত দরকার। এই শান্তির মধ্যে সারাবিশ্বের সকল নরনারীর গভীর আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে রয়েছে। এই দুঃখ-দুর্দশা-সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানুষের ভবিষ্যৎ আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল'।

জনাব সভাপতি,

আমার বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের জনগণের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। যেখানে ৯০ ভাগ মানুষই দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করত। দীর্ঘ ২৪ বছরের সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী হয়ে তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৭১ সালে। এই দীর্ঘ সংগ্রামে প্রায় ১৪ বছরই তিনি কারাগারে বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল বার বার।

স্বাধীনতা অর্জনের পর একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত, অর্থনৈতিকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে তিনি আত্মনিয়োগ করেন। দেশের মানুষের জীবনে স্বস্তি ফিরে আসে। স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা শুরু হয়। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের জনগণের। মাত্র সাড়ে তিন বছর তিনি রাষ্ট্র পরিচালনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকেরা তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে। একইসঙ্গে তারা আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা, আমার তিন ভাই, যাদের মধ্যে ছোটো ভাইটির বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর, নবপরিণীতা দুই ভ্রাতৃবধূসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকে হত্যা করে। আমি ও আমার ছোটো বোন শেখ রেহানা বিদেশে ছিলাম বলে বেঁচে যাই। কিন্তু আমরা দেশে ফিরতে পারিনি। সে সময়কার ক্ষমতা দখলকারী সামরিক একনায়ক ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে খুনীদের বিচারের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। আমরা এই নৃশংস হত্যার বিচার চাওয়ার অধিকার পর্যন্ত হারিয়েছিলাম।

জনাব সভাপতি,

বিশ্বব্যাপী বিপুলসংখ্যক নিপীড়িত ও রোহিঙ্গাদের মতো নিজ গৃহ থেকে বিতাড়িত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা আমার হৃদয়কে ব্যথিত করে। এ জাতীয় ঘটনাকে অগ্রাহ্য করে শান্তিপূর্ণ, ন্যায্য ও টেকসই সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের দেশের মানুষের ওপর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী যে গণহত্যা চালিয়েছিল মিয়ানমারের ঘটনা সে কথাই বার বার মনে করিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালে ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তানিরা ৩০ লাখ নিরীহ বাঙালিকে হত্যা করেছিল। ২ লাখ নারী পাশবিক নির্যাতনের শিকার হন। এক কোটি মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আমার বাবাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। আমার মা, ছোটো দুই ভাই, বোনসহ আমিও বন্দি হই। সেসময় আমি সন্তানসম্ভবা ছিলাম। আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হয় বন্দি অবস্থায়। নোংরা ও স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে আমাদের থাকতে হতো। বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের ওপর গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের যে বিবরণ জাতিসংঘের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে তাতে আমরা হতভম্ব। আমরা আশা করি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিশেষ করে জাতিসংঘ রোহিঙ্গাদের ওপর ঘটে যাওয়া অত্যাচার ও অবিচারের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবে।

জনাব সভাপতি,

একজন মানুষ হিসেবে রোহিঙ্গাদের দুঃখ-দুর্দশাকে আমরা যেমন অগ্রাহ্য করতে পারি না, তেমনি পারি না নিশ্চুপ থাকতে। আমার পিতামাতাসহ পরিবারের সদস্যদের হত্যার পর আমাকেও দীর্ঘ ছয় বছর দেশে ফিরতে দেওয়া হয়নি। আমরা দুই বোন শরণার্থী হিসেবে বিদেশে অবস্থান করতে বাধ্য হয়েছিলাম। তাই আপনজন হারানো এবং শরণার্থী হিসেবে পরদেশে থাকার কষ্ট আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার ফিলিপ্পো গ্রান্ডি সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ও অসহায় রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দুর্দশার স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানে গত বছর সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে আমি পাঁচ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলাম। আমরা আশাহত হয়েছি, কেননা আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের স্থায়ী ও টেকসই প্রত্যাবাসন শুরু করা সম্ভব হয়নি।

মিয়ানমার আমাদের প্রতিবেশী দেশ। প্রথম থেকেই আমরা তাদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে রোহিঙ্গা সমস্যার একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার-এর মধ্যে একাধিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে, মিয়ানমার মৌখিকভাবে সব সময়ই রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেবে বলে অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে তারা কোনো কার্যকর ভূমিকা নিচ্ছে না।

বাংলাদেশে অবস্থানরত এগারো লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবনযাপন করছে। আমরা সাধ্যমতো তাদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, নিরাপত্তা, শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা করেছি। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসি-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা সহানুভূতি দেখিয়েছেন এবং সাহায্য ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন। এজন্য আমি তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

রোহিঙ্গারা যতদিন তাঁদের নিজ দেশে ফেরত যেতে না পারবেন, ততদিন সাময়িকভাবে তাঁরা যাতে মানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে বসবাস করতে পারেন, সে জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সকল ধরনের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রেখে আমরা নতুন আবাসন নির্মাণের কাজ শুরু করেছি। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে এ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। একইসঙ্গে রোহিঙ্গারা যাতে সেখানে যেতে পারেন তার জন্যও আমি আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সহযোগিতা চাচ্ছি।

যেহেতু রোহিঙ্গা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে মিয়ানমারে তাই এর সমাধানও হতে হবে মিয়ানমারে। জাতিসংঘের সঙ্গে মিয়ানমারের যে চুক্তি হয়েছে আমরা তারও আশু বাস্তবায়ন ও কার্যকারিতা দেখতে চাই। আমরা দ্রুত রোহিঙ্গা সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই।

জনাব সভাপতি,

গত ত্রিশ বছরে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমের অধীনে ৫৪টি মিশনে এক লক্ষ আটান্ন হাজার ছয়শ দশ জন শান্তিরক্ষী প্রেরণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষায় বিশেষ অবদান রেখেছে। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বাংলাদেশের ১৪৫ জন শান্তিরক্ষী জীবনদান করেছেন।

বর্তমানে ১০টি মিশনে ১৪৪ জন নারী শান্তিরক্ষীসহ বাংলাদেশের মোট সাত হাজারের অধিক শান্তিরক্ষী নিযুক্ত রয়েছেন। আমাদের শান্তিরক্ষীগণ তাঁদের পেশাদারিত্ব, সাহস ও সাফল্যের জন্য প্রশংসিত হয়েছেন। এছাড়া, Peacekeeping Capability Readiness System-এ ২৩টি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য আমরা অঙ্গীকার করেছি।

নিরাপদ, নিয়মিত ও নিয়মতান্ত্রিক অভিবাসন বিষয়ক Global Compact-এর মূল প্রবক্তা হিসেবে আমরা আরো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং মানবাধিকার কেন্দ্রিক একটি কমপ্যাক্ট প্রত্যাশা করেছিলাম। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে অভিবাসন বিষয়ক এই কমপ্যাক্টকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অভিবাসীদের অধিকার রক্ষায় এটি একটি ক্রমপরিবর্ধনশীল দলিল হিসেবে কাজ করবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বাংলাদেশ সন্ত্রাসবাদসহ সকল সংঘবদ্ধ অপরাধের বিরুদ্ধে। বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রতিবেশী দেশগুলোর স্বার্থবিরোধী কোনো কার্যক্রম বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা পরিচালিত হতে দেব না। সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় আমাদের zero tolerance নীতি অব্যাহত থাকবে। সহিংস উগ্রবাদ, মানব পাচার ও মাদক প্রতিরোধে আমাদের সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে সম্পৃক্ত করার নীতি বিশেষ সুফল বয়ে এনেছে। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে গৃহীত Global Call to Action on the Drug Problem-এর সঙ্গে বাংলাদেশ একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

জনাব সভাপতি,

২০০৯ সাল থেকে আমরা অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জনকল্যাণমুখী উন্নয়ন নীতিমালা বাস্তবায়ন করে চলেছি। 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে আমরা জনগণের সকল প্রত্যাশা পূরণে সচেষ্ট রয়েছি। বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালে আমাদের নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মোট দেশজ উৎপাদনের বিবেচনায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। আমাদের মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরে ছিল শতকরা সাত দশমিক আট-ছয় (৭.৮৬) ভাগ। মূল্যস্ফীতি বর্তমানে ৫.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০০৬ সালের শতকরা ৪১.৫ ভাগ থেকে শতকরা ২১.৪ ভাগে হ্রাস পেয়েছে। একই সময়ে হতদরিদ্রের হার ২৪ শতাংশ থেকে ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগে আয়োজিত Action for Peace Keeping (A4P) শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের সভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে। সরকারি বিনিয়োগ ২০০৯ সালে ছিল শতকরা ৪.৩ ভাগ। ২০১৮ সালে তা ৮.২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২০০৯ সালের ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট থেকে ২০১৮ সালে কুড়ি হাজার মেগাওয়াটে বৃদ্ধি পেয়েছে। টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমরা কয়লাভিত্তিক সুপারক্রিটিক্যাল বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছি। সঞ্চালন লাইনবিহীন প্রত্যন্ত অঞ্চলে ৫৫ লাখ সোলার প্যানেল স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। দেশের ৯০ শতাংশ জনগণ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শুরুর মাধ্যমে আমরা পারমাণবিক শক্তির নিরাপদ ব্যবহার যুগে প্রবেশ করেছি।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের বৈশ্বিক মডেল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের যাত্রা শুরু করেছি। আমাদের স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের এই যাত্রাপথ আমাদের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার পরিকল্পনার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যা আমাদের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমরা টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বাস্তবায়নে পুরোপুরি অঙ্গীকারবদ্ধ। বর্তমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বিনিয়োগের ব্যাপক এবং অপরিসীম সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের জন্য কর রেয়াত, দ্বৈতকর পরিহার, শুল্কছাড়সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। আমরা ১০০টি নতুন অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টি করছি যা প্রায় এক কোটি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে।

জনাব সভাপতি,

জাতিসংঘ মহাসচিব ও বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্টের যৌথ উদ্যোগে ১১টি দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সদস্য হিসেবে, আমি বৈশ্বিক নেতৃবৃন্দের কাছে পানির যথাযথ মূল্যায়ন, ব্যবস্থাপনা এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগে জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই। অন্যথায় আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকব। সকলের জন্য সুপেয় পানি ও স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং এ বিষয়ক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৬ বাস্তবায়নে আমার সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশের ৯৯ শতাংশ মানুষ স্যানিটেশন এবং ৮৮ শতাংশ মানুষ সুপেয় পানির সুবিধা পাচ্ছেন।

জনাব সভাপতি,

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় ছয় দশমিক পাঁচ (৬.৫) মিলিয়ন বয়স্ক নারী-পুরুষ, বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা নারী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তি নিয়মিত ভাতা পাচ্ছেন। ২০১০ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হচ্ছে। চলতি বছর ৪ কোটি ৪২ লাখ ৪ হাজার ১৯৭ শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ১৬২টি বই বিতরণ করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের জন্য ব্রেইল পদ্ধতির বই এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষার বই দেওয়া হচ্ছে।

প্রাথমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৩ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ১ কোটি ৪০ লাখ প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মায়েদের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বৃত্তির টাকা পৌঁছে যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষার হার গত সাড়ে ৯ বছরে ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বাহাত্তর দশমিক নয় (৭২.৯) শতাংশে উন্নীত হয়েছে।

আমাদের অনন্য এবং উদ্ভাবনী আর্থসামাজিক পদক্ষেপসমূহ বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। সঞ্চয়কারীগণ যে পরিমাণ টাকা জমা করেন, সরকার সমপরিমাণ অর্থ তাঁর হিসাবে জমা করে। আমরা গৃহহীন নাগরিকমুক্ত বাংলাদেশ সৃষ্টির লক্ষ্য নিয়ে আশ্রয়ণ প্রকল্প (shelter project) গ্রহণ করেছি। আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে শহরের সুবিধাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছি।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের অভাবনীয় উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হলো নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ। নারী শিক্ষার উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন আমরা নিশ্চিত করছি। সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মেয়েদের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫৩-৪৭। ২০০৯ সালের শুরুতে যা ছিল ৩৫-৬৫।

বাংলাদেশের সংসদই সম্ভবত বিশ্বের একমাত্র সংসদ যেখানে সংসদ নেতা, সংসদ উপনেতা, স্পিকার এবং বিরোধী দলীয় নেতা নারী। বর্তমান সংসদে ৭২ জন নির্বাচিত নারী সংসদ সদস্য রয়েছেন। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য প্রতিটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে ৩৩ শতাংশ আসন নারীর জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

কৃষি, সেবা ও শিল্প খাতে প্রায় ২ কোটি নারী কর্মরত রয়েছেন। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সর্ববৃহৎ উৎস তৈরি পোশাক খাতে প্রায় ৪৫ লাখ কর্মীর ৮০ শতাংশই নারী। নারী উদ্যোক্তাদের জামানত ছাড়াই ৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ব্যাংক ঋণের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা তহবিলের ১০ শতাংশ এবং শিল্প বণ্টনের ১০ শতাংশ নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ বিশ্বের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। মাত্র একশ ৪৭ হাজার ৫৭০ বর্গকিলোমিটার আয়তনের ভূখণ্ডে ১৬ কোটিরও বেশি মানুষের বসবাস। সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন সামাজিক সূচকে প্রভূত অগ্রগতি অর্জন করেছি। মাতৃমৃত্যুর হার প্রতি এক লাখে ১৭০ এবং পাঁচ বছর বয়সের নিচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ২৮-এ হ্রাস পেয়েছে। মানুষের গড়

আয়ু ২০০৯ সালের ৬৪ বছর থেকে বর্তমানে ৭২ বছরে উন্নীত হয়েছে। গত অর্থবছরে আমাদের জাতীয় বাজেটের ৫.৩৯ শতাংশ আমরা স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় করেছি। এ বছর স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ ১৭ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রায় সাড়ে ১৮ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ৩০ প্রকারের ওষুধ বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অনুযায়ী আমরা যক্ষ্মা প্রতিরোধে বিভিন্ন কার্যক্রম জোরদার করেছি। যার ফলে গত দুই বছরে যক্ষ্মাজনিত মৃত্যুর হার ১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

জনাব সভাপতি,

অটিজম ও জন্মগত স্নায়ুরোগে আক্রান্ত শিশুদের বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আমরা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছি। এ বিষয়ে আমাদের কার্যক্রমকে জোরদার করতে এ সংক্রান্ত একটি সেল গঠনের প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া অটিজম বিষয়ক জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি এবং জাতীয় অ্যাডভাইজরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অ্যাডভাইজরি প্যানেলের সদস্য সায়মা ওয়াজেদ হোসেন এ সংক্রান্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ এশিয়ার শুভেচ্ছা দূত হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

জনাব সভাপতি,

আমরা জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক High Level Panel on Digital Cooperation প্রতিষ্ঠাকে স্বাগত জানাই। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' ধারণার মূল দর্শন হলো জনগণের কল্যাণ। ইন্টারনেটভিত্তিক সেবার ব্যাপক প্রচলনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবরূপ ধারণ করেছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে ইউনিসেফ-এর নির্বাহী পরিচালক হেনরিটা ফোর সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' মহাকাশে উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আমরা মহাকাশ প্রযুক্তির জগতে প্রবেশ করেছি। বস্তুত এটি ছিল 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন। ১৯৭৫ সালের ১৪ই জুন প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে স্যাটেলাইট ভূকেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে তিনি যে স্বপ্নের বীজ বপন করেছিলেন এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে তা বাস্তবায়িত হয়েছে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে সর্বাধিক ঝুঁকির সম্মুখীন পৃথিবীর প্রথম দশটি দেশের একটি। ভূপ্রকৃতি এবং জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশকে বিশেষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে ফেলে দিয়েছে। আমরা প্যারিস চুক্তির বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে আমরা আমাদের মোট দেশজ উৎপাদনের এক শতাংশ ব্যয় করছি এবং জলবায়ু সহায়ক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করছি। আগামী পাঁচ বছরে বৃক্ষ আচ্ছাদনের পরিমাণ ২২ শতাংশ থেকে ২৪ শতাংশে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ এবং ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য- সুন্দরবন সংরক্ষণে ৫ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ে একটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সক্ষমতা সৃষ্টিতে গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে একীভূত করে আমরা 'বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' শীর্ষক মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছি।

বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ একটি জলকেন্দ্রিক, বহুমুখী এবং টেকনো-ইকোনমিক দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। স্থানীয় ভূতাত্ত্বিক এবং বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের পেক্ষাপটে বাংলাদেশ সরকার এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যা কি-না দীর্ঘ ৮২ বছর মেয়াদি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

জনাব সভাপতি,

ভ্রাতৃপ্রতিম ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন আজও অব্যাহত রয়েছে– যা আমাদের মর্মাহত করে। এ সমস্যার আশু নিষ্পত্তি প্রয়োজন। ওআইসি-র পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের কাউন্সিলের সভাপতি হিসেবে আমরা ওআইসি-র মাধ্যমে ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধানে কাজ করে যাব।

জনাব সভাপতি,

মানবসভ্যতার অগ্রগতিতে তিনটি মৌলিক উপাদান বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে, তাহলো– শান্তি, মানবতা ও উন্নয়ন। তাই মানব সমাজের কল্যাণে আমাদের মানবতার পক্ষে সংগ্রাম অব্যাহত রাখতে হবে। জনগণকে সেবা প্রদান এবং তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমাদের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। মানবতা ও সৌহার্দ্যই আমাদের টেকসই উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। সমস্যাসংকুল এই পৃথিবীতে আমাদের সম্মিলিত স্বার্থ, সমন্বিত দায়িত্ব ও অংশীদারিত্বই মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে।

জনাব সভাপতি,

বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে আমি নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি। গত সাড়ে নয় বছরে আর্থসামাজিক বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে। যে বাংলাদেশকে বলা হতো দুর্যোগ, বন্যা-খরা-হাড্ডিসার মানুষের দেশ, তা এখন বিশ্বশান্তি, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু আমাদের পথচলা এখনো শেষ হয়নি। এ পথচলা ততদিন চলবে, যতদিন না আমরা আমাদের 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা এবং শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারব।

ধন্যবাদ জনাব সভাপতি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা অক্টোবর ২০১৮ গণভবনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে অংশগ্রহণ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশন শেষে গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

রেহানা শাহনাজ

জাতিসংঘের ৭৩তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানসহ সপ্তাহব্যাপী যুক্তরাষ্ট্র সফরে অর্জন ও সফলতা তুলে ধরতে গণভবনে ৩রা অক্টোবর এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'জনগণই আমার শক্তি। আমার রাজনীতি জনগণের জন্য। দেশের জনগণের ভোটের শক্তির ওপর আমার বিশ্বাস আছে। কে সমর্থন করল কী করল না কিংবা বাইরের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে আমি রাজনীতি করি না'। সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এক পর্যায়ে বলেন– বিশ্বনেতারা আবার আমাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান। তবে তিনি বলেন, আগামী নির্বাচন নিয়ে বিশ্বনেতাদের কোনো পরামর্শ বা আন্তর্জাতিক চাপ নেই। জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানের সময় বিভিন্ন দেশের সরকার ও রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁরা আবারো শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করে বলেছেন, 'আগামীতে যেন আমাদের দেখা হয়'। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের সরকার-প্রধানদের পুনরায় তাঁকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য আহ্বান জানাননি বরং বলেছেন, দেশের মানুষ যদি ভোট দেয় তবে আছি, না দিলে নেই।

দেশ আজ উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের ওপর মানুষের আস্থা-বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে। জনগণের স্বার্থে, তাদের ভাগ্যের পরিবর্তনের জন্য এ সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সাংবাদিকদের রোহিঙ্গা বিষয়ক এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, মিয়ানমার কথায় বলে 'হ্যাঁ' কাজের বেলায় 'না'। তাদের এমন নীতির কারণে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিলম্বিত হচ্ছে।

কয়েকদিন আগে নিউইয়র্কে শেষ হয়েছে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশন। যা শুরু হয়েছিল ১৮ই সেপ্টেম্বর ও শেষ হয় ১লা অক্টোবর। এই আয়োজনে প্রায় ২শ দেশ অংশ নেয়। অধিবেশনে বিশ্বের নানা অঞ্চলের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন প্রান্তের ভূ-রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় নেতারা পারস্পরিক মতবিনিময় করেন। বরাবরের মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এবারো অংশ নেয় বাংলাদেশ। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার মতো মানবিক ও সাহসী ভূমিকার জন্য ইন্টার প্রেস সার্ভিসের 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং 'স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ' সম্মাননা পেয়েছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। নিউইয়র্কে ২৭শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবার পর আলাদা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কার দুটি তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার দুটি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের জনগণকে উৎসর্গ করেন। মানবিক কারণে ১১ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে নজির স্থাপন করা হয়েছে। তাই ইন্টার প্রেস সার্ভিস শেখ হাসিনাকে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড দিয়েছে। ইতিপূর্বে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনান ও বুট্রোস-ঘালি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাতি আহতিসারি এ পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে Implementation of the Paris Agreement on Climate Change; Towards COPS24 and Beyond শীর্ষক উচ্চ পর্যায়ের Dialogue-এ অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

রোহিঙ্গাদের আশ্রয় ও তাদের সংকট সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে সারা পৃথিবীর সচেতন মহলের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। গত বছর জাতিসংঘের ৭২তম সাধারণ অধিবেশনে পাঁচ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৭৩তম অধিবেশনে মিয়ানমারের আচরণ বাংলাদেশকে হতাশ করেছে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু না হওয়ার জন্য মিয়ানমারকে দায়ী করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও এখন পর্যন্ত স্থায়ী বা টেকসই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু করা যায়নি। রোহিঙ্গাদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করায় এবং তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা দেওয়ায় জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, ওআইসিসহ বিভিন্ন সংস্থা ও দেশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে শরণার্থী সংকট নিয়ে উচ্চপর্যায়ের এক বৈঠকে রোহিঙ্গাদের নানা সমস্যা তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একটি দায়িত্বশীল সরকার হিসেবে আমরা আমাদের সীমানা খুলে দিয়েছি এবং জোরপূর্বক স্থানান্তরিত রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়েছি। আমরা কেবল তাদের জীবনই বাঁচাইনি, আমরা এ অঞ্চলের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করেছি। আমরা চাই রোহিঙ্গারা নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিয়ে তাদের মূল ভূমিতে ফিরে যাক। জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া তিনটি প্রস্তাব–

১. মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও নীতি বাতিল এবং বৈষম্যমূলক আচরণ বন্ধ করতে হবে। এছাড়া রোহিঙ্গাদের জোরপূর্বক স্থানান্তরিত করার প্রকৃত কারণগুলো খুঁজে বের করতে হবে।

২. মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের নাগরিক সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করে একটি সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে একটি 'সেফ জোন' (নিরাপদ অঞ্চল) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশনের সুপারিশের আলোকে ন্যায়বিচার ও জবাবদিহি নিশ্চিত করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গাদের নৃশংসতার হাত থেকে বাঁচাতে হবে।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ৭২তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী যেসব প্রস্তাব দিয়েছিলেন–

১. সহিংসতা ও জাতিগত নিধন নিঃশর্তে বন্ধ করা।

২. অবিলম্বে মিয়ানমারে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিজস্ব একটি অনুসন্ধানী দল প্রেরণ করা।

৩. জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করা এবং এলক্ষ্যে মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা।

৪. রাখাইন রাজ্য থেকে জোরপূর্বক বিতাড়িত সব রোহিঙ্গাকে মিয়ানমারে তাদের নিজ ঘরবাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করা।

৫. কফি আনান কমিশনের সুপারিশমালার নিঃশর্ত পূর্ণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে মিয়ানমার আন্তরিক নয়। বিশ্ব নেতৃবৃন্দও বিষয়টি উপলব্ধি করতে পারছেন। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী মিয়ানমারের স্টেট কাউন্সিলর অং সান সুচি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগ দেননি। ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মিয়ানমারের জাতীয় নেতা হিসেবে সুচি প্রথমবারের মতো ভাষণ দিয়েছিলেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী রোহিঙ্গা সংকটকে সফলভাবে উপস্থাপন করেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের প্রকাশিত প্রতিবেদনে রাখাইনে মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর যে গণহত্যা সংগঠিত হয়, তারজন্য সেনাবাহিনীকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর দাবি জানানো হয়। বর্তমানে মিয়ানমার প্রশাসনের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের তীব্র চাপও রয়েছে। জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশনের মতো নেপালে অনুষ্ঠিত বিমসটেক সম্মেলনেও যোগদান করেননি অং সান সুচি। ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিল রোহিঙ্গা বিষয়ক একটি পরিষদ গঠনে ভোটাভুটি করে। এতে শতাধিক দেশ সমর্থন জানায় এবং চীন, ফিলিপাইন ও ব্রুনাই বিরোধিতা করে। চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং জি বলেন, রাখাইনের এই ইস্যুটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এত জটিল, সম্প্রসারিত ও আন্তর্জাতিকীকরণের কোনো উদ্যোগে চীন অংশ নিতে রাজি নয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য– সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব। এই লক্ষ্য সামনে রেখেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষা, শান্তি ও প্রগতির নতুন ধারা তুলে ধরছেন বিশ্বব্যাপী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে প্ল্যানারি হলে Sustainable Development in the Fourth Industrial Revolution শীর্ষক WEF Plenary Session-এ বক্তৃতা করেন–পিআইডি

লেখক: প্রাবন্ধিক

রোহিঙ্গা ক্যাম্প ঘুরে এসে

সুফিয়া বেগম

এবার নতুন ষড়যন্ত্র। মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে। মিয়ানমার সেনাবাহিনী একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের ওপর সংঘটিত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গণহত্যা ও রুয়ান্ডার গণহত্যার ছবি ব্যবহার করে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা চালিয়েছিল। ১৯৪০-র দশকে মিয়ানমারে জাতিগত দাঙ্গা নিয়ে সম্প্রতি *মিয়ানমার পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য তাতমাদাও: পার্ট ওয়ান* শিরোনামের ১১৭ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত করেছে। বইটিতে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বাঙালি ও বহিরাগত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এতে তথ্যসন্ত্রাস জাতীয় বিষয় রয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্স ঐতিহাসিক ৮টি ছবি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন এর মধ্যে ৩টি ছবি ভুয়া। বইটিতে ছবি বিকৃত করে ভুয়া ক্যাপশন ব্যবহার করা হয়েছে। রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞকে ন্যায়সংগত প্রমাণের চেষ্টায় এই মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী।

জুলাই ২০১৮ সালে প্রকাশিত বইটির ছবিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি কৃষিকাজে ব্যবহৃত একটি নিড়ানি হাতে নিয়ে দুটি মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। ছবির ক্যাপশনে বলা হয়েছে– স্থানীয়দের (বৌদ্ধদের) নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বাঙালিরা (রোহিঙ্গারা)। ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় রোহিঙ্গাদের হাতে বৌদ্ধদের হত্যার ছবি এটি। ছবিটি বিশ্লেষণ করে রয়টার্স জানায়, সাদা-কালো এই ছবিটি বাংলাদেশের। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর চালানো গণহত্যার ছবি এটি।

আরেকটি ছবিতে অসংখ্য মানুষ, লংমার্চ করে যাচ্ছে। এই ছবির ক্যাপশনে উল্লেখ করা হয়েছে, মিয়ানমারের নিম্নাঞ্চলীয় এলাকা ব্রিটিশ উপনিবেশের দখলে যাওয়ার পর বাঙালিরা মিয়ানমারে অনুপ্রবেশ করে। প্রকৃতপক্ষে ছবিটি ১৯৯৬ সালে রুয়ান্ডা গণহত্যা থেকে বাঁচতে তানজানিয়ায় পালাতে থাকা শরণার্থীদের। ছবির রং পরিবর্তন করে মিয়ানমারে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ছবি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

বইতে রয়েছে আরো ভুয়া ছবি। সাদা-কালো কয়েকটি ভুয়া ছবিও শনাক্ত করে রয়টার্স। একটি ছবিতে দেখা যায়, একটি নৌকাভর্তি মানুষ, নৌপথে বাঙালিরা (রোহিঙ্গারা) মিয়ানমারে প্রবেশ করছে। রয়টার্স দাবি করছে, ছবিটি প্রবেশের নয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশি অভিবাসী ও রোহিঙ্গারা নৌপথে মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ইয়াঙ্গুনে যাওয়ার পথে দক্ষিণাঞ্চলীয় উপকূল থেকে নৌকাটি আটক করে। মূল ছবিটি ছিল রঙিন। ছবিটি উলটে দিয়ে রং পরিবর্তন করে বইতে ব্যবহার করা হয়। বইটিতে ৮০টি ছবি ব্যবহৃত হয়েছে। এর মধ্যে ৮টি ছবি ঐতিহাসিক এবং ৩টি ভুয়া। যা ভয়াবহ তথ্যসন্ত্রাসকেও হার মানায়। রয়টার্স কর্তৃপক্ষ দাবি করছেন, তারা গুগল রিয়ার্স ইমেজ সার্চ ও টিন আই টুল ব্যবহার করে ছবিগুলো পরীক্ষা করেছে।

তবে ছবি বিকৃতির জন্য ক্ষমা চেয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী। জাতিসংঘের সত্যানুসন্ধান মিশনের প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চাপে পড়ায় ক্ষমা চাইল দেশটির ক্ষমতাধর সেনাবাহিনী। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানায়, মিয়ানমার সেনাবাহিনীর মুখপত্র *দ্য মিয়াওয়াদি ডেইলি* ৩রা সেপ্টেম্বর *মিয়ানমার পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য তাতমাদাও: পার্ট ওয়ান* শিরোনামের বইটিতে প্রকাশিত দুটি ছবির জন্য ক্ষমা চেয়েছে। ২৭শে আগস্ট জাতিসংঘের প্রতিবেদনে রোহিঙ্গা নিপীড়নকে মিয়ানমারের জেনারেলদের গণহত্যা হিসেবে মন্তব্য করা হয়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর প্রকাশিত বইয়ে ইতিহাসের নির্লজ্জ মিথ্যাচার হিসেবে প্রতিবেদন প্রকাশ করে রয়টার্স।

ভুল ক্যাপশন দেওয়া দুটি ছবির প্রসঙ্গ টেনে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বলছে, ছবি দুটি ভুল ছাপা হয়েছে। এই ভুলের জন্য পাঠক ও ছবির স্বত্বাধিকারীদের কাছে আন্তরিক ক্ষমা চাইছি। ছবি প্রকাশের জন্য ক্ষমা চাইলেও মিয়ানমার সেনাবাহিনী ক্যাপশনের ভুলের জন্য কিছু বলেনি।

২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে জাতিসংঘের অধিবেশনে রোহিঙ্গা সংকট গুরুত্ব পেয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে মিয়ানমারে সংঘটিত রোহিঙ্গাদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের কথা জাতিসংঘে তোলার ঘোষণা দিয়েছিল ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরেমি কার্ট। জড়িত সেনাসদস্যদের বিচারের মুখোমুখি করার দাবিও জানান তিনি। পিছিয়ে থাকেননি ইসলামি সহযোগিতা সংস্থাও। মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে বিচারের জোর দাবি উত্থাপিত করে সংস্থাটি। আগস্ট ২০১৮-তে জাতিসংঘের

ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং মিশন গণহত্যার জন্য মিয়ানমারের সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর শীর্ষ পাঁচজন কমান্ডারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক তদন্ত ও বিচারের দাবি করেছে। মিয়ানমারের সেনাদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী ও যুদ্ধ অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে। মিয়ানমার প্রশাসন এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নানা সূত্রে জানা যায়, মিয়ানমারে এখনো রোহিঙ্গা বসবাসের পরিবেশ তৈরি হয়নি, ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রধান ফেডেরিকা মেগারিনি বলেন, মিয়ানমারে এখনো মানবাধিকার লঙ্ঘন চলছে। রাখাইনে এখনো এক অমানবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য কক্সবাজারের উখিয়া ও টেকনাফের আর্থসামাজিক জটিলতা বিরাজ করছে। উপজেলা দুটির ইকো ব্যালেন্স প্রায় ধ্বংসের পথে।

উখিয়া থেকে টেকনাফ। পাহাড়ের পাদদেশে পাহাড়ের পিঠে এখন বসবাস করছে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা। কালো পলিথিনে ছাওয়া সারি সারি ঝুপড়ি ঘর সবুজ পাহাড়ের পিঠে। কতদিন এ ভার বইতে পারবে পাহাড়। পাহাড় হারিয়ে ফেলছে তার আকার-আকৃতি। একদা যে পাহাড় সবুজ গাছের আচ্ছাদনে ছাওয়া ছিল, ঢাকা ছিল লতাগুল্ম দ্বারা, সেই পাহাড়ের মনমাতানো রূপ আর নেই। পাহাড় এখন ন্যাড়া মাটির স্তূপ। কয়েক মাস আগেও পর্যটন এলাকা কক্সবাজার-টেকনাফ রোডের দুপাশে আঁকাবাঁকা গাঢ় সবুজ পাহাড় ছিল। অবাধে পাহাড়ের বন-গাছপালা কেটে ঝুপড়ি তুলে এখন সেখানে আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা মিয়ানমারের রোহিঙ্গা শরণার্থীরা। দিনে দিনে বাড়ছে ঝুপড়ি ঘরের সংখ্যা। পাহাড় কাটা ও বনাঞ্চল উজাড় হওয়ার ফলে পর্যটন এলাকায় ঘটতে পারে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়। ১৫ই অক্টোবর ২০১৭ সালে, সংসদ ভবনে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে জানানো হয়, এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের কারণে ১৫০ কোটি ৮৭ লাখ টাকার বনজ ধ্বংস হয়েছে।

মানবিক কারণে রোহিঙ্গারা বাংলাদেশে আশ্রয় পেয়েছে। পাহাড় ও গাছপালা কেটে যে হারে ঘর নির্মাণ করা হচ্ছে তাতে পরিবেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। শুধু গৃহ নির্মাণ নয়, জ্বালানির জন্যও পাহাড়ের গাছপালা কাটা হচ্ছে। এতে করে বড়ো রকমের পাহাড় ধসের আশঙ্কা রয়েছে।

দমদমিয়া, জাদিমুরা, মিঠাপানির ছড়া, রাজার ছড়া, রোজারঘোলা, রঙ্গিখালী, উলুচামারী লেচুয়াপ্রাং, পানখালী, সিকদারপাড়া, মিনাবাজার, লম্বাঘোলা আমতলী, নোয়াখালী, কচ্চাপিয়া, রড়ডেইল, হলবনিয়া, শামলাপুর নেচর পার্ক, বাহারছড়া এলাকার সবুজ পাহাড়গুলোর কোনোটাতেই সবুজের চিহ্ন নেই– কেটে ফেলা হয়েছে পাহাড়ের বড়ো বড়ো গাছ। সংরক্ষিত এলাকা মেরিন ড্রাইভের কাছে পাহাড়গুলো এখনো সজীব, লতাগুল্মে ঢাকা বড়ো বড়ো গাছের সারি মন কেড়ে নেয়। মাটি কেটে ঝুপড়ি বানানোর ফলে পাহাড়ের আকৃতির বদল হয়েছে। প্রতিদিন পাহাড় কাটা হচ্ছে, থামছে না কোনোভাবেই। উল্লিখিত এলাকায় প্রায় ১০ হাজার একর পাহাড় কাটা হয়েছে। শুধু রোহিঙ্গারা নয় স্থানীয়রাও পাহাড়ের মাটি, গাছপালা ও বন থেকে কেটে নিচ্ছে। শত বছরে প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা পাহাড়গুলো এখন বিপন্ন। ভারী বর্ষণে পাহাড় ধসের ফলে পরিবেশ ও প্রতিবেশ বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কা করছেন পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুনধুম ইউনিয়নের তুমব্রু সীমান্তে ২০ একরের একটি পাহাড় 'বাশবাগান'। সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল হাজার খানেক রোহিঙ্গা পরিবার। এক হাজার রোহিঙ্গা পরিবারের ভার বহন করতে পারেনি পাহাড় 'বাশ বাগান'। পাহাড়টি এখন বিপন্ন। হারিয়েছে সে তার সজিবতা। আশার কথা, আশ্রয় নেওয়া কয়েক হাজার পরিবারকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে আশ্রয় কেন্দ্রগুলোতে। যাদের আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই মেলেনি তারা এখনো রয়ে গেছে ঝুপড়ি ঘরে।

কক্সবাজারের টেকনাফে স্থানীয় মোট জনসংখ্যা ২ লাখ ৮২ হাজার। উখিয়ায় ২ লাখ ৭০ হাজার। বর্তমানে দুই উপজেলায় ১০ লাখের বেশি রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। ২৪ আগস্টের পূর্বে দুটি উপজেলায় ৫ লাখ রোহিঙ্গা বসবাস করে আসছিল। '৭০-এর দশকে বিভিন্ন সময়ে তারা বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করে। বর্তমানে টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় স্থানীয় জনসংখ্যার তুলনায় রোহিঙ্গাদের সংখ্যা অধিক। দুই উপজেলাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা স্থানীয়দের তুলনায় দ্বিগুণের চেয়ে বেশি। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে অবস্থান করছে বেশ কিছু রোহিঙ্গা পরিবার। রোহিঙ্গাদের পদভারে উপজেলা দুটির পরিবেশ অনেকটাই বিপর্যস্ত। অবশ্য সরকারি উদ্যোগ বেশ প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে রোহিঙ্গাদের কুতুপালং ও বালুখালীর নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রোহিঙ্গাদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনাচার ভিন্ন হওয়ায় স্থানীয়দের হাজার বছরের ঐতিহ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সি অং হুইয়াং বলেছেন, রোহিঙ্গা মুসলমানরা মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয়। মিয়ানমারে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত স্কট মার্সিয়েলের সঙ্গে ১২ই অক্টোবর এক বৈঠকে মিয়ানমারের সেনাপ্রধান রোহিঙ্গাদের 'বাঙালি' বলে মন্তব্য করেছেন এবং ঐসব রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের জন্য ক্ষতিকর বলেও তিনি অভিহিত করেন। এর আগেও ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে সেনাপ্রধান বলেছিলেন রোহিঙ্গারা স্বীকৃতি দাবি করেছে অথচ তারা

কখনো মিয়ানমারের নৃগোষ্ঠী ছিল না। এটি 'বাঙালি ইস্যু'। তারা কোনোদিনই মিয়ানমারের জনগোষ্ঠী নয়। নথিপত্র প্রমাণ করে তারা কখনো 'রোহিঙ্গা' নামেও পরিচিত ছিল না। ঔপনিবেশিক আমল থেকেই তারা 'বাঙালি' ছিল। মিয়ানমার তাদের এদেশে নিয়ে আসেনি। ঔপনিবেশিক আমলেই তারা মিয়ানমারে এসেছিল।

নারীদের অবমাননা ও পুরুষদের জেলজুলুম অব্যাহত রেখেছে মিয়ানমারের সেনারা। মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে ২৫শে আগস্ট ২০১৭ তে সহিংসতা শুরু হলে এখন পর্যন্ত প্রায় ১১ লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে। ২৭শে অক্টোবর ব্রিটিশ গণমাধ্যম

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোহিঙ্গাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন

ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, জাতিসংঘের চিকিৎসকরা বলেছেন, মিয়ানমারের সেনারা এখনো নারীদের অবমাননা ও রোহিঙ্গা পুরুষদের হত্যা করছে। তারা যৌন সহিংসতায় জখম কয়েক হাজার নারী প্রত্যক্ষ করেছে।

বার্মা বা ব্রহ্মদেশের নাম বর্তমানে মিয়ানমার। রাজধানী রেঙ্গুনের নাম ইয়াঙ্গুন। চট্টগ্রাম সংলগ্ন আরাকানি সংস্কৃতির ভূখণ্ড রাখাইন। রাখাইন বৌদ্ধ অধ্যুষিত এলাকা। ভিন্ন জাতিসত্তায় রয়েছে হিন্দু ও মুসলমান। রাখাইন বৌদ্ধরা যেমন উগ্র জাতীয়তাবাদী তেমনি ভিন্ন জাতিসত্তার হিন্দু ও মুসলমানরা কিছুটা শান্তিপ্রিয়। তারা সাময়িক সংঘাতে অভ্যস্ত নয়। হিন্দু ও মুসলমানদের সঙ্গে রাখাইন গোত্রের উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধদের সংঘাত মূলত আবহমানকাল থেকে কায়েমি স্বার্থ প্রয়োগ, জমিভিটা ও অর্থসম্পদ লুণ্ঠন, সেইসঙ্গে অমানবিক গণহত্যা শাসকশ্রেণির সমর্থনেই চালিয়েছে রোহিঙ্গাদের ওপর।

নাফ নদী। বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের প্রাকৃতিক বিভাজন। নাফ নদী পার হয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে কত শত রোহিঙ্গা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছে যার সঠিক পরিসংখ্যান নেই। রোহিঙ্গারা দরিদ্র। দারিদ্র আর অসহায়ত্ব তাদের অন্যের হাতে ক্রীড়নক করে তোলে। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের অস্থায়ী আবাস গড়ে ওঠে চট্টগ্রামের প্রান্তিক এলাকা টেকনাফ ও উখিয়ায়। বার্মায় মাঝেমধ্যেই নানা বিষয় নিয়ে সংঘাত হতো রোহিঙ্গা মুসলমান ও উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধদের সঙ্গে। এরই ফলে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ। একদিকে উগ্রপন্থি রাখাইন বৌদ্ধদের হামলা অন্যদিকে প্রশাসনে রোহিঙ্গা বিরোধী মনোভাব রাখাইন রাজ্যে তিষ্টাতে দেয়নি রোহিঙ্গাদের।

যে-কোনো সহিংসতায় নারী ও শিশুরা বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হয়। নারীর প্রতি সহিংস আচরণ, নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নি সংযোগ ও সম্পদ লুণ্ঠনের ফলে হতদরিদ্র হয়ে পড়ে কিছু মুসলিম রোহিঙ্গা। এরফলেই চট্টগ্রাম সীমান্তের উদ্দেশ্যে যাত্রা। যাত্রাপথে অমানবিক ভোগান্তি শেষে কেউ আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সীমান্তে। তাদের অনেকেই হারিয়ে গেছে যাত্রাপথে।

২৪শে আগস্ট ২০১৭ সাল। মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও উগ্র জাতীয়তাবাদী বৌদ্ধরা তীব্রভাবে সহিংস হয়ে ওঠে মুসলিম রোহিঙ্গাদের ওপর। বানের স্রোতের মতো রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের সীমান্তে এসে আশ্রয় নেয়। সম্প্রতি রাখাইনের ভূ-রাজনীতি চরম আকার ধারণ করেছে।

প্রথমদিকে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বাধা দেয় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশে। মানবিক দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার কিছুদিনের জন্য রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়া শুরু করে। জাতিসংঘের উদ্যোগে সাবেক মহাসচিব কফি আনানকে পাঠানো হয়েছিল সরেজমিন দেখেশুনে প্রতিবেদন তৈরিতে। তবে প্রতিবেদন পেশ করার পরদিন থেকে মিয়ানমার প্রশাসন নতুন করে শুরু করে গণহত্যা ও রোহিঙ্গাদের বর্বরতম বিতাড়ন। রোহিঙ্গা মুসলিমরা দিশেহারা হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচাতে শরণার্থী হিসেবে বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করে। মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও জীবনভেলা ভাসায় নাফ নদীতে আর বঙ্গোপসাগরে। উল্লেখ্য, মুসলিম রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সঙ্গে প্রায় ৫শ হিন্দু রোহিঙ্গা শরণার্থীরাও রয়েছে। বর্তমান বিশ্ব মিডিয়ার সবচেয়ে আলোচিত বিষয় মুসলিম রোহিঙ্গা শরণার্থী।

৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ৪ঠা জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দাপ্তরিক নির্দেশে আমি উখিয়া, টেকনাফ, বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যাই। সম্প্রতি ফসলি জমি দখল, পাহাড় কেটে ঘরবাড়ি নির্মাণ, বন উজাড়; টেকনাফ, উখিয়া, নাইক্ষ্যংছড়ি এলাকার নিত্যদিনের ঘটনা। জানা যায়, রোহিঙ্গা বসতির কারণে দুই উপজেলায় প্রায় ৫ হাজার একর আয়তনের নয়টি পাহাড় ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানীয়রা টেকনাফ থেকে রোহিঙ্গা বসতি সরানোর জন্য দাবি জানাচ্ছে। টেকনাফের বিভিন্ন জায়গায় রোহিঙ্গারা পলিথিন দিয়ে ঝুপড়ি ঘর বানিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে

থাকছে। কয়েকটি এনজিও রোহিঙ্গাদের ঘর তৈরির জন্য ত্রিপল, পলিথিন, করাত, কোদাল, হাতুড়ি, বাঁশ ও দড়ি দিয়েছে। আশ্রয় শিবিরে অনেকেই জায়গা পায়নি। ফলে পাহাড় কেটে কিংবা ফসলি জমিতে রোহিঙ্গারা ঘর নির্মাণ করে বসবাস করছে। এ পর্যন্ত টেকনাফের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ৭৫ একর জমি চাষবাসের বাইরে চলে গেছে। বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা রোহিঙ্গা পরিবার যারা অস্থায়ী পলিথিন ঝুপড়ি তৈরি করে বসবাস করছে তাদেরকেও শিবিরে আশ্রয় দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

বালুখালী ও কুতুপালং, নয়াপাড়া ১ ও ২ এবং নাইক্ষ্যংছড়িতে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা পরিবারের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য ও সরেজমিন প্রতিবেদন তৈরির জন্য কয়েকদিন ক্যাম্পগুলো ঘুরে দেখেন এই প্রতিনিধি। লেখকের সহযোগী ছিলেন গাইড শফিউদ্দিন, আনোয়ার, ডিএফপি'র ফটোগ্রাফার নাজিমউদ্দিন ও আমার কনিষ্ঠ কন্যা সাদিয়া রেজা। সাদিয়া রেজা তার ক্যামেরা ওপেন করে এবং শতাধিক ক্লিকে সংগ্রহ করে রোহিঙ্গাদের সরেজমিন চিত্র। সবুজহীন ন্যাড়া পাহাড়, পাহাড়ের ধাপ পেরিয়ে, পাহাড়ের পাদদেশে ক্যাম্পের ছোটো ছোটো খুপরি ঘরে রোহিঙ্গাদের ঘর-গৃহস্থালি, ত্রাণ শিবিরে রোহিঙ্গাদের জীবনযাপন, নিরাপত্তা বেষ্টনি–সবই ছিল সাদিয়া রেজার আকর্ষণের বিষয়।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে চলমান সহিংসতার কারণে বাস্তুচ্যুত লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় বিদ্যমান স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাম্পসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অবস্থান করছে। উখিয়া উপজেলার বালুখালী ক্যাম্প, কুতুপালং ক্যাম্প, ময়নার ঘোনা, পালংখালী ক্যাম্প, থাইংখালী ক্যাম্প ও হাকিমপারা ক্যাম্প ছাড়াও (যারা ক্যাম্পে আশ্রয় পায়নি) আশপাশের গ্রামেও অবস্থান করছে বহু রোহিঙ্গা পরিবার। তেমনি টেকনাফ উপজেলার চাকমারকুল, উনচিপ্রাং, লেদা অস্থায়ী ক্যাম্প, শ্যামলাপুর ক্যাম্প, নয়াপাড়া রেজিস্টার্ড ক্যাম্পসহ টেকনাফ উপজেলার আশপাশের গ্রামে অবস্থান করছে রোহিঙ্গারা। বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়িতে ২৪শে আগস্ট ২০১৭ সাল পর্যন্ত কোনো রোহিঙ্গা বসতি ছিল না অথচ ২৫শে আগস্ট ২০১৭-এর পর থেকে ৩রা জানুয়ারি ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১৬,১৬০ জন রোহিঙ্গা সরকারি হিসাব মতে বান্দরবানে বসবাস করছে। কক্সবাজারের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশে বসবাসরত মোট রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ১০,৭৬,৫৩৪ জন। এ হিসাব চলতি বছরের ৩রা জানুয়ারি পর্যন্ত।

কুতুপালং, বালুখালী এলাকায় পুনঃনির্ধারিত ৩৫০০ একর জায়গায় রোহিঙ্গাদের আশ্রয় প্রদানের জন্য শেল্টার নির্মাণ, স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবাসহ সব ধরনের কার্যক্রম শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনার, কক্সবাজার-এর মাধ্যমে সমন্বয় করা হচ্ছে। ত্রাণ কার্যক্রমসহ নিরাপত্তা এবং অন্যান্য সব ধরনের কার্যক্রম জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সমন্বয় করা হচ্ছে। এই শীতে পাহাড়ি এলাকায় রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে কক্সবাজার জেলা প্রশাসক জানান, রোহিঙ্গাদের সব ধরনের মানবিক সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদান করা হচ্ছে। সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ বিতরণের লক্ষ্যে রোহিঙ্গাদের অবস্থান অনুযায়ী উখিয়া উপজেলায় ১১টি এবং টেকনাফ উপজেলায় ৩টি-মোট ১৪টি ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে। কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয় ১০ই সেপ্টেম্বর ২০১৭ সালে। সেপ্টেম্বর মাসের ২২ তারিখ থেকে সেনাবাহিনীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়। শুরুর দিকে জেলা প্রশাসকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রায় ১২ হাজার রোহিঙ্গাকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। কিন্তু রোহিঙ্গারা খিচুড়ি জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ না করায় রান্না করা খাবার বিতরণ স্থগিত করা হয়। বিশ্ব খাদ্য সংস্থা ৭ লাখ রোহিঙ্গাকে চাল, হাই এনার্জি বিস্কুট ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। তুরস্ক দূতাবাস রোহিঙ্গাদের জন্য রান্না করা ভাত, ডাল ও মাংস বিতরণ করছে। সব ধরনের ত্রাণসামগ্রী প্রাথমিক পর্যায়ে কক্সবাজার সদরের সরকারি খাদ্যগুদাম, উখিয়া ও টেকনাফের খাদ্যগুদামে সংরক্ষণ করা হয়। চাল, ডাল, তেল, চিনি, লবণ, আটা, কম্বল, স্যান্ডেল, সোলার এনার্জি বাল্ব, বালতি, মগ, মোমবাতি, টর্চ, ম্যাচ, শীতবস্ত্র ও অন্যান্য ত্রাণসামগ্রী পাচ্ছে রোহিঙ্গারা। টেকনাফের নয়াপাড়া ক্যাম্প সহ অন্যান্য স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাম্পে নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু পানির স্তর খুব গভীরে হওয়ায় পানি উত্তোলন আশানুরূপ নয়। শুরুর দিকে ত্রাণ নিয়ে যে হাহাকার ছিল রোহিঙ্গাদের মাঝে; এখন তেমন চিত্র লক্ষ করা যায় না। বাসস্থান, খাদ্য, আশ্রয়, চিকিৎসা পাওয়া সত্ত্বেও রোহিঙ্গাদের মাঝে বিরাজ করছে হাহাকার। অনেকের মাঝে পৈত্রিক ভিটা ছেড়ে আসাটা তাদের নস্টালজিক করে তুলছে।

জামতলী ক্যাম্পে আলাপ হলো আমেনা বেগমের সঙ্গে। তিনি শোনান তার ভিটেমাটি ছেড়ে আসার কাহিনি। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল তার। বেদনার পাষাণভার চেপে বসেছে যেন তার বুকে। রাখাইন বৌদ্ধদের আক্রমণের শুরুর দিকে তার বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়। ঘর থেকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে তার স্বামীকে। চোখের সামনেই স্বামীর মৃত্যু দেখে আমেনা। তাকে বৌদ্ধ রাখাইনরা ধরে সেনাদের হাতে তুলে দেয়। ২৪ ঘণ্টা সেনাদের নির্মম নির্যাতন সহ্য করে বেঁচে থাকে আমেনা। পরে অন্য প্রতিবেশীদের সঙ্গে পালিয়ে শাহ পরীর দ্বীপ দিয়ে টেকনাফে আসে। রাখাইন থেকে অত্যাচারের মুখে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা নারীদের ধর্ষণের ঘটনা নতুন নয়। ধর্ষিতাদের আগে পালিয়ে আসতে দেওয়া হলেও এখন ধর্ষণের পরে তাদের হত্যা করা হয়। পুরুষদের হত্যার পাশাপাশি জেলজুলুম সইতেও হচ্ছে। হ্নীলার লেদা ক্যাম্পে কথা হয় পাশবিক নির্যাতনের শিকার এমন এক নারীর সঙ্গে। ফটোগ্রাফ দিতে অসংগতি জানায় এই নারী। খুব কষ্টে জানায়, যে সমস্ত তরুণীদের সেনা ক্যাম্পে ধরে নেওয়া হচ্ছে, তাদের আর বাঁচিয়ে রাখা হচ্ছে না। এটি মিয়ানমারের সেনাদের কৌশল, যাতে এ খবর আর মিডিয়ায় প্রচার না পায়। টেকনাফের বাহারছড়া, লম্বারবিল ও কাঞ্চনপাড়ার পয়েন্ট দিয়ে বাংলাদেশে আসে মার্জিয়া, খাদেজা, রহমত ও কাদের। তারা তিনমাস ধরে

বাংলাদেশে রয়েছে। নিরাপত্তা ও পূর্বের বসতবাড়ি ফিরে পেলে মিয়ানমারে ফিরে যাবে কি-না জানতে চাওয়া হলে মার্জিয়া ও তার স্বামী রহমত জানায়, বাংলাদেশে তিনমাস ধরে তারা শান্তিতে আছে। বিগত তিন বছর মিয়ানমারে তারা ঘুমাতে পারেনি। অন্তত এদেশে তারা দু'বেলা খেয়ে, শান্তিতে আছে। তারা জানায়, 'বাংলাদেশ থাইক্যা বার্মায় যাইয়াম না। নাফ নদীতে ঝাঁপ দিয়া পরান দিয়াম'। বুচিড়ং-এর আবদুল হাকিম যিনি আছেন উখিয়ার কুতুপালং ক্যাম্পে, তিনিও জানান– গায়ে আগুন ধরায়া দিয়াম তবু বাংলাদেশ থাইকাম। মধুর ছড়া ক্যাম্পে মণ্ড থেকে আসা নূর মোহাম্মদ জানান– 'মোগে লড়াইছে তাই বাংলাদেশে আইছি'। ৫ দিনের কার্য দিবসে বিভিন্ন ক্যাম্পের এক হাজারের অধিক নরনারী এই প্রতিনিধিকে জানান, তারা বাংলাদেশে ভালো আছে। নিরাপদে আছে।

পাহাড়ের গাছপালা লতাগুল্ম কেটে ফেলায় পাহাড় ন্যাড়া। ফলে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েছে। প্রায়শই বন্য হাতি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে হানা দিচ্ছে। উন্মত্ত হয়ে বন্য হাতি ভেঙে দিচ্ছে রোহিঙ্গা ক্যাম্প। অনেকেই আহত হচ্ছে। বুচিড়ং থেকে আসা বাবু, রশিদ ও মোহাম্মদ আলী জানায়, দেশের জন্য তাদের প্রাণ কাঁদে। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাণেতো বেঁচে আছে তারা। নাগপুর থেকে আসা ইয়াসিন, বুচিড়ং থেকে আসা রওশন আলী, বালিবাজার থেকে আসা আবু তৈয়ব জানায়, এখনো রাখাইনে কিছু রোহিঙ্গা মুসলমান আছে যারা মগদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোহিঙ্গা মুসলমানদের ধরিয়ে দিচ্ছে। তাগি সুলতানের বুচিড়ং-এ দোতলা বাড়ি ছিল, জমি ছিল ৭ বিঘা, হালের গরু, গাড়ি ছিল। এখন তিনি বালুখালীর রোহিঙ্গা ক্যাম্পে। থাকতে জায়গা পেয়েছে ১০ বাই ১০ ফুটের ঘরে। একদা বিত্তবান রোহিঙ্গারা এখন বাংলাদেশের আশ্রয় শিবিরে। তাগি সুলতানের মতো ৪০ জন বিত্তবান রোহিঙ্গা মুসলমানের সঙ্গে বিভিন্ন ক্যাম্পে কথা হয়। তারা সকলেই জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মগদের নজর ছিল তাদের বিত্তবৈভবের ওপর। 'মগ লড্যাইছে'– এর কারণ হিসেবে জানায়, তাদের বিত্ত সম্পদের ওপর তাদের লোভ আর তারা মুসলমান, এই তাদের অপরাধ।

উখিয়া থেকে টেকনাফ যাবার পথে 'ঢাকা' এবং 'মৌলভীবাজার' নামক দুটি স্থানে টমটমের হেলপার যখন হাঁক দিচ্ছিল 'ঢাকা-ঢাকা' যাত্রীই কিছুটা চমকে যায়। কক্সবাজারে 'ঢাকা' আর 'মৌলভীবাজার'-এর হাঁক শুনে। বাস চলে দু'একটা। বাসের যাতায়াত নেই বললেই চলে। উখিয়া থেকে টেকনাফে যাবার পথে লেদা ক্যাম্প, মুছনিপাড়া ক্যাম্প, উনচিপ্রাং ক্যাম্প, নয়াপাড়া, কাঞ্চনপাড়া ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের অস্থায়ী বসতি গড়ে উঠলেও আশপাশের গ্রামগুলোতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে রোহিঙ্গারা। রোহিঙ্গারা যাতে কক্সবাজারের নির্দিষ্ট ক্যাম্পে এবং উক্ত জেলার নির্দিষ্ট জায়গায় থাকতে পারে সেদিকে সরকারের সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে কাজ করে যাচ্ছে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ (অভিমত নেতা)। মিয়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গারা যাতে বাংলাদেশের মূল জনস্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে না পারে সেদিকে প্রশাসনের সজাগ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও অনেক রোহিঙ্গা ভুয়া পরিচয়ে মিশে যাচ্ছে জনগণের মূলস্রোতের সঙ্গে।

পরিবেশ অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, রোহিঙ্গা ক্যাম্পে প্রতিদিন পুড়ছে ৫ শত টন গাছ ও লতাগুল্ম। গাছ কেটে লাকড়ি বিক্রি করছে কোনো কোনো রোহিঙ্গারা। স্থানীয়দের সঙ্গে তাদের সংঘাত লেগেই আছে। কারণ সামাজিক বনায়নের পেছনে স্থানীয়দের বিপুল অঙ্কের টাকা বিনিয়োজিত হয়েছে। অবস্থাপন্ন ও সচ্ছল রোহিঙ্গারা পরিচয় গোপন করে বাসা ভাড়া নিচ্ছে টেকনাফ, উখিয়া, রামু ও চকরিয়া উপজেলা শহরে। রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দালালের দৌরাত্ম্যে অতিষ্ট আশ্রিত রোহিঙ্গারা। ক্যাম্পে ঠাঁই মেলে না যদি টাকা না দেওয়া হয়। ২ থেকে ৫ হাজার টাকায় মেলে তাঁবু। ১০ ফুট বাই ১২ ফুটের একটি তাঁবুর জন্য ভাড়া দিয়ে হয় ২শ থেকে ৩শ টাকা। প্রশাসনকে গোপন করেই এই চক্রটি কাজ করছে। হাতির অভয়অরণ্য ধ্বংস হবার ফলে রোহিঙ্গা তাঁবু আক্রমণ করছে হাতি। এতে কয়েক দফায় ১০ জন রোহিঙ্গা প্রাণ হারায়।

রোহিঙ্গাদের জন্য বাংলাদেশের নাগরিকত্ব কেনার অপচেষ্টা চালাচ্ছে একটি চক্র। এছাড়াও মাদকের ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছে না দেশের যুবসমাজ। শিক্ষিত কর্মজীবীরাও অবাধে পাওয়া ইয়াবায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। বর্তমানে নৌপথই মাদক পাচারের প্রধান রুট। উখিয়া ও টেকনাফের রোহিঙ্গা বস্তিকে ঘিরে গড়ে উঠছে মাদক পাচারের অসৎ চক্র।

কূটনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, বাংলাদেশে পরিবেশের ভারসাম্যের জন্য হলেও রোহিঙ্গাদের নিজ বাসভূমে নিরাপদে পাঠানো একান্ত প্রয়োজন।

জেলা প্রশাসন কক্সবাজার সূত্রে জানা যায়, নিবন্ধিত মোট রোহিঙ্গাদের মধ্যে ৩ হাজার গর্ভবতী রোহিঙ্গা নারী রয়েছে। রোহিঙ্গাদের জন্ম হার অধিক। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার স্থিতি, শান্তি ও ভারসাম্যের জন্য বাংলাদেশ থেকে নতুন ও পুরাতন রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসন

স্বেচ্ছায়, নিরাপদে ও দ্রুততম সময়ে হোক, এটাই সময়ের দাবি। যুদ্ধ আর ক্ষমতার লড়াইয়ে বলি হচ্ছে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ। আমাদের আজ প্রয়োজন প্রতিটা নতুন দিনের শুরুতে পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষগুলোর জন্য কিছু করার তাগিদ অনুভব করা।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

পিতার একান্ত স্নেহে শেখ রাসেল

শেখ হাসিনার ছোট্ট রাসেল সোনা

উদিসা ইসলাম

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেট ছাড় দেয়নি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছোট্ট সন্তান শেখ রাসেলকে। ছোট্ট রাসেলকে মা, বাবা, ভাই, ভাবী ও চাচা সকলের লাশের পাশ দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়া হয়। তখন সে বার বারই বলেছিল, 'মায়ের কাছে যাবো'। মায়ের কাছে নেওয়ার নাম করেই হত্যা করা হয় শিশু রাসেলকে। তার বড়ো বোন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর স্মৃতির কথা লিখেছেন *শেখ রাসেল* বইতে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত বইটিতে তিনি 'আমাদের ছোট্ট রাসেল সোনা' শিরোনামে আনন্দ-বেদনার স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন।

মৃত্যুর আগে রাসেলকে যে মানসিক কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, দুঃসহ সেই স্মৃতির কথা বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ওই ছোট্ট বুক কি তখন কষ্টে-বেদনায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল? যাদের সান্নিধ্যে, স্নেহ-আদরে হেসে-খেলে বড়ো হয়েছে তাদের নিথর দেহগুলো পড়ে থাকতে দেখে, ওর মনের কী অবস্থা হয়েছিল? কী কষ্টই না ও পেয়েছিল!

১৯৬৪ সালের ১৮ই অক্টোবর রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডির বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায়। রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বাবা শেখ মুজিবুর রহমানকে খুব কম সময়ই কাছে পেয়েছে রাসেল। একসময় বেগম ফজিলাতুন নেছা তাকে বাবা ডাকতে শিখিয়েছিলেন। জন্মের মুহূর্ত লিখতে গিয়ে শেখ হাসিনা বলেছেন, 'রাসেলের জন্ম হয় ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বর সড়কের বাসায়, আমার শোবার ঘরে। দোতলার কাজ তখনো শেষ হয়নি। বলতে গেলে মা একখানা করে ঘর তৈরি করিয়েছেন। একটু একটু করেই বাড়ির কাজ চলছে। নিচতলায় আমরা থাকি। উত্তর-পূর্ব দিকের ঘরটা আমার ও কামালের। সেই ঘরেই রাসেল জন্ম নিলো রাত দেড়টায়'।

রাসেলের নামকরণ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'অনেক বছর পর একটা ছোট্ট বাচ্চা আমাদের বাসায় ঘর আলো করে এসেছে, আনন্দের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে। আব্বা বার্টান্ড রাসেলের খুব ভক্ত ছিলেন, রাসেলের বই পড়ে মাকে বাংলায় ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা রাসেলের ফিলোসফি শুনে শুনে এত ভক্ত হয়ে যান যে, নিজের ছোটো সন্তানের নাম রাসেল রাখেন'।

প্রিয় বড়ো বোনের (শেখ হাসিনা) হাত ধরে হাঁটতে শেখা, তাঁর হাতে খাওয়ার মধ্য দিয়ে বেড়ে উঠছিল ছোটো ভাইটি। রাসেলের বেড়ে ওঠার স্মৃতি হাতড়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'রাসেলের সবকিছুতেই যেন ছিল ব্যতিক্রম। ও যে অত্যন্ত মেধাবী তার প্রমাণ অনেকভাবেই আমরা পেয়েছি। আমাকে হাসুপা বলে ডাকত। কামাল ও জামালকে ভাই বলত আর রেহানাকে আপু। কামাল ও জামালের নাম কখনো বলত না। আমরা নাম বলা শেখাতে অনেক চেষ্টা করতাম। কিন্তু ও মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে বলত ভাই। দিনের পর দিন আমরা যখন চেষ্টা করে যাচ্ছি, একদিন ও হঠাৎ করে বলেই ফেলল, 'কামমাল', 'জামমাল'।

শিশুকালে ঘাতকের বুলেটে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন রাসেল মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে রাজনৈতিক পরিবারের জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছিল।

বিশেষ মুহূর্তে শেখ রাসেল

ভাইবোনদের মাঝে স্নেহের শেখ রাসেল

তার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'চলাফেরায় ও বেশ সাবধানী কিন্তু সাহসী ছিল, সহসা কোনো কিছুতে ভয় পেত না। কালো বড়ো বড়ো পিঁপড়া দেখলে ধরতে যেত। একদিন একটা ওল্লা (বড়ো কালো পিঁপড়া) ধরে ফেলল, আর সাথে সাথে পিঁপড়াটা ওর হাতে কামড়ে দিল। ডান হাতের ছোট্ট আঙুল কেটে রক্ত বের হলো। সাথে সাথে ওষুধ দেওয়া হলো। আঙুলটা ফুলে গেছে। তারপর থেকে আর ও ওল্লা ধরতে যেত না। তবে ওই পিঁপড়ার একটা নাম নিজেই দিয়ে দিলো। কামড় খাওয়ার পর থেকেই কালো বড়ো পিঁপড়া দেখলে বলত 'ভুট্টো'।

রাসেলের কোমলমতি মনের উদাহরণ আনতে গিয়ে আরেকটি ঘটনারও উল্লেখ করেন তার প্রিয় হাসুপা। তিনি লিখেছেন, 'মা খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠতেন। রাসেলকে কোলে নিয়ে নিচে যেতেন এবং নিজের হাতে খাবার দিতেন কবুতরদের। হাঁটতে শেখার পর থেকেই রাসেল কবুতরের পেছনে ছুটত, নিজ হাতে ওদের খাবার দিত। আমাদের গ্রামের বাড়িতেও কবুতর ছিল। কবুতরের মাংস সবাই খেত। বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন অধিকাংশ জায়গা পানিতে ডুবে যেত, তখন তরিতরকারি ও মাছের বেশ অভাব দেখা দিত। তখন প্রায়ই কবুতর খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তাছাড়া কারো অসুখ হলে কবুতরের মাংসের ঝোল খাওয়ানো হতো। রাসেলকে কবুতরের মাংস দেওয়া হলে খেত না। ওকে ওই মাংস খাওয়াতে আমরা অনেকভাবে চেষ্টা করেছি। ওর মুখের কাছে নিয়ে গেছি, মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। ওই বয়সে ও কী করে বুঝতে পারত যে, ওকে পালিত কবুতরের মাংস দেওয়া হয়েছে'!

১৯৭২ সালে লন্ডনে শেখ রেহানার সঙ্গে শেখ রাসেল কবুতরকে খাবার দিচ্ছে

রাজনীতির ব্যস্ততা আর মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব ও পরবর্তী বাস্তবতার কারণে খুব বেশি সময় বাবাকে কাছে না পাওয়া রাসেল কিছু সময়ের জন্য কাছে পেলে কী ধরনের আচরণ করত, সে বিষয়ে বলতে গিয়ে বর্ণনায় বলা হচ্ছে, '১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি প্রায় তিন বছর পর আব্বা গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যখন মুক্তি পান, তখন রাসেলের বয়স চার বছর পার হয়েছে। আব্বা বাড়ির নিচতলায় অফিস করতেন। আমরা তখন দোতলায় উঠে গেছি। ও সারাদিন নিচে খেলা করত। আর কিছুক্ষণ পর পর আব্বাকে দেখতে যেত। মনে মনে বোধ হয় ভয় পেত যে, আব্বাকে বুঝি আবার হারাবে'।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আব্বা-ভাইসহ পরিবারের সবাইকে একসাথে না পেয়ে শিশু রাসেলের মনের লুকানো কষ্ট দেখে পরিবারের সকলে অবাক হতেন। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরের পরপরই বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হানাদারদের আক্রমণ চালানোর মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, '...আমার মা পাকিস্তানি হানাদারবাহিনীর হাতে বন্দি হন। আমাদেরকে ধানমন্ডির আঠারো নম্বর সড়কে (পুরাতন) একটা একতলা বাসায় বন্দি করে রাখে'। প্রথমদিকে রাসেল আব্বার জন্য খুব কান্নাকাটি করত। মনের কষ্ট কীভাবে চেপে রাখবে আর কীভাবেই বা ব্যক্ত করবে। ওর চোখের কোণে সবসময় পানি। যদি জিজ্ঞাসা করতাম, 'কী হয়েছে রাসেল? বলত 'চোখে ময়লা'। ওই ছোট্ট বয়সে সে চেষ্টা করত মনের কষ্ট লুকাতে'।

রাসেলের শিক্ষাজীবনের কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিকথায় বলা হচ্ছে, রাসেল এই ছোটো বয়স থেকেই কী রকম আপ্যায়ন পরায়ণ ছিল। তিনি লিখেছেন, '...স্বাধীনতার পর এক ভদ্রমহিলাকে রাসেলের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হলো। রাসেলকে পড়ানো খুব সহজ কাজ ছিল না। শিক্ষককে ওর কথাই শুনতে হতো। প্রতিদিন শিক্ষয়িত্রীকে দুটো করে মিষ্টি খেতে হবে। আর শিক্ষয়িত্রী এ মিষ্টি না খেলে ও পড়তে বসবে না। কাজেই শিক্ষিকাকে খেতেই হতো। তাছাড়া সবসময় ওর লক্ষ্য থাকত শিক্ষিকার যেন কোনো অসুবিধা না হয়। মানুষকে আপ্যায়ন করতে রাসেল খুবই পছন্দ করত'।

প্রধানমন্ত্রী ভাই হারানোর যন্ত্রণা থেকে লিখেছেন, 'হয়ত তার সাথে জার্মানি নিয়ে যেতে পারলে ছোটো ভাইটি বেঁচে যেত ঘাতকের বুলেটের হাত থেকে'। তিনি বলেছেন, '৩০ জুলাই (১৯৭৫) আমি জার্মানিতে স্বামীর কর্মস্থলে চলে যাই। রাসেল খুব মন খারাপ করেছিল। কারণ জয়ের সাথে ও খেলত। আমি জার্মানি যাবার সময় রেহানাকে আমার সাথে নিয়ে যাই। রাসেলকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ওর হঠাৎ জন্ডিস হয়, শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। সে কারণে মা ওকে আর আমাদের সাথে যেতে দেননি। রাসেলকে যদি সেদিন আমাদের সাথে নিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে ওকে চিরতরে হারাতে হতো না'।

লেখক: গবেষক

ইসলামের সেবায় শেখ হাসিনা পিতার পথে হাঁটছেন

মাহবুব রেজা

১৯৭২ সালের ১৮ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে খুব পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, 'আমি একজন মুসলমান এবং মুসলমান একবারই মাত্র মরে, দু'বার নয়। আমি মানুষ। আমি মনুষ্যত্বকে ভালোবাসি। আমি আমার জাতির নেতা। আমি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি।'

বঙ্গবন্ধুর এই ঔদার্যময় কথাতেই বোঝা যায়, তিনি চিন্তা-চেতনায় ও মানসিকভাবে কতটা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। সকল ধর্মের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও ছিল উল্লেখ করার মতো। দেশ স্বাধীনের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড হাতে নেন, যার মধ্যে ইসলাম ধর্মের সেবা ও এর সুবিধা খাতে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেদিকে বিশেষ নজর ও গুরুত্ব দিয়ে বেশকিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন– যা আজও দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। বঙ্গবন্ধু সরকার পরিচালনায় ইসলামের সেবক হয়ে যেসব যুগান্তকারী পদক্ষেপসমূহ নিয়েছিলেন তাহলো– ১৯৭৫ সালে ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, ১৯৭৩ সালে সীরাত মজলিস প্রতিষ্ঠা, সরকারি তহবিল থেকে হাজিদের অনুদান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড পুনর্গঠন, বেতার ও টেলিভিশনে কোরান তেলাওয়াতের অনুমতি প্রদান, মদ, গাঁজা ও ইসলাম-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধে আইন তৈরি, কাকরাইল মসজিদের সম্প্রসারণ, রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণ, ১৯৭৩ সালে আরব ও ইসরাইল যুদ্ধে আরবকে সমর্থন এবং সামর্থ্য অনুযায়ী ত্রাণ প্রেরণ, ১৯৭৪ সালে ওআইসি সম্মেলনে যোগদান এবং মুসলিম বিশ্বের সাথে সম্পর্ক স্থাপন।

বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও সরকার পরিচালনার দায়িত্বে থেকে ইসলামের সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এ ব্যাপারে আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিহাসের পথ ধরে একটু পেছনে চোখ বুলালে জানা যায়, বাংলাদেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তবে বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ড একসময় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল না। সপ্তম শতাব্দীতে কিছু আরব মুসলিম ব্যবসায়ী ও সুফি ধর্ম প্রচারকদের মাধ্যমে এই ভূখণ্ডে প্রথম ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছিল। দ্বাদশ শতকে মুসলমানদের বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সকল সুফি দরবেশদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.), যিনি ১৪৬৩ সালে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে সুদূর ইরাক থেকে এদেশে আসেন। হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহ.)-এর সফরসঙ্গীদের মধ্যে শেখ আউয়াল ছিলেন অন্যতম। যিনি পরবর্তীতে স্থায়ীভাবে ধর্ম প্রচারের জন্য নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বসবাস শুরু করেন। অনেক বছর পর তাঁর তৃতীয় প্রজন্মের বংশধর শেখ বুরহানুদ্দিন ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোপালগঞ্জে যান এবং টুঙ্গিপাড়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলেন তাঁর চতুর্থ প্রজন্মের বংশধর শেখ লুৎফর রহমানের সন্তান। আর শেখ হাসিনা হলেন শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সন্তান। সুতরাং জন্মগতভাবে শেখ হাসিনা ইসলামি শিক্ষা ও আদর্শে গড়ে উঠেছেন। শেখ হাসিনার পূর্বপুরুষ এই বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার পূর্বপুরুষদের অনস্বীকার্য অবদান রয়েছে।

ওমরাহ পালনরত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

সেই ধারার পরম্পরায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিন দফায় সরকার পরিচালনা করার সময় শেখ হাসিনা ইসলাম ধর্মের সেবায় প্রচুর কল্যাণমুখী কার্যক্রম, পদক্ষেপ গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়নে সার্বিক সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর এই কর্মকাণ্ড দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম ধর্মের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রেও তিনি একই মনোভাব পোষণ করেন। শেখ হাসিনার এই দিকটির কথা দেশের আলেম-ওলামা, ইসলামি চিন্তাবিদসহ ইসলামি বিশ্বের অনেকেই প্রশংসা করেছেন। এছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগেও এ ধরনের অনেক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। শেখ হাসিনার উদ্যোগে ইসলামের সেবায় যেসব কার্যক্রম ও কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যে সফলতার মুখ দেখেছে তাহলো– আল কোরানের ডিজিটালাইজেশন, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ, দেশের ৩১টি কামিল মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালুকরণ, যোগ্য আলেমদের ফতোয়া প্রদানে মহামান্য আদালতের ঐতিহাসিক রায়, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধন ও সম্প্রসারণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সুউচ্চ মিনার নির্মাণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের দক্ষিণ সাহান সম্প্রসারণ, সৌন্দর্য বর্ধন ও পূর্ব সাহানের ছাদ নির্মাণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে মহিলাদের নামাজ কক্ষ সম্প্রসারণ, জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে সাহানের স্থান সম্প্রসারণ। জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সে ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ, বাংলাদেশে ইসলামের প্রচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও রাজকীয় সৌদি আরব সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর, হজ ব্যবস্থাপনায় আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, জেদ্দা হজ টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন, আশকোনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই জুলাই ২০১৮ আশকোনা হজক্যাম্পে 'হজ কার্যক্রম-২০১৮' এর উদ্‌বোধন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

হজ ক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, রেকর্ড সংখ্যক হজযাত্রী প্রেরণ। হজ ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থান ও বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, শিশু ও গণশিক্ষা এবং কোরান শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্তিকরণ ও এর ৬ষ্ঠ পর্যায়ে ১৫০০ কোটি ৯৩ লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে যার ফলে ৭৬ হাজার এবং ৫৮ হাজার আলেম-ওলামাদের কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে, কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের সনদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য আলাদা কমিশন গঠন, ১০০০টি বেসরকারি মাদ্রাসার অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।

এছাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন। ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় দেশে ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গঠন করা হয়েছে, যেখানে ইতোমধ্যে ১,৮১,৯১২ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ খাতে এ পর্যন্ত ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে মঞ্জুর করে 'ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন, ইসলামি প্রকাশনা প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা-সেবা

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের নির্মিত বর্ধিতাংশ

প্রদানের ব্যবস্থা, মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম ডিজিটালে রূপান্তর, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের কাছে বাংলাদেশের আলেম-ওলামাদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা। মসজিদ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক অনুদান প্রদান, চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লাহ শাহী জামে মসজিদের উন্নয়নে বিশাল অঙ্কের বাজেট অনুমোদন, চট্টগ্রাম জমিয়াতুল ফালাহ মসজিদ কমপ্লেক্স ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ন্যস্তকরণ, পবিত্র রমজানে মসজিদে মসজিদে ব্যাপক কোরান শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, আন্তর্জাতিক হিফজ, কিরাত ও তাফসির প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সাফল্য এবং বাংলাদেশ থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক হাফেজ ও ইমামদের উচ্চশিক্ষার জন্য মিশর ভ্রমণ, ২০০৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত বাংলাদেশের হাফেজ ও কারিগণ বিভিন্ন মুসলিম দেশে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ৫১ কোটি টাকা পুরস্কার পেয়েছে এবং প্রাপ্ত স্বর্ণমুদ্রার পরিমাণ ৪৪৭ ভরি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে অনুমোদিত প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন মডেলে ইসলামি মূল্যবোধের প্রতিফলন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসারণের ঘোষণা ও বাস্তবায়ন, প্রতি জেলা ও উপজেলা সদরে জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের আদলে মসজিদ নির্মাণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও উপজেলা পর্যায়ে একটি করে মসজিদ সরকারিকরণ, দারুল আরকাম মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মসজিদ ভিত্তিক 'একটি গ্রাম একটি মক্তব' চালু করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে ইসলামের প্রকৃত পরিচর্যাকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। আর তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই হালটি যথাযথভাবে ধরে রেখেছেন। তারা আরো বলছেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামের উন্নয়ন করে মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কর্মকাণ্ডকে যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন করেছেন। ইসলাম ধর্মের প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে উৎসাহী করার কৃতিত্ব সম্পূর্ণ তাঁর।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

আপন উঠোন

সুধীর কৈবর্ত

শুধুই আবেগের আবর্তে হারিয়ে গিয়ে নয়,
এই গাঁওয়ে আসা হৃদয়-ভূমে আঁকড়ে বসা
শেকড়ের টানে; বংশপরম্পরায় সম্পর্কে–
আমারও কেটে গিয়েছে কতকাল!
বাঁক নেওয়া ছোট্ট নদীটির তীর ঘেঁষে
ফসলের ভুঁই, অদূরের কুসুমিত বৃক্ষরাজি,
লতায়-পাতায় ছাওয়া, দুর্বা বিছানো গাঁও;
দুপুরে ঘুঘুরা ঘুম ঘুম সুরের রেশ ছড়ায়,
বসন্তে কোকিল কুহু কুহু গায়।
এই গাঁওয়ে আঁতুড় ঘর খড়ের চালার,
মুলির বেড়ার সেই কুটির আমার
প্রথম আসার গল্পে শোনার ক্ষণটি
বুঝিবা স্থান পায় কোনো বিশেষ চিত্রকর্মে!
মায়ের কোলে সদ্যজাত নিজেকে
দুচোখ ভরে দেখতে পাওয়ার আকুলতা!
মনের কোণে সুপ্ত বাসনার চমক ছোঁয়া,
গ্রিবা বাঁকিয়ে ঠোঁট ফুলিয়ে দাঁড়ায় এসে
শ্যামবর্ণ শাড়ি জড়ানো চিরচেনা মুখ!
আপন ভাবনার অতলে দিই ডুব-সাঁতার
আঁতিপাঁতি খোঁজ করি হারানো অতীত!

শৈলবালার জীবন কি নিভে যাবে

নির্মল চক্রবর্তী

শৈলবালার
জীবনটা যেন দুঃসহ হয়ে গেছে
দেখা নেই কতদিন
অজানা এক সন্ধ্যা
যেখানে জোনাকি ও রক্তচোষা খেলা করে
পেছনে পেছনে ছুটে যায় ম্যালেরিয়ার ছোবল
রক্ত ঝরে, ঠাহর হয় না।
তুমি আপন মনে শুধু নিজেকে দেখো
কতজন ভালোবেসেছে তোমাকে
হিসেব করবে কি কখনো?
নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ে যে এসেছিল তোমার ধবধবে অঙ্গীকারে
তুমি অহংকার দিয়ে তাকেই পিষে দিলে নিমিষে।
দার্জিলিং, কালিংপঙ্ক, গোরবাথান জান্ডি
ইকো রিসোর্সে মেঘদূতের রাত নেমে আছে
পাহাড়ি এবড়োখেবড়ো সরু জঙ্গলাকীর্ণ বিপর্যস্ত পথ, রথযাত্রা।
দীর্ঘ বিরতি পথে পথে
বরফ ঢাকা পাহাড়
বাড়ছে তুষার। ভিজে যাচ্ছে শরীর
আর তুমি আছো নিভৃত যতনে
তুমি বেছে নিয়েছ
তোমার জীবন।

হোগলা ফুলের ঘ্রাণ

রফিক হাসান

কোমর জলে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ে সবুজ-শ্যামল
তরু সারি, বাতাসে হোগলা ফুলের ঘ্রাণ, বিলের
স্বচ্ছ কালো জলে ফণা তোলে তেজী কলমি ডগা
ডুব দেয় শাদা মেঘ, স্মৃতির নদীতে পথ চলা।
পুকুর জলে খই হয়ে ফোটে বৃষ্টির ফোঁটা, সোনা
রং রোদ, ঝিলমিল নাচ গাছ-পত্রপল্লবে
মেহগনি চম্বল বৃক্ষের গোড়ায় জোয়ার জল
বাতাবি লেবুর ডাল নুয়ে থাকে নদীর কিনারে।
শব্দবাঁধ বুঝি ফেটে যায় এমন রূপের ভারে
ইঞ্জিন বোট ফটফট ভাঙে গভীর নীরবতা
দৃশ্য গেঁথে যায় হৃদয় কার্নিশে, চোখের
মণি ভরপুর, বার বার ফিরে আসা, খুঁজে ফেরা।
চেতন আকাশে ভেসে থাকা কত সব মায়ামুখ
নেমে যাবে শ্রাবণ জল শুরু নতুন বীজ বোনা।

মনে পড়ে একাত্তরের কথা

বাবুল তালুকদার

চারদিকে যুদ্ধের মহড়া চলছে
থেমে থেমে গুলিবর্ষণ
পাকিস্তানি নরপশুর দল
মা-বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করে।
ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিসেনা দেশ রক্ষার স্বার্থে
রাজপথে শত শত লাশ
অন্যদিকে শিয়াল কুকুর খাচ্ছে মরদেহ
কী অদ্ভুত দৃশ্য!
যা আজও বাঙালি ভুলতে পারেনি
রাজাকার-আলবদর-আলশামস্
মানব হৃদয় গহীনে দাগ দিয়ে দেয়।
একাত্তরের যুদ্ধে কেহ মা হারায়
কেহবা ভাই-বোন হারায়
এভাবে কেউবা গোটা পরিবার হারায় যুদ্ধের ময়দানে।
পঁচিশ মার্চের কালরাত্রি থেকে
নয়টি মাস যুদ্ধ করে দামাল ছেলের দল
বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনে
স্বাধীন হয় এই বাংলা।
অতঃপর রাজাকারের দল
স্বাধীন বাংলায় রাষ্ট্রের চেয়ারে বসে
রাজত্ব করে যায়–
গাড়ী বহরে বিজয়ের পতাকা উড়ায়
কী লজ্জা এই বাংলায়
হতভাগা দেশ সমাজ পরিবেশ।
আমাদের বঙ্গবন্ধু-কন্যা
প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
রাজাকারদের শিকড় উপড়ে ফেলে দেয়
নতুন একটি উপাধি দেয়
ডিজিটাল বাংলাদেশ, আমাদের সোনার বাংলাদেশ।

ইতিহাসের ধারায় শারদীয় দুর্গাপূজা

স্বপন ভৌমিক

বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত তথা ভারতবর্ষ অথবা পৃথিবীতে দুর্গোৎসবের কালক্রমিক ইতিহাস নির্মাণ করা এখনো সম্ভব হয়নি। এ কাজের উপযোগী সুস্পষ্ট ও অনুপুঙ্খ ধারাবাহিক তথ্য-উপাত্তও পাওয়া যায়নি। কোনো ইতিহাসবিদ বা সমাজবিজ্ঞানী ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে দুর্গোৎসবের উদ্ভবের ইতিহাস ও আনুষঙ্গিক ঘটনাপঞ্জি নির্ভরযোগ্য দলিলপত্র ঘেঁটে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হননি। ফলে কখন, কীভাবে দুর্গোৎসব শুরু হলো–তা এখনো নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। তবে পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ, ধর্মীয় কাব্য, নানা ঐতিহাসিক গ্রন্থ ও সূত্র থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল–তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। আর্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবতাদের। অনার্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবীদের, তারা পূজিত হতেন আদ্যাশক্তির প্রতীক রূপে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের গঠন, দায়িত্ববোধ ও উর্বরতা শক্তির সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করে অনার্য সমাজে গড়ে উঠে মাতৃপ্রধান দেবী সংস্কৃতির ধারণা। ভারতে অবশ্য মাতৃরূপে দেবী সংস্কৃতির ধারণা অতি প্রাচীন। ইতিহাস থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রায় ২২,০০০ বছর পূর্ব ভারতে প্যালিওলিথিক জনগোষ্ঠী থেকেই দেবী পূজা প্রচলিত শুরু হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতায় এসে তা আরো গ্রহণযোগ্য, আধুনিক ও বিস্তৃত হয়। মাতৃপ্রধান পরিবারের মা-ই প্রধান শক্তি, তাঁর নেতৃত্বে সংসার পরিচালিত হয়, তাঁর নেতৃত্বে শত্রু নাশ হয়, আর তাই মাকে সামনে রেখে দেবী বিশ্বাসে গড়ে উঠে, গড়ে ওঠে শাক্ত সম্প্রদায় মত। এই মত অনুসারে দেবী হলেন শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। শাক্ত মতে, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ। অন্যান্য দেব দেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তাঁর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ মাত্র। মহাভারত অনুসারে, দুর্গা বিবেচিত হন কালী শক্তির আরেক রূপে। নানা অমিল ও বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও কীভাবে কালী দুর্গার রূপের সাথে মিশে এক হয়ে গেল সে রহস্য আজো অজানা। কেউ কেউ ধারণা করেন, সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা) দেবীমাতার, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দুর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী–সে হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসেবে পূজা হতে পারে।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে আছে, দুর্গাপূজার প্রথম প্রবর্তক কৃষ্ণ, দ্বিতীয় বার দুর্গাপূজা করেন স্বয়ং ব্রহ্মা আর তৃতীয়বার দুর্গাপূজার আয়োজন করেন মহাদেব। আবার দেবী ভগবত পুরাণ অনুসারে জানতে পারি, ব্রহ্মার মানস পুত্র মনু ক্ষীরোধ সাগরের তীরে দুর্গার আরাধনা করে বর লাভে সফল হন। মূল বাল্মীকির রামায়ণে দুর্গাপূজার কোনো অস্তিত্ব নাই। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে দুর্গাপূজার অস্তিত্ব আছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণ-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, এটি মূল রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শক্তিশালী কবি কৃত্তিবাস ওঝা সংস্কৃত রামায়ণ বাংলা করার সময় মূল রামায়ণের বাইরের তৎকালীন সমাজে প্রচলিত বাংলার সামাজিক রীতিনীতি ও লৌকিক জীবনের নানা অনুষঙ্গ, অনেক মিথ, গল্প বাংলা রামায়ণে ইচ্ছাকৃতভাবে (নাকি গৌড়েশ্বর বা অন্য কারো অনুরোধে?) ঢুকিয়ে বাংলা রামায়ণ আরো অধিক সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, তিনি সংস্কৃত রামায়ণ উপাখ্যানের এমনভাবে বঙ্গীকরণ বা বাংগালীকরণ করেন–যা পড়লে মনে হবে, রামায়ণের ঘটনা তার সমাজের আদি কাহিনি।

তাঁর এই অনুবাদকৃত রামায়ণ পরিচিত পায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে–যা বাংলাভাষী হিন্দু সমাজে বেশ জনপ্রিয়তা পায়, সেখানে তিনি কালিকা পুরাণের ঘটনা অনুসরণে ব্রহ্মার পরামর্শে রামের দুর্গাপূজা করার কথা উল্লেখ করেছেন। শক্তিশালী রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিজয় নিশ্চিত করতে শরৎকালে শ্রী রাম চন্দ্র কালিদহ সাগর থেকে ১০১টি নীলপদ্ম সংগ্রহ করে প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে দুর্গাপূজা করে দুর্গার কৃপা লাভ করেন বলে কৃত্তিবাস ওঝা বর্ণনা করেছেন। তবে দুর্গাপূজার সব চাইতে বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায় মার্কন্ডেয় পুরাণে। যেখানে মহর্ষি জৈমিনি ও মহর্ষি মার্কন্ডেয়ের কথোপকথনের ভিত্তিতে পুরাণটি রচিত হয়। এই পুরাণের মধ্যে তেরোটি অধ্যায় দেবী মাহাত্ম্যম নামে পরিচিত। বাংলায় শ্রীশ্রী চণ্ডী নামে সাতশত শ্লোকবিশিষ্ট দেবী মাহাত্ম্যম পাঠ আছে– যা দুর্গাপূজার প্রধান ও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে পূজার আসরে স্থায়ী হয়ে গেছে।

সনাতন ধর্মের আর্য ঋষিরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতীক হিসেবে দেবী দুর্গার আশীর্বাদ লাভের জন্য আরাধনা করতেন। মার্কন্ডেয় পুরাণ (Markandeya Purana) মতে, চেদী রাজবংশের রাজা সুরাথা (Suratha) খ্রিষ্টের জন্মের ৩০০ বছর আগে কলিঙ্গে (বর্তমানে উড়িষ্যা) Duseehera নামে দুর্গাপূজা প্রচলন করেছিল। নেপালে Duseehera বা Dashain নামেই পূজা হয়।

যদিও প্রাচীন উড়িষ্যার সাথে নেপালের পূজার যোগসূত্র আছে কি-না সে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। পুরাণ মতে, দুর্গাপূজার ইতিহাস আছে কিন্তু ভক্তদের কাছে সেই ইতিহাস প্রামাণিক নয়, বিশ্বাসের।

পরিব্রাজক, বৌদ্ধ পণ্ডিত হিউয়েন সাংকে নিয়ে দুর্গাপূজার একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। চীনা ভাষায় রচিত বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মূল পাণ্ডুলিপি সংগ্রহে ৬৩০ সালে ভারত সফরে আসেন। ভারতবর্ষের নানা বিহারে বিদ্যা অর্জন করেন। ৬৩৫-৬৪৩ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বছর তিনি হর্ষবর্ধনের রাজসভায় ছিলেন। তবে তার কাহিনি দুর্গা, কালী, কালীর আরেক রূপ চন্ডী নাকি বনদেবীকে নিয়ে–তা নিয়ে মতভেদ আছে। তবে তার রচনায় উল্লেখ করেছেন, হর্ষবর্ধনের সময়ে দস্যু তস্করের উপদ্রব খুব বেশি ছিল এবং তিনি নিজেও একাধিকবার দস্যুর হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন। তার প্রবাস জীবনের কোনো এক সময়ে গঙ্গাপথে (প্রাচীন গঙ্গারিডি) এই পরিব্রাজক কোনো বৌদ্ধ বিহারে যাচ্ছিলেন। পথে দস্যুর কবলে পড়লেন। দস্যুরা তাকে দেবী দুর্গার সামনে বলি দেওয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছে। কেউ মনে করেন, বনদেবী, কেউ মনে করেন কালী, কারণ প্রাচীনকালে নরমুণ্ড ভোগ দেবার বিষয়টি বনদেবী বা কালী দেবীর জন্য প্রযোজ্য ছিল–যা এখন পাঠা দিয়ে পূরণ করা হয়। দুর্গা মাকে খুশি করার জন্য নরমুণ্ড ভোগ দেবার বিষয়টি ইতিহাস থেকে জানা যায় না। যাই হোক, বলির পূর্ব প্রস্তুতি প্রায় শেষ, এমন সময় প্রচণ্ডবেগে ঝড় এল। সব আয়োজন ঝড়ের কবলে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ডাকাতরা জান বাঁচাতে পালাতে লাগল। সেই সুযোগে হিউয়েন সাংও পালিয়ে যান।

মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দুর্গাপূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই ধরনের স্থাপত্যরীতি মন্দির। প্রাচীনতমটি পঞ্চরত্ন দেবী দুর্গার–যা সংস্কারের ফলে মূল চেহারা হারিয়েছে। মন্দিরের প্রাচীন গঠনশৈলী বৌদ্ধ মন্দিরের মতো। দশম শতকে এখানে বৌদ্ধ মন্দির ছিল–পরবর্তীতে কীভাবে সেন আমলে হিন্দু মন্দির হয়েছিল তা ইতিহাসে লেখা নেই। ১১শ বা ১২শ শতক থেকে এখানে কালীপূজার সাথে দুর্গাপূজাও হতো। ঢাকেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাস সম্পর্কে নানা কাহিনি প্রচলিত আছে। ধারণা করা হয়, সেন রাজবংশের রাজা বল্লাল সেন ১২শ শতাব্দীতে এটি প্রতিষ্ঠা করেন। তবে সেই সময়কার নির্মাণশৈলীর সাথে এর স্থাপত্যকলার মিল পাওয়া যায় না বলে অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন। তবে বিভিন্ন সময়ে এই মন্দিরের গঠন ও স্থাপনার নানা ধরনের পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ইতিহাসবিদ দানীর মতে, প্রায় সাড়ে পাঁচশ বছর আগে রমনায় কালীমন্দির নির্মিত হয়েছিল এবং এখানেও কালীপূজার সাথে দুর্গাপূজা হতো।

১১শ শতকে অভিনির্ণয়-এ, মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনীতে দুর্গা বন্দনা পাওয়া যায়। বঙ্গে ১৪শ শতকে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল কি-না ভালোভাবে জানা যায় না। ঘটা করে দুর্গাপূজা চালুর আগে কিছু কিছু উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের গৃহকোণে অত্যন্ত সাদামাটাভাবে ঘরোয়া পরিবেশে এই পূজা চালু ছিল। আর ঘটা করে দুর্গাপূজার ইতিহাস, খুব বেশি দিন আগের কথা নয়। তবে কখন থেকে ঘটা করে এই পূজা চালু হলো তা নিয়ে পরিষ্কার বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। যতটুকু জানা যায় তা হলো– কারো মতে, ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের শেষের দিকে দিনাজপুরের জমিদার প্রথম দুর্গাপূজা করেন। আবার কারো মতে, ষোড়শ শতকে রাজশাহী তাহেরপুর এলাকার রাজা কংশ নারায়ণ প্রথম দুর্গাপূজা করেন। ১৫১০ সালে কুচ বংশের রাজা বিশ্ব সিংহ কুচবিহারে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিলেন। অনেকে মনে করেন, ১৬০৬ সালে নদীয়ার ভবনানন্দ মজুমদার দুর্গাপূজার প্রবর্তক। ১৬১০ সালে কলকাতার বারিশার রায় চৌধুরী পরিবার প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করেছিল বলে ধারণা করা হয়। ১৬১০ সালে কলকাতার সাবর্ণ রায় চৌধুরী পরিবার দুর্গার ছেলেমেয়েসহ সপরিবার পূজা চালু করেন।

১৭১১ সালে অহম রাজ্যের রাজধানী রংপুরের শারদীয় পূজার নিমন্ত্রণ পেয়েছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের দূত রামেশ্বর নয়ালঙ্কার। নবাব সিরাজ-উদদৌলার আক্রমণে কলকাতার একমাত্র চার্চ ধ্বংস হবার পর সেখানে কোনো উৎসব করার অবস্থা ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ১৭৫৭ সালে কলকাতার শোভা বাজার রাজবাড়িতে রাজা নব কৃষ্ণদেব লর্ড ক্লাইভের সম্মানে দুর্গাপূজার মাধ্যমে বিজয় উৎসবের আয়োজন করেছিলেন।

আধুনিক দুর্গাপূজার প্রাথমিক ধাপ ১৮ম শতকে নানা বাদ্যযন্ত্র প্রয়োগে ব্যক্তিগত, বিশেষ করে জমিদার, বড়ো ব্যবসায়ী, রাজদরবারের রাজ কর্মচারী পর্যায়ে প্রচলন ছিল। বাংলাদেশের সাতক্ষীরার কলারোয়ার ১৮ শতকের মঠবাড়িয়ার নবরত্ন মন্দিরে (১৭৬৭) দুর্গাপূজা হতো বলে লোকমুখে শোনা যায়। পাটনাতে ১৮০৯ সালের দুর্গাপূজার ওয়াটার কালার ছবির ডকুমেন্ট পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার রামেশ্বরপুরে একই স্থানে ৪০০ শত বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে। জমিদার বাড়ি থেকেই এই পূজার প্রচলন হয়েছিল। বর্তমানে দুর্গাপূজা দুইভাবে হয়ে থাকে– ব্যক্তিভাবে পারিবারিক স্তরে ও সমষ্টিগতভাবে পাড়া স্তরে। ব্যক্তিগত পূজাগুলো নিয়মনিষ্ঠা ও শাস্ত্রীয় বিধান পালনে বেশি আগ্রহী হয়; এগুলোর আয়োজন মূলত বিত্তশালী বাঙালি পরিবারগুলোতেই হয়ে থাকে। অন্যদিকে, একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে যৌথ উদ্যোগেও দুর্গোৎসবের আয়োজন করেন। এগুলো বারোয়ারি বা সার্বজনীন পূজা নামে পরিচিত। সমষ্টিগতভাবে, বারো ইয়ার বা বারোয়ারী পূজা ১৭৯০ সালের পশ্চিম বঙ্গের হুগলি জেলার গুপ্তি পাড়াতে বারো জন বন্ধু মিলে টাকাপয়সা (চাঁদা) তুলে প্রথম সার্বজনীনভাবে বড়ো আয়োজনে দুর্গা উৎসব পালন করেন–যা বারোইয়ার বা বারোবন্ধুর পূজা নামে ব্যাপক পরিচিতি পায়। কাসীম বাজারের রাজা হরিনাথ ১৮৩২ সালে বারোইয়ারের এই পূজা কলকাতায় পরিচিত করান। পরে তাদের দেখাদেখি আস্তে আস্তে তা উচ্চবর্ণের হিন্দু বাঙালি জমিদারদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভবত সেই থেকে বারোয়ারী পূজা শুরু। ১৯১০ সালে সনাতন ধর্ম উৎসাহিনী সভা ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট লেনে এবং একই জেলায় অন্যান্যরা রামধন মিত্র লেন, সিকদার বাগানে একই বছরে ঘটা করে প্রথম বারোয়ারী পুজার আয়োজন করে।

১৯২৬ সালে অতীন্দ্রনাথ বোস জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে পূজা উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দুর্গাপূজা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল (যেমন, কবি নজরুলের আনন্দময়ীর আগমনে কবিতা, বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মা তরম কবিতা, পরবর্তীতে ভারতের জাতীয় সংগীত)। ব্রিটিশ বাংলায় এই পূজা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে দুর্গা স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে জাগ্রত হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই পূজা ঐতিহ্যবাহী বারোয়ারী বা কমিউনিটি পূজা হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। আর স্বাধীনতার পর এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায়।

হিন্দু শাস্ত্রে 'দুর্গা' নামটির ব্যাখ্যা নিম্নোক্তরূপে প্রদত্ত হয়েছে:

দৈত্যনাশার্থবচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ।
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মত।।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিত।।

'দ' অক্ষর দৈত্যনাশক, উ-কার বিঘ্ননাশক, 'রেফ' রোগনাশক, 'গ'

অক্ষর পাপনাশক ও অ-কার ভয়-শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ ও ভয়-শত্রুর হাত থেকে যিনি রক্ষা করেন, তিনিই দুর্গা। অন্যদিকে শব্দকল্পদ্রুম অনুসারে, 'দুর্গং নাশয়তি যা নিত্যং সা দুর্গা বা প্রকীর্তিতা' অর্থাৎ দুর্গ নামক অসুরকে যিনি বধ করেন তিনিই নিত্য দুর্গা নামে অভিহিতা। আবার শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে এই দেবীই 'নিঃশেষদেবগণশক্তিসমূহমূর্ত্যাঃ' বা সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির প্রতিমূর্তি।

দেবী দুর্গার বাহন সিংহ। বাংলায় দেবী দুর্গার যে মূর্তিটি সচরাচর দেখা যায় সেটি পরিবারসমন্বিতা বা সপরিবার দুর্গার মূর্তি। এই মূর্তির মধ্যস্থলে দেবী দুর্গা সিংহবাহিনী ও মহিষাসুরমর্দিনী; তাঁর ডান পাশে উপরে দেবী লক্ষ্মী ও নিচে গণেশ; বামপাশে উপরে দেবী সরস্বতী ও নিচে কার্তিকেয়। এছাড়াও বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-সংলগ্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার এক বিশেষ মূর্তি দেখা যায়। সেখানে দেবীর ডান পাশে উপরে গণেশ ও নিচে লক্ষ্মী, বামে উপরে কার্তিকেয় ও নিচে সরস্বতী এবং কাঠামোর উপরে নন্দী-ভৃঙ্গীসহ বৃষভবাহন শিব ও দুইপাশে দেবীর দুই সখী জয়া ও বিজয়া অবস্থান করেন। কলকাতার কোনো কোনো বাড়িতে দুর্গোৎসবে লক্ষ্মী ও গণেশকে সরস্বতী ও কার্তিকের সঙ্গে স্থান বিনিময় করতে দেখা যায়। আবার কোথাও কোথাও দুর্গাকে শিবের কোলে বসে থাকতেও দেখা যায়। এগুলো ছাড়াও বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে দেবী দুর্গার বিভিন্ন রকমের স্বতন্ত্র মূর্তিও চোখে পড়ে।

সাধারণত আশ্বিন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠ দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী থেকে দশম দিন অর্থাৎ দশমী অবধি পাঁচ দিন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে– দুর্গাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাষ্টমী, মহানবমী ও বিজয়া দশমী নামে পরিচিত। আবার সমগ্র পক্ষটি দেবীপক্ষ নামে আখ্যায়িত হয়। দেবীপক্ষের সূচনা হয় পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন; এই দিনটি মহালয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে, দেবীপক্ষের সমাপ্তি পঞ্চদশ দিন অর্থাৎ পূর্ণিমায়; এই দিনটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত ও বাৎসরিক লক্ষ্মীপূজার দিন হিসেবে গণ্য হয়। দুর্গাপূজা মূলত পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হলেও মহালয়া থেকেই প্রকৃত উৎসবের সূচনা ও কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় তার সমাপ্তি। পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো পরিবারে অবশ্য পনেরো দিনে দুর্গোৎসব পালনের প্রথা আছে। এক্ষেত্রে উৎসব মহালয়ার পূর্বপক্ষ অর্থাৎ পিতৃপক্ষের নবম দিন অর্থাৎ কৃষ্ণানবমীতে শুরু হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবাড়িতে আজও এই প্রথা বিদ্যমান। পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় মহাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী অবধি জাতীয় ছুটি ঘোষিত থাকে; এই ছুটি বাংলাদেশে কেবলমাত্র বিজয়া দশমীর দিনই পাওয়া যায়।

দুর্গাপূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কুমারী পূজা। দেবী পুরাণে কুমারী পূজার সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। শাস্ত্র অনুসারে সাধারণত ১ বছর থেকে ১৬ বছরের অজাতপুষ্প সুলক্ষণা কুমারীকে পূজার উল্লেখ রয়েছে। ব্রাহ্মণ অবিবাহিত কন্যা অথবা অন্য গোত্রের অবিবাহিত কন্যাকেও পূজা করার বিধান রয়েছে। এদিন নির্বাচিত কুমারীকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরানো হয়। দেবীর মতো সাজিয়ে হাতে দেওয়া হয় ফুল, কপালে সিঁদুরের তিলক এবং পায়ে আলতা। সঠিক সময়ে সুসজ্জিত আসনে বসিয়ে ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। চারদিক শঙ্খ, উলুধ্বনি আর মায়ের স্তবস্তুতিতে পূজাঙ্গন মুখরিত থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, শুদ্ধাত্মা কুমারীতে দেবী বেশি প্রকাশ পায়। কুমারী পূজার মাধ্যমে নারী জাতি হয়ে উঠবে পূত-পবিত্র ও মাতৃভাবাপন্ন, শ্রদ্ধাশীল।

১৯০১ সালে ভারতীয় দার্শনিক ও ধর্মপ্রচারক স্বামী বিবেকানন্দ সর্বপ্রথম কলকাতার বেলুড় মঠে ৯ জন কুমারী পূজার মাধ্যমে এর পুনঃপ্রচলন করেন। হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, চিরবিধবাসহ নানা অবিচারে নারীরা ছিল নিপীড়িত। চিরকুমার বিবেকানন্দ নারীকে দেবীর আসনে সম্মানীত করার জন্যই হয়ত পুনঃপ্রচলন করেন। তবে এর আগেও কোথাও কোথাও কুমারী পূজা হতো। ১৯০১ সালের পর প্রতিবছর দুর্গাপূজার অষ্টমী তিথিতে এ পূজা চলে আসছে। আধ্যাত্মিক ও জাগতিক কল্যাণ সাধনই কুমারী পূজার মূল লক্ষ্য। জগতের দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও অশুভের ভেদাভেদ ভুলে মায়ের কৃপা-তুষ্টি লাভই মানবজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

দুর্গাপূজার আরো একটি অংশ হলো সন্ধিপূজা। অষ্টমীর দিনের শেষে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয়, পূজার সময়কাল ৪৮ মিনিট। অষ্টমী তিথির শেষ ২৪ মিনিট ও নবমী তিথির প্রথম ২৪ মিনিট মোট ৪৮ মিনিটের মধ্যে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় । যেহেতু অষ্টমী ও নবমী তিথির সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয় তাই এই পূজার নাম সন্ধিপূজা। এই পূজা দুর্গাপূজার একটি বিশেষ অংশ, এই সময় দেবী দুর্গাকে চামুণ্ডা রূপে পূজা করা হয়ে থাকে, তান্ত্রিক মতে এই পূজা সম্পন্ন হয়। এই পূজায় দেবীকে ষোলোটি উপাচার নিবেদন করা হয়, দেবীর উদ্দেশ্যে হয় পশু বলি, সেই বলিকৃত পশুর মাংস ও রক্ত মদ দেবীকে প্রদান করা হয়। এককভাবে চামুণ্ডা, চণ্ডী বা কালীপূজায় পশু বলি দেখা গেলেও বাংলাদেশের কোথাও দুর্গাপূজায় পশু বলি হয় না।

সরকারি বা জাতীয়ভাবে এই উৎসবকে দুর্গাপূজা বা দুর্গা উৎসব হিসেবে অভিহিত করা হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় এটাকে শরৎকালের বার্ষিক মহা উৎসব হিসেবে ধরা হয় বলে একে শারদীয় উৎসবও বলা হয়। রামায়ণ অনুসারে, অকালে বা অসময়ে দেবীর আগমন বা জাগরণ বলে শরৎকালের দুর্গা উৎসবকে অকালবোধনও বলা হয়। বসন্তকালের দুর্গাপূজাকে বাসন্তী পূজা বলা হয়।

দুর্গাপূজা ভারতের আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। সেখানে পাঁচ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় সবচেয়ে বড়ো সামাজিক, সাংস্কৃতিক উৎসব হিসেবে এটা পালিত হয়। এসব স্থানে বাঙালি হিন্দুরা ব্যাপক সংখ্যায় বসবাস করে। বাঙালি হিন্দুদের বাইরে এ পূজা অতীতে এতো জনপ্রিয় ছিল না। বর্তমানে পূর্ব ভারতের কলকাতা, হুগলী, শিলিগুড়ি, কুচবিহার, লতাগুড়ি, বহরমপুর, জলপাইগুড়ি এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চল যেমন– আসাম, বিহার, দিল্লী, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, গোয়া, গুজরাট, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, কেরালায় ঘটা করে এই উৎসব পালন করা হয়। নেপালে ও ভুটানেও স্থানীয় রীতিনীতি অনুসারে প্রধান উৎসব হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, বগুড়া এবং অন্যান্য জেলায়ও ব্যাপক আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসব পালন করা হয়। সরকারিভাবে এক দিনের এবং হিন্দুদের জন্য তিন দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিদেশে–মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, নেদারল্যান্ড, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, মরিশাস, ফিজি, টোবাকো, কুয়েত, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বহু দেশে অভিবাসী হিন্দুদের বা বাঙালি হিন্দুদের নানা সংগঠন এই উৎসব পালন করে থাকে। ২০০৬ সালে, মহা দুর্গাপূজা অনুষ্ঠান ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রেট কোর্টে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বঙ্গে এই পূজাকে শারদীয় পূজা, শারদোৎসব, মহা পূজা, মায়ের পূজা, ভগবতী পূজা এবং বসন্তকালে বাসন্তী পূজা হিসেবে উদ্‌যাপন করা হয়। বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, দিল্লী, মধ্যপ্রদেশে দুর্গাপূজা এবং মহারাষ্ট্র, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, কেরালা, হিমাচল প্রদেশ, মহীশুর, তামিলনাড়ু, অন্ধ্র প্রদেশে এ পূজাকে নবরাত্রি পূজা বলা হয়।

লেখক: প্রাবন্ধিক

শহিদ বুদ্ধিজীবী প্যারী মোহন আদিত্য

কুঞ্জ বিহারী আদিত্য

যাঁদের জীবনের বিনিময়ে পাওয়া আমাদের স্বপ্নের মহান স্বাধীনতা, তাঁদের অনেকেই আজ স্মৃতির কালগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছেন। আমি তেমনই একজন বীরের কাহিনি আগামী প্রজন্মের কাছে বলছি। সাহিত্য-সংস্কৃতি-ধর্ম, সমাজসেবা, সভা ও সমাবেশের নির্ভীক, অসম্ভব সাহস এবং শানিত অঙ্গীকারে থেমে না থাকা উচ্চারণের নাম শহিদ প্যারী মোহন আদিত্য।

প্যারী মোহন আদিত্য ১৯৩৪ সালের ৫ই জুলাই পাকুটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় মুকুন্দ আদিত্য, মাতা মহামায়া আদিত্য। চার ভাইয়ের মধ্যে বড়ো ভাই রাসবিহারী আদিত্য, মেজ প্যারী মোহন আদিত্য, সেজ অমরেন্দ্রনাথ আদিত্য, সর্ব কনিষ্ঠ আমি (কুঞ্জ বিহারী আদিত্য)। আমার জেঠাত বড়ো ভাইয়ের স্ত্রী গৌরী বালা আদিত্য (বৌদি) এবং জেঠাত বড়ো বোন নিরু বালা আদিত্যের কাছে জেনে তাঁর জীবনের কথা লিখছি। প্যারী মোহন আদিত্য জন্মের ৩ বছর পর এক সন্ন্যাসী আমাদের বাড়ি আসেন এবং তাঁকে কোলে নিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন এ ছেলে সৎ, বিনয়ী, ন্যায়পরায়ণ ও দেশপ্রেমিক হবে। তিনি তাঁর নাম দিয়েছিলেন কহগোবিন্দ। আমার জেঠাত দিদি এ নামেই ডাকতেন, কিন্তু আমার ঠাকুরমা নাম রেখেছিলেন প্যারী মোহন আদিত্য। এ নামেই তিনি সুপরিচিত। তিনি ছিলেন পিতৃ-মাতৃ ভক্তিপরায়ণ। গ্রাম ছিল তাঁর অতি প্রিয়, গ্রামের শ্যামল দৃশ্য ও স্নিগ্ধ ছায়া তাঁকে বার বার আকর্ষণ করত; গ্রামের বাঁশঝাড় ও আম-কাঁঠালের ছায়ায় বসে গ্রামের লোকদের সাথে গল্প করতেন, তাদের সুখ-দুঃখের কথা, নানা সমস্যার কথা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতোই শুনতেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতেন। প্যারী মোহন আদিত্য ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত, সুন্দর ও সরল মনের মানুষ। একজন ন্যায়পরায়ণ, নিষ্ঠাবান, আপোশহীন কর্মী হওয়ায় উচ্চাভিলাসী জীবনে অনাগ্রহী ছিলেন। সব সময় দেখেছি Simple living, high thinking এই ছিল তাঁর জীবনবোধ। খাবারদাবার বা পোশাক পরিচ্ছদের দিকে তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। গণমাধ্যম ও প্রকাশনার প্রতি ব্যতিক্রম একটা আগ্রহ ছিল তাঁর। প্রথমদিকে তিনি ছোটো ছোটো পুস্তিকা ছাপিয়ে ঠাকুরের আদর্শ ও সমসাময়িক সমাজব্যবস্থা নিয়ে জনসমাজে কাজ শুরু করেন। পায়ে হেঁটে ও সাইকেলে বিভিন্ন এলাকায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী ও আদর্শ প্রচার করতেন। ছোটো ছোটো প্রকাশনাগুলোর সাফল্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাই ১৯৫৭ সালে টাঙ্গাইলস্থ পাকুটিয়া থেকে প্রকাশিত *সৎসঙ্গ সংবাদ* পত্রিকাটি মন্দির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সংখ্যা হিসেবে (আষাঢ় সংখ্যা) প্রকাশিত হয়। প্রত্রিকাটি শ্রীকুঞ্জ বিহারী মজুমদার কাব্যতীর্থ ও শ্রী প্যারী মোহন আদিত্যের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশ শুরু হয়েছিল। পুরো সম্পাদনায় থাকেন রাস বিহারী আদিত্য। যা বর্তমানে মাসিক *সৎসঙ্গ সংবাদ* পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ পত্রিকাটি তৎকালীন সময়ে টাঙ্গাইল তথা সমগ্র বাংলাদেশে বহুল প্রচারিত গণমাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তিনি *সৎসঙ্গ সংবাদের* সহ-সম্পাদক এবং একজন কর্মী হিসেবে খুবই সচেতনভাবে ধর্মীয় আধ্যাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। স্থানীয়ভাবে তিনি গড়ে তুলেছিলেন আঞ্চলিক সাহিত্য পরিষদ এবং কিশোর মহল। যুবক ও তরুণরা প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে লেখার মাধ্যমে তাদের মতামত প্রকাশ করত। তিনি এই সত্য নিশ্চয় উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষের সুস্থ চেতনাই মানুষকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে '৭০-এর নির্বাচন ও সেই সময়ে ঘটে চলা সকল রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের দিকে নিয়মিত নজর ছিল তাঁর।

যুদ্ধরত মুক্তিযোদ্ধারা

আশ্রমের কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি থেকেছেন নিজের দেশমাতৃকার স্বাধীনতার পথ প্রবাহে। গণমাধ্যমের মাধ্যমে তিনি যেমন সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন, তেমনি জীবনবাদী দর্শন প্রচারে এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটাতে একজন সক্রিয় সাংস্কৃতিক কর্মী ছিলেন। তিনি গল্প ও কবিতা লেখা ছাড়াও গান, বাজনা, যাত্রা, থিয়েটারে ভালো অভিনেতা ছিলেন। ছিলেন সদা হাস্য ও জনদরদি। এত দায়িত্বের পরেও প্যারী মোহন আদিত্য সমান মনোযোগী ছিলেন সংসারের প্রতি। সাংসারিক কর্তব্য পালনে তিনি অনেকেরই অনুস্মরণীয় হতে পারেন। ধর্মীয় আধ্যাত্ম-চেতনা, দেশপ্রেম এইসব কিছু ছাড়িয়ে তিনি একজন যোগ্য সন্তান, ভ্রাতা ও স্বামী ছিলেন। তিনি যৌথ পরিবারের দায়িত্ব নিজ ইচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আমি প্যারীদার সাথে শ্রীশ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এবং সাংগঠনিক আলোচনার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ব্যবহৃত শ্রীশ্রীপাদুকা প্যারীদার হাতে প্রদান করলেন। আজও পাকুটিয়াস্থ সৎসঙ্গ শ্রীমন্দিরে সংরক্ষিত আছে সেই শ্রীশ্রীপাদুকা। তখন থেকেই পুণ্য পাদপীঠ 'পাকুটিয়া ধাম' নামে পরিচিত।

যুক্তির চেয়ে আবেগকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন তিনি। এ কারণে দুঃখও পেয়েছেন। তবে মানুষকে অসম্ভব ভালোবাসতে পারতেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন যাকেই মন থেকে ভালোবেসেছে তার জন্য করতে পারে না এমন কাজ ছিল না তাঁর কাছে। তাঁকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি, আর সবচেয়ে ভালোবাসার ও শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন বাবা-মা। বড়ো ভাইয়ের প্রতি অন্ধ ভালোবাসায় জীবনের

অনেক কিছুই তুচ্ছজ্ঞান করেছেন। অনেক সাধ-আহ্লাদকে বিসর্জন দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালের ১৫ই জুলাই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন প্যারী মোহন আদিত্য।

ব্রিটিশ শাসনের শেষ অংশে ভারত-পাকিস্তানের বিভক্তি। সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ, দেশ ত্যাগ, সব ইতিহাসের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে অবলোকন করেছেন প্যারী মোহন আদিত্য। ১৯৪৭-এর দেশ ভাগ বাঙালিদের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি। ব্রিটিশদের শোষণের চেয়েও পাকিস্তানি শাসকরা আরো বেশি শোষণ করতে শুরু করে। ব্যাপক অর্থনৈতিক বিভক্তি এ বাংলার মানুষের জীবন-জীবিকা, যাপিত জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। প্যারী মোহন আদিত্যের জীবনেও সেই প্রভাব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। এর মধ্যেও সেই সময় থেকেই বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে পুণ্য তীর্থ হিমাইতপুরের স্মৃতি বুকে নিয়ে রাস বিহারী আদিত্য ও

পতাকা হাতে মুক্তিযোদ্ধারা

প্যারী মোহন আদিত্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশ সম্বল করে চলেছেন সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠায়। দিন যায় কথা থাকে। ইতিহাস সাক্ষী আশ্রমের প্রসারতা বেড়েছে, লোক সমাবেশ বেড়েছে। সেই মানব কল্যাণের জন্যই প্যারী মোহন আদিত্য মানবতার সেবায় মনোনিবেশ করেছিলেন। ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বাঙালি জাতির ওপর বর্বরোচিত হামলার আগে (২৪শে মার্চ) তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী, সাবেক সংসদ সদস্য শামসুর রহমান খান শাহজান, ভবেশ বোষ, বাসেদ সিদ্দিকী এবং মির্জা আমজাদ হোসেন সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের পরামর্শে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং কিছু অর্ঘ্য দান করেছিলেন আপৎকালীন ফান্ডে। সাথে ছিলেন বড়ো ভাই রাস বিহারী আদিত্য এবং অমরেন্দ্র নাথ আদিত্য। রাস বিহারী আদিত্যের তত্ত্বাবধানে পূর্ব পাকিস্তানে সৎসঙ্গ এগিয়ে চলছিল। আমরা সবাই বড়ো ভাইয়ের কথামতো এবং তাঁর নির্দেশ মতো একসাথে চলেছি, কাজ করেছি এবং জোগান দিয়েছি সব কাজের। দেখতে দেখতে ঘনিয়ে এল ১৯৬৯। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডাক দিলেন অসহযোগ আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থানের। এতেও তিনি যোগ দিয়েছেন। স্বভাবজাত একজন অসাম্প্রদায়িক মানবসেবী মানুষ ছিলেন প্যারী মোহন আদিত্য। মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য সদা জাগ্রত। ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে ভয়াবহ বন্যা ও জলোচ্ছ্বাস দেখা দেয়। শত শত মানুষ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। তিনি তাঁর কর্মীসহ এসেছিলেন দুস্থদের সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে প্যারী মোহন আদিত্য অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন। দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সততার কারণে গ্রামের মানুষের প্রিয়পাত্র ছিলেন। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দেশের সেবায় হাত দিয়েছিলেন, কাঁধে বন্দুক নিয়ে নয়, বন্দুকধারী গুলিবিদ্ধ আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা করে। তিনি গোপনে আশ্রয় দিয়ে তাঁদের সুস্থ করে তুলতেন। ৪ঠা এপ্রিল ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের প্রতিকৃতিতে পাকিস্তানবাহিনী গুলি করার পর, পাশে ধ্যানরত অবস্থায় প্যারী মোহন আদিত্য থাকায় তাঁকে মূর্তি ভেবে হানাদারবাহিনী সেদিন চলে যায়। আবার ১৯৭১-এর ২১শে মে আনুমানিক ৯টায় পাকিস্তানিদের হাতে ধরা পড়ে নির্যাতিত হয়ে পালিয়ে ভারতে গেলেও দেশকে ভালোবাসার জন্য আবার চলে আসেন। তিনি বলতেন, পাকিস্তানিদের ভয়ে আত্মগোপন করলে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা আশ্রয় ভেঙে যাবে। মুক্তিযোদ্ধারা যদি প্রাণের ভয় ত্যাগ করে, গৃহের আরাম ও মায়ের স্নেহ ও ভালোবাসা, সন্তান ও স্ত্রীর স্নেহ ও ভালোবাসা ভুলে দিনের পর দিন মাসের পর মাস বনে- জঙ্গলে অনাহারে, অর্ধাহারে যুদ্ধ করতে পারে তবে আমি কেন প্রাণের ভয়ে পালিয়ে থাকব? তাই আমি চলে আসলাম। এদেশ আমাদের।

১৯৭১ সালে ভয়াল ৮ই আগস্ট তীব্র চিৎকার আর কামানের গোলাগুলির শব্দে পাকুটিয়ার আকাশ শিউরে উঠেছিল। পাকুটিয়া সৎসঙ্গ আশ্রমে কাদেরীয়া বাহিনীর আঞ্চলিক কমান্ডার আলহাজ খোরশেদ আলম তালুকদার বীরপ্রতীক তাঁর কোম্পানির জোয়ানসহ অবস্থান করছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি এই আশ্রম। সেই মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাতার ওপর আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। এলএমজি দিয়ে গুলিবিদ্ধ করে এবং বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দাদাকে। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিব জয়যুক্ত হবে, দেশ স্বাধীন হবে, তোমরা সাবধানে থেকো'। সন্ধ্যার প্রার্থনা শেষে তাঁর জীবনাবসান হয়। পরে তাঁকে বাড়ির কাছে আশ্রমস্থ সমাধিক্ষেত্রে দাহ করা হয়।

এরপর পার হয়ে গেছে অনেক বছর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচনা হয়েছে। কিন্তু সবার আত্মত্যাগ ইতিহাসের পাতায় কি ঠাঁই পেয়েছে? সৎসঙ্গ আশ্রম পাকুটিয়া শুধু একটি আধ্যাত্মিক চর্চা কেন্দ্র নয়, সময়ের প্রয়োজনে দেশ মাতৃকার টানে এই আশ্রম যে মুক্তি ক্যাম্প হয়ে উঠেছিল তা কয়জন জানেন বা মনে রেখেছেন? একটি অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ বিনির্মাণে এইসব প্রচারের আলোর বাইরে থাকা দেশপ্রেমিকদের কাহিনি নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন। যাতে তারা উপলব্ধি করতে পারে। সময়ের প্রয়োজনে তাদেরই মুক্তিসেনানী হয়ে লড়তে হবে স্বাধীন দেশের জন্য, একটি জাতির জন্য।

লেখক: সভাপতি, সৎসঙ্গ বাংলাদেশ

লালন সুরের পূজারি বিমল বাউল

লিটন ঘোষ জয়

[বিমল বাউল, জন্ম: ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৪, পিতা: মুকুন্দ বিশ্বাস, মাতা: অমেলা রানী বিশ্বাস, গ্রাম: শালিখা, উপজেলা শালিখা, জেলা: মাগুরা]।

২০ বছর লালনের আখড়াতে যাওয়া-আসা করি। একদিন ইচ্ছে হলো মঞ্চে একটা গান করবো। আমার গুরুকে বললাম, বাবা আমার নামটা একাডেমিতে লিখে দেন। তিনি বললেন, নাম লেখাতে হবে না। সাধনা ঠিক ঠিক হলেই বাতাসে বাতাসে প্রচার হয়ে যাবে। কিন্তু সেদিন আর গান গাওয়া হয়নি। এর কিছুদিন পর অন্য আরেকটা অনুষ্ঠানে গিয়ে উপস্থাপকের কাছে আমার ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করলে ওই উপস্থাপক আমাকে বলেছিলেন, গান গাইতে পারবে তো?

উত্তরে আমি বলেছিলাম, সেটি গুরুজি জানেন। এরপর আমি 'কোন রসে কোন মানুষ খেলে মহা রসের ধনি/চন্দ্রে শুধা পদ্মে মধু যোগায় রাত্রি দিনি' এই গানটি গেয়েছিলাম। গানটা শুনে শ্রোতাদের কাছ থেকে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছিলাম। দর্শকদের ভেতর থেকে কোনো একজন বলেছিলেন, আরে এই পাগলকে তো দেখি জাফরের আস্তানায় ধুলোর ভেতর গড়াগড়ি খেতে। এ তো দেখি সবচেয়ে ভালো গাইলো গো!

লালন সুরের পূজারি বিমল বাউল

কথাগুলো বলছিলেন মাগুরা শালিখা উপজেলার লালন শিল্পী বিমল বাউল। তাঁর গানের গুরু হাতেম মাস্টার। গুরুজি হাতেম মাস্টারের বাড়ি হরিশপুর। গুরুজি তাঁর হাতে যেদিন থেকে ধরিয়ে দিয়েছেন একতারা। সেদিন থেকেই তিনি যেন একতারা আর লালনের সুরের পাগল। প্রথম গান ছিল-'হক নাম বল রসনা'।

বিমল বাউলের বাপ-দাদা গানের মানুষ। তাঁদের দেখাদেখিতে মূলত তাঁর এই পথে আসা। বাবার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় আজও পথে পথে তিনি গান গায়ে বেড়ান। ঢাকা চারুকলা, শিল্পকলা একাডেমি, বাংলা একাডেমি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, এনটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল ওয়ান ও চিটাগাং ডিসি পাহাড়, নাটোর, কুমিল্লাসহ আরো অন্যান্য স্থানে। মন চাইলেই ছুটে যান যেখানে সেখানে!

বিমল বাউলের বাবা মুকুন্দ বিশ্বাস, বর্তমানে তাঁর বয়স ১০৩ বছর। এখনো তিনি গান করেন। বিমল বাউলের ছবি লন্ডনের এন.আই ম্যাগাজিনে প্রদর্শনী হলে স্বর্ণ পদক (২০০৫) ঘোষণা করা হয়। এই ছবিটি তুলেছিলেন *প্রথম আলোর* ইন্টারন্যাশনাল ফটোগ্রাফার সাহাদত পারভেজ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পুরস্কারটা আজও তিনি পাননি।

ইতোমধ্যে জি-সিরিজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে 'ইতরপনা' শিরোনামে বিমল বাউলের একটি অ্যালবাম। এটি কম্পোজ ও সংগীত পরিচালনা করেছেন নমান। এই অ্যালবামের পেছনে একটি গল্প আছে। তিনি বলছেন, একদিন আমি চারুকলার সামনে গান করছি। আমাকে সব ছাত্রছাত্রীরা ঘিরে ধরে গান শুনছে। হঠাৎ নমান নামের একটি ছেলে বলল, কাকা আপনি আমার স্টুডিওতে যাবেন। হ্যাঁ, স্টুডিওতে যাওয়া হলো। তারপর নমান বলল, আপনি একটা গান করেন তো শুনি। তখন আমি আমার একতারাটা নিয়ে গান করি। এরপর আমার চার-পাঁচটা গান রেকর্ডিং করা হলো। এর দীর্ঘদিন পর অর্থাৎ দুই বছর পর নমানের সাথে পুনরায় শাহবাগ দেখা হয়। আমাকে দেখে নমান সোজা জি-সিরিজের খালেদ ভাইয়ের কাছে নিয়ে যায়। ওখান থেকেই আমার অ্যালবাম বের হয়।

অ্যালবামের উল্লেখযোগ্য গান– 'খাঁচার ভেতর অচিন পাখি/কেমনে আসে যায়/পাখি ধরতে পারলে/মনো বেড়ি দিতাম পাখির পায়'। 'কে গো জানতে পাই/রসের রসিক না হলে/কোথায় সে অটল রূপে বারাম দেই'। 'মন তুই করলি এ কি ইতরপনা/দুদ্ধেতে যেমনরে তোর মিশল চোনা'। 'সহজ মানুষ ভোজে দেখ দেখি মন দিব্যজ্ঞানে/পাবিরে অমূল্য নিধি বর্তমানে'। 'এই গো কুলে শ্যামের প্রেমে/কে বা না মজেছে সখী/ কার কথা কেউ বলে না/ একা একা হই কলকিনী'। 'গেড়ে গাঙের ক্ষেপ্যা হাপুর-হুপুর ডুব পাড়িলে/ এই বার মজা যাবে বোঝা/ কার্তিকের উল্লানির খালে/বাই চালা দেয় ঘড়ি-ঘড়ি/ ডুব পাড়রে তাড়া-তাড়ি'।

বিমল বাউল বিটিভির নিয়মিত শিল্পী। এ যাবৎ বিটিভিতে অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছেন। তিনি বলেন, বিটিভি বাংলাদেশের একমাত্র সরকারি চ্যানেল। তাই বেশিরভাগ লোকজনের ঝোঁক থাকে বিটিভির উপর। সম্ভবত সে কারণে প্রোগ্রাম একটু দেরিতে পাই। তবুও আমি আনন্দিত। কেননা, বিটিভির মতো সরকারি চ্যানেল আমাকে তালিকাভুক্ত করেছে।

আমি লালনের গানের মানুষ, লালন ভক্ত। আমার মনে হয় আগামী ১০০ বছরের ভেতর পৃথিবীতে একটাই বাতাস বইবে। কারণ, লালন শাম্যবাদ, মানবধর্ম। লালন নিজেই বলেছেন, 'আপনার আপনি ফানা হলে সকল জানা যায়। আরবিতে কয়-আল্লাহ্, ফারসিতে কয়- খুদাতাল্লা। গড বলেছে যিশুর চেনে ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে। আল্লাহ্ হলে ভজন পূজন এ সকল মানুষের স্বজন। মনের ভাব প্রকাশিতে ভাষার সৃষ্টির এ জগতে। মনস্তিক আঁধারকে চিনলে ভাষা ব্যাকে নাহি পাবে'।

আমাদের তরুণ প্রজন্মের যারা লালনের গান গাইছে তারা বেশ ভালোই গাইছে। এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে এত ভালো গায় এটা ভাবতে বেশ ভালোলাগে!

সংসার জীবনে বিমল বাউলের ১ ছেলে, ৩ মেয়ে। ছেলে বিবেক বিশ্বাস কৃষক। মেয়ে জয়ন্তি বিশ্বাস, অঞ্জনা বিশ্বাস ও স্মৃতি বিশ্বাস। তিন মেয়েকেই বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

শামসুর রাহমান: নাগরিক মধ্যবিত্তের কবি

আতিক আজিজ

অনভিজ্ঞ পাঠক হিসেবে যখন শামসুর রাহমানের কবিতা পড়তে শুরু করি তখন তাঁর কবিতায় অনুভব করি অক্ষরবৃত্তের প্রবহমান বৈশিষ্ট্য ও চিত্রকল্পের স্বতঃস্ফূর্ততা। এক ধরনের প্রসন্ন স্নিগ্ধতা শামসুর রাহমানের কবিতার চরণে চরণে ছড়িয়ে আছে। *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* বইয়ে এটা লক্ষণীয়। দ্বিতীয় বই রৌদ্র করোটিতে কবিতায় সেই সঙ্গে এল ব্যঙ্গ, ছন্দ বৈচিত্র্য। মাত্রাবৃত্ত ছন্দও এগিয়ে এল। উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল পরাবাস্তবতার আবহ। দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থেই তাঁর কবিতা হয়ে উঠল রাজনৈতিক চেতনায় উজ্জীবিত। বাংলাদেশে তখন রাজনীতির জাগরণ চলছে। মার্কসীয় চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িকতার আকাঙ্ক্ষা যুগপৎ মধ্যবিত্ত মানসে প্রবল হয়ে উঠছিল সে সময়। শামসুর রাহমানের সংবেদনশীল হৃদয় স্পর্শ করেছে সেই অনুভবকে। তাঁর কবিতায় তখন আশাবাদিতা সমুন্নত। অথচ নৈরাশ্যের বোধ আধুনিকতার এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ।

শামসুর রাহমান আধুনিক মানসের কবি। তা সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় আশাবাদিতাই স্পষ্ট ফুটে আছে। আশাবাদিতা আধুনিকতার কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য নয়। তিনি আধুনিক বলেই আশাবাদিতার মধ্যেও বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের তুষাগ্নি তাঁকে পোড়াতে থাকে। তাঁর এসব কবিতায় আধুনিকতার শনাক্তি চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেগুলো হচ্ছে– ব্যঙ্গ ও শ্লেষের প্রাচুর্য।

শামসুর রাহমানের *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*র কবিতাগুলো কবিকে ক্রমশ পরিচিত করে তুলেছিল সেই পঞ্চাশ দশকে। আজ একুশ শতকের প্রথমাংশে দাঁড়িয়ে আবারো দেখে নেওয়া যেতে পারে গ্রন্থটির মর্মবস্তু। কবিতাগুলো না পড়ে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায়, শামসুর রাহমান এই কাব্যে স্মৃতি, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার তীব্র সংবেদনে আচ্ছন্ন এবং অনেক বেশি মগ্ন নিজের ভেতর। *প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে* কবিতায় দেখি নিঃসঙ্গ ব্যক্তির দীর্ঘশ্বাস; মৃত্যুর পর পুনর্জীবনপ্রাপ্ত এই ব্যক্তি চারপাশের মানুষের সাথে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ। সে লক্ষ করেছে সাবেকী পৃথিবী ও বর্তমান পৃথিবীর মর্মান্তিক পার্থক্য, জেনে গেছে আকাঙ্ক্ষা ও প্রাপ্তির দূরত্ব। অনেক না পাওয়ার দাহ আর সন্তাপ নিয়ে তবু সে বহন করে চলেছে জীবনের দায়ভার। সত্তায় বয়ে আনা *অন্তহীন আশ্চর্য বিষাদ* নিয়ে তাঁর প্রতীক্ষা শুধু দ্বিতীয় মৃত্যুর। এই নিঃসঙ্গ ব্যক্তির সুরই পুনরুচ্চারিত হয়েছে *'রূপালী স্নান'* কবিতায়।

একুশের চেতনা লালনে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অসংখ্য জাতীয় নেতার ভূমিকা ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। পাশাপাশি একুশের চেতনাকে ধারণ ও তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে লেখক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক তাঁদের লেখায় লালন করেছেন সে চেতনাকে। একুশের রক্তাক্ত রাজপথ ধরে বাঙালির জীবনে মৃত্যুময় বিভীষিকা নেমে আসে। কিন্তু বাঙালি মৃত্যুভয়ে ভীত না থেকে স্বদেশের অস্তিত্বকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঔপনিবেশিক পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিরোধ গড়ে তোলে। শহিদ হন অনেকে। শহিদ দিবসের শোকাবহ ঘটনা এবং শহিদদের আত্মত্যাগকে জগৎখ্যাত মহাপুরুষদের আত্মদানের সঙ্গে তুলনা করে শামসুর রাহমান তাঁর কবিতায় প্রতিক্রিয়া বিধৃত করেন: প্রমিথিউসের গানের মতো আমার গলার রৌদ্রোজ্জ্বল চিৎকার

> কাঁপিয়ে দেবে এই পৃথিবীর আকাশ-বাতাস,
> ফেটে চৌচির হয়ে যাবে মিশরীয় স্ফিংসের স্থবিরতা
> খসে যাবে তোমাদের রাত্রির দীপ্তিমান তারা, দিনের সূর্য!!
> টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলো আমার সূর্যের মত হৃদপিণ্ড
> কিন্তু শোনো, এক ফোঁটা রক্তও যেন পড়ে না মাটিতে,
> কেননা আমার রক্তের কণায় কণায় উজ্জ্বল স্রোতের মতো
> বয়ে চলেছে মনসুরের বিদ্রোহী রক্তের অভিজ্ঞান।
> তোমরা নিশ্চিহ্ন করে দাও আমার অস্তিত্ব,
> পৃথিবী হতে চিরদিনের জন্য নিশ্চিহ্ন করে দাও
> উত্তরাকাশের তারার মতো আমার ভাস্বর অস্তিত্ব।
> [একুশের কবিতা, একুশে ফেব্রুয়ারি]

শামসুর রাহমানের অনেক কবিতারই বিষয়বস্তু রাজনৈতিক অনুষঙ্গ, কিন্তু সেসব কবিতায় রাজনৈতিক মূল্যায়ন কিংবা মন্তব্যের প্রক্ষেপ নেই। *বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, হরতাল, আসাদের শার্ট, তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা, বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়* প্রভৃতি কবিতায় পাঠকের মনে অবশ্যই ইতিহাসের সারমর্ম উঁকি দেবে। তথাপি শামসুর রাহমানের এসব কবিতা রাজনৈতিক কবিতা নয় বরং কবিতা। তবে এসবের

বিষয়বস্তু রাজনীতি আহৃত। তাঁর সার্থকতা এখানে যে, দৃশ্য, চিত্র প্রতীক, রূপক, উপমা সব মিলিয়ে কবিতা এবং দর্শনও শেষ পর্যন্ত একটি জাতির সামগ্রিক আশা-আকাঙ্ক্ষার মানসপটে ঝুলতে থাকে বৃহদাকার পোস্টারের মতো। আর যখন স্বাধীনতা তুমি ও শামসুর রাহমান সমর্থক হয়ে পড়েন তখন বোঝা যায় কবি মানেই এক দুরধিগম্য জগতের বাসিন্দা নন; তিনি যখন ইতিহাসের বুক ফুঁড়ে সহসা কোনো খনি শ্রমিকদের হৃদয়েও উদিত হন তখন তাঁর নাম হয়ে যেতে পারে পাবলো নেরুদা– শামসুর রাহমান হচ্ছেন আমাদের নেরুদা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবুর রহমানকে অভিযুক্ত করায় সমগ্র বাংলাদেশের লোক বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনরত ছাত্ররা এসময় ৬ দফার সমন্বয় করে ১১ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। ক্রমে তা '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানে একুশের চেতনা নতুন তাৎপর্যে গতি পায়। এই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে শামসুর রাহমান একুশের কবিতায় নতুনভাবে জেগে ওঠার আহ্বান করেন:

নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জ্বলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
আজন্ম আমার সাথী তুমি,
আমাকে স্বপ্নের সেতু দিয়েছিলে গ'ড়ে পলে পলে,
তাইতো ত্রিলোক আজ সুনন্দ জাহাজ হয়ে ভেড়ে আমারই বন্দরে।...
উনিশশ বাহান্নোর দারুণ রক্তিম পুষ্পাঞ্জলি
বুকে নিয়ে আছো সগৌরবে মহীয়সী।
[বর্ণমালা, আমার দুঃখিনী বর্ণমালা, নিজ বাসভূমে]

শামসুর রাহমানের *স্বাধীনতা তুমি* কবিতায় স্বাধীনতার যে ব্যাপ্তি তা দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং সমসাময়িক বিভিন্ন উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন:

স্বাধীনতা তুমি
রবি ঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।...
শহীদমিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা।...
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।...
বোনের হাতের নম্র পাতায় মেহেদীর রঙ।...

একাত্তরের জ্বলজ্বলে অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহের শ্রেষ্ঠতম সংকলন *বন্দি শিবির থেকে*। এর প্রতিটি পঙ্‌ক্তি, প্রতিটি অনুষঙ্গের ভেতর গেঁথে আছে একাত্তর-যুদ্ধ-রক্ত-মৃত্যু এবং স্বাধীনতা। এই গ্রন্থের কবিতাগুলোতে শামসুর রাহমান দ্রোহী নন, দ্রোহের চেয়ে এখানে তীব্রভাবে দেখা দিয়েছে তাঁর হাহাকার, নির্যাতিতের অনুভব এবং নির্যাতনের ভেতর থেকে জন্মায়নি কোনো দ্রোহ, যা আমরা দেখতে পাই নজরুলে, সুকান্তে, সুভাষে অথবা দূরদেশি পল এল্যুয়ারে, লুই আরাগঁ কিংবা পাবলো নেরুদায়। ষাটের দশকের রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ কিংবা সত্তরের রুদ্র মুহম্মদ শহীদুল্লাহর কবিতায় যে দ্রোহ তা অহংবোধের সঙ্গে জড়িয়ে নেন শামসুর রাহমান। এ প্রসঙ্গে শামসুর রাহমানকে মিলিয়ে দেখা যাক হাসান হাফিজুর রহমানের সঙ্গে। দুজনই বাঙালি ও বাংলাদেশের সম্ভাবনা, ঐক্য-ঐতিহ্য মন্থন করে পোষণ করেছেন কল্যাণ ও আশাবাদ, রক্তিম হয়েছেন স্বদেশের পতন ও উত্থানজনিত ঘটনাবলিতে। কিন্তু পার্থক্য এই, হাসান হাফিজুর রহমান দ্রোহময় শব্দমালায় বিচ্ছুরিত করেছেন মধ্যবিত্ত শক্তি, অন্যদিকে শামসুর রাহমান আত্মমগ্নতার ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন মধ্যবিত্তের সীমা ও যাতনা। আর এ কথা তো অবশ্যম্ভাবী, শামসুর রাহমান নাগরিক মধ্যবিত্তের কবি। কেননা মধ্যবিত্তের অবস্থান থেকে তিনি উপভোগ ও বিশ্লেষণ করেছেন জীবন।

স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগ ও আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছে *তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা* কবিতায়। এই কবিতায় একই সঙ্গে শামসুর রাহমান দেখিয়েছেন স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কীভাবে বাঙালি প্রহর গুণছে এবং স্বাধীনতা যে অর্জিত হবেই তার চিত্র–

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?
তুমি আসবে ব'লে, হে স্বাধীনতা,
সাকিনা বিবির কপাল ভাঙলো,
সিঁথির সিঁদুর গেল হরিদাসীর।
অবুঝ শিশু হামাগুড়ি দিলো পিতামাতার লাশের উপর।
সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে হে স্বাধীনতা
তোমাকে আসতেই হবে হে স্বাধীনতা।

গণহত্যা, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, ধরপাকড় ও ধ্বংসযজ্ঞ প্রথমে শুরু হয়েছিল ঢাকার বুকে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তরুণ-ছাত্র-জনতা নিয়ে গড়ে ওঠে গেরিলা বাহিনী বা গণবাহিনী। এদের নিয়ে হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখ লিখেছেন পৃথক পৃথক কবিতা। তাঁদের তিনটি কবিতার নামই *গেরিলা*। শামসুর রাহমান তাঁর *গেরিলা* কবিতায় খুঁজেছেন গেরিলা অবয়ব। কেননা যুদ্ধের সময় গেরিলারা ছিল একটা কিংবদন্তির মতো। তবে বাংলার মানুষ ক্রমে তাদের চিনেছে। তাই শামসুর রাহমান লিখেছেন:

দেখতে কেমন তুমি? তী রকম পোশাক-আশাক
পরে করো চলাফেরা? মাথায় আছে কী জটাজল?
ঝানু গুপ্তচর, সৈন্য, পাড়ায় পাড়ায়। তন্ন তন্ন
করে খোঁজে প্রতিঘর। পারলে নীলিমা চিরে বের
করতো তোমাকে ওরা। দিত ডুব গহন পাতালে
সর্বত্র তোমার পদধ্বনি শুনি, দুঃখ তাড়ানিয়া
তুমি তো আমার ভাই, হে নতুন, সন্তান আমার।
[গেরিলা, শামসুর রাহমানের রাজনৈতিক কবিতা]

আসাদ মিছিলে গিয়েছিল স্বাধীকারের প্রশ্নে। নূর হোসেনও মিছিলে গিয়েছিল। তবে স্বাধীন দেশে গণতন্ত্র অপহরণকারী স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে। গণতন্ত্র আদায়ের লক্ষ্যে নূর হোসেন নব্বইয়ের গণ-আন্দোলনকে বেগবান করার চেতনার প্রতীক। বৈরী সময়ের রক্ত গোলাপ। শামসুর রাহমান যেমন রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ১৯৬৯-এ লিখেছিলেন 'আসাদের শার্ট' তেমনি ১৯৮৭ তে নূর হোসেনকে বিজয়ী করে লিখলেন– 'বুক তার বাংলাদেশের হৃদয়'। নূর হোসেন হয়ে ওঠে বিপ্লবের প্রতীক, বিদ্রোহের প্রতীক–

সারারাত নূর হোসেনের চোখে একফোঁটা ঘুমও
শিশিরের মত
জমেনি, বরং তার শিরায় শিরায়
জ্বলছে আতশবাজি সারারাত, কী এক ভীষণ
বিস্ফোরণ সারারাত জাগিয়ে রেখেছে
অপরূপ সূর্যোদয়
কেমন আলাদা
সবার অলক্ষে নূর হোসেনের প্রশস্ত ললাটে
আঁকা হয়ে যায় যেন সে নির্ভীক যোদ্ধা, যাচ্ছে রণাঙ্গন।
উদোম শরীরে নেমে আসে রাজপথে, বুকে পিঠে

রৌদ্রের অক্ষরে লেখা অনন্য শ্লোগান,
বীরের মুদ্রায় হাঁটে মিছিলের পুরোভাগে এবং হঠাৎ
শহরে টহলদার ঝাঁক ঝাঁক বন্দুকের সীসা
নূর হোসেনের বুক নয় বাংলাদেশের হৃদয়
ফুটো করে দেয়; বাংলাদেশ
বনপোড়া হরিণীর মতো আর্তনাদ করে, তার
বুক থেকে অবিরল ঝরতে থাকে, ঝরতে থাকে।

'মধ্যবিত্তের দুঃখ' কবিতায় এত শিল্পিত হতে পারে তা জানা ছিল না; যা শামসুর রাহমান বিস্ময়করভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন *রৌদ্র করোটির* 'দুঃখ' নামের কবিতাটিতে। বারান্দায়, চৌকাঠে, কড়িকাঠে, রোদ্দুরের উল্কি আঁকা উঠোনে উপোসী হাঁড়ির শূন্যতায়, বাল্যশিক্ষা, ব্যাকরণ, আদর্শ ধারাপাতে– কোথায় দুঃখ নেই? দুঃখের এক আদিগন্ত বিস্তৃতি ঘোষণা করে এই কবিতা। কারা এই নিবিড়তম দুঃখের পোষক? শামসুর রাহমানের কবিতা থেকে পাওয়া যাবে এদের এক অসমাপ্ত ও দীর্ঘ তালিকা। আমরা যেখানে দেখি রক্তাক্ত যিশুর ভূমিকায় অগণন মানুষ, পার্কের বেঞ্চিতে বসে থাকা নিঃসঙ্গ খঞ্জ, নীলিমার কাছে যে চায় একটি অদ্ভুত স্বপ্ন, হাওয়ার ভেতরে ভাসে প্রেতগন্ধ, কেউ কেউ নিজেকে ব্যাখ্যা করে 'নিষ্পাপ কাগজে মোড়ানো আত্মা' হিসেবে, আবার কেউ কেউ দুঃখকেই করে নেয় শাশ্বত সঙ্গী। শামসুর রাহমান গড়ে তুলেছেন এক স্বপ্নভঙ্গের দেশ। কয়েকটি চকিত উল্লেখে দেখা যাক দেশটি কেমন:

এখন এখানে সূর্যাস্তের রঙ ছাড়া
অন্য কোনো রঙ নেই,
এখন এখানে শোণিতের গন্ধ ছাড়া
অন্য কোনো গন্ধ নেই,
এখানে সাপের স্পর্শ ছাড়া আপাতত
অন্য কোনো স্পর্শ নেই,
এখন এখানে দৃষ্টিহীনতা ব্যতীত
অন্য কোনো দৃষ্টি নেই।
[এই রক্তধারা যায়, হোমারের স্বপ্নময় হাত]
শহরের সব দুঃখ আমার মুখের ভাঁজে ভাঁজে
গাঁথা, আমি দুঃখের বাইরে চলে যেতে চেয়ে আরো
বেশি গাঢ় দুঃখের ভেতর চলে যাই, যেন কোনো
এক আদি মানবের বেলা শেষে নিজের গুহায়
নিঃশব্দ প্রস্থান।
[একটি বিনষ্ট নগরের দিকে, আমি অনাহারী]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে নিয়ে কবিরা শুধু তাঁর মৃত্যুর পরই কবিতা লিখেননি মৃত্যুর পূর্বেও একাত্তরের উত্তাল দিনগুলোতে কিংবা মুক্ত স্বদেশে তিনি যখন বাঙালির পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তখনও লেখা হয়েছে অনেক কবিতা। তবে মৃত্যুর পর পরই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখাটা ছিল এক দুঃসাহসিক কাজ। কেননা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ক্ষমতাসীনরা এমনভাবে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলেন যে, যে ব্যক্তিটি তাঁর নাম উচ্চারণ করবে সেই হয়ে উঠবে মহা অপরাধী। কিন্তু না, ক্ষমতাসীনদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে অনেক কবিই বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সত্যিকারের কবির প্রগতিশীলতা তো এখানেই। শামসুর রাহমানের 'ইলেক্ট্রার গান' কবিতায় অ্যাগামেননের হত্যাকাণ্ডের পর নিহত পিতার জন্য ইলেক্ট্রা যেমন শোক করেছে তেমনি বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে শামসুর রাহমানের হৃদয়ে যে বেদনার ঝড় ও প্রতিশোধপ্রবণতা জ্বলে উঠেছে তা তাঁর কবিতায় বিধৃত:

আড়ালে বিলাপ করি একা একা, ক্ষুধার্ত পিতা
'তোমার জন্যে প্রকাশ্যে শোক করাটাও অপরাধ।
এমন কি, হায় আমার সফল স্বপ্নেও তুমি
নিষিদ্ধ আজ; তোমার দুহিতা একি গুরুভার বয়।
নানা ঘটনায় ষড়জে নিখাদে, আমি কি তেমন বাঁশি?
কণ্টকময় রক্তপিপাসু পথে হাঁটি একা,
আমার গ্রীবায় কণ্ঠে আগামীর বিশ্বাস।
নিহত জনক, অ্যাগামেনন কবরে শায়িত আজ।
[ইলেক্ট্রার গান, শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম যে বঙ্গবন্ধুর সাহসী ব্যক্তিত্ব ও চেতনায় উদ্ভাসিত, তা ব্যক্ত হয়েছে শামসুর রাহমানের 'ধন্য সেই পুরুষ' কবিতায়–

ধন্য সেই পুরুষ নদীর সাঁতার পানি থেকে যে উঠে আসে
সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে;
ধন্য সেই পুরুষ, নীল পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে আসে
প্রজাপতিময় সবুজ গালিচার মত উপত্যকায়
ধন্য সেই পুরুষ, যার নামের উপর পতাকার মতো
দুলতে থাকে স্বাধীনতা,
ধন্য সেই পুরুষ যার নামের ওপর ঝরে
মুক্তিযোদ্ধাদের জয়ধ্বনি।
[ধন্য সেই পুরুষ, রাজনৈতিক কবিতা]

শামসুর রাহমান রবীন্দ্র অনুসারী নন, রবীন্দ্র অনুধ্যানী। ফলে সেই দুঃসময়ে তার সত্তার গভীরে আলোকময় যে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক অচলায়তনকে ভেঙে ফেলে মানবিক বোধের প্রসারে ক্ষান্তিহীনভাবে যত্নশীল, মানুষের সব রকমের সংকীর্ণতা-ক্ষুদ্রতা-দৈন্যের বিরুদ্ধে এক মহান প্রতিবাদ, সাম্রাজ্যবাদের অশুভ আগ্রাসন বিষয়ে সচেতন এবং আমাদের মধ্যে বিশ্ববোধ জাগ্রত করে আমাদের চিৎপ্রকর্ষকে উন্নীত করার জন্য তাঁর দীর্ঘজীবনের অক্লান্ত সাধনা নিয়োজিত করেছেন, আমাদের জীবনবাদী সৌন্দর্যপিপাসু করে তুলেছেন, সে রবীন্দ্রনাথকে আমরা অস্বীকার করব কি করে? তিনি শুধু শিল্পী সৃষ্টি করে ক্ষান্ত হননি নিজের জীবনকেও শিল্পের মতো রচনা করেছেন (আমার চৈতন্যে রবীন্দ্রনাথ; শামসুর রাহমানের প্রবন্ধ, শ্রাবণ ২০০১)।

দেশ স্বাধীন হয়, মুক্তি হস্তগত, 'তবু বাংলাদেশ স্বপ্ন দ্যাখে', আর কবিও প্রতিদিন 'ঘরহীন ঘরে-তে' ভ্রাম্যমাণ। আর কী আশ্চর্য বেদবাক্য-'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'। শামসুর রাহমানের কবিতা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের মুক্তোতম বেদনার প্রতিবিম্ব।

শামসুর রাহমান সদা অগ্রসরমান একজন কবি। শামসুর রাহমানের চেতনার অভিমুখ্য ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। মুসলমানিত্বের চেয়ে বাঙালিত্বের আকাঙ্ক্ষা জাগরুক থেকেছে সর্বদা তাঁর মধ্যে। বাঙালিত্বের মধ্য দিয়ে তাঁর মধ্যে আসলে বেড়ে উঠেছে মানবিকতাবোধ। একজন যথার্থ কবি তো তার চেতনায় মানবিকতারই চাষাবাদ করবেন। শামসুর রাহমানের কবি সত্তার আত্মপ্রকাশের সার্থকতা এখানেই।

লেখক: সম্পাদক, সাপ্তাহিক কাঁচামাটি

মায়াময়ী

মোহা. শাহাবুব আলম খাঁন

মায়াময়ী কোথা হতে এলে গো,
দুর্যোগের রাত্রি পাড়ি দিয়ে
ব্যথিত সকালবেলা।
আঁখি নীরে ভেজা কপোল
চোখ দুটি ছলছল
নির্জীব নিষ্প্রাণ ক্রন্দিত এলোকেশ
অশ্রুতে সিক্ত শাড়ির অঞ্চল।
কারে খোঁজো দিনরাত
বেলা-অবেলা?
দূরে বসে দেখি তোমায়
আমি একেলা।
আপু কাঁদো কেন?
আমি কি বুঝি না–
খোঁজোতো আমাকে;
আর দিনরাত স্বপ্ন দেখ স্বর্গীয় বাবাকে।
এইতো আছি আমি
তোমাদের আশেপাশে
তোমার একান্তই কাছে।
তোমার পছন্দের ছোটো পাখি হয়ে
গোবরা গাছে ঘুরি আর নাচি।
প্রজাপতি হয়ে তোমার কবরীতে
এসে বসি।
তুমি যখন ছাদে থাকো
জগতের দুর্বোধ্য বিচিত্র রূপ
আর লীলা দেখ।
জ্যোৎস্নার আলো মাখো
গানে ও সুরে।
আমি দূরে বসে চেয়ে দেখি
নয়ন ভরে।
আপু যখন ওগো যাও তুমি
দূর বিদেশে
রংধনু হয়ে থাকি
ঐ আকাশে।
বাবার মতো বীর বেশে
আপু তুমি তো প্রধানমন্ত্রী।

শোকের জলে

সাঈদ তপু

সকল শিশুর হৃদয় তুমি
ছোট্ট রাসেল সোনা
এত্তো ভালোবাসা কী যায়
সংখ্যা দিয়ে গোনা?
তুমি ছিলে জাতির পিতার
দুই নয়নের মণি
সব হারানো হাসু আপুর
মায়াজাদুর খনি
তোমায় ভেবে আজও যে তাঁর
আঁচল ভেজে জলে
আকাশ, বাতাস হয় যে ভারী
বাঁধ না মানা ঢলে
ফুল ফুটে তা লুটিয়ে পড়ে
এই মাটিরই কোলে
পাখির গানে কান্না ঝরে
রাসেল রাসেল বোলে
বর্ষা ঋতুর দুচোখে বয়
আষাঢ়, শ্রাবণ ধারা
চন্দ্র, তারা, রবির মনও
মলিন, পাগলপারা
ভুলতে তোমায় কেউ পারেনি
মায়াবি সেই মুখ
শোকের জলে উপচে পড়ে
বাংলাদেশের বুক।

[শেখ রাসেল স্মরণে]

সোনার বাংলা

রুস্তম আলী

স্বাধীনতা তুমি আমার হৃদয়ের গহীনে ফুটন্ত গোলাপ
স্বাধীনতা তুমি শত বৎসরের সুশোভিত সাজানো বাগান
স্বাধীনতা তোমার বুকে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বহমান।
স্বাধীনতা তুমি শত কোটি বাঙালির বুকে
বয়ে যাওয়া দাবানল।
স্বাধীনতা তুমি ত্রিশ লক্ষ শহিদের রক্তস্নাত
লাল-সবুজের পতাকা।
স্বাধীনতা তুমি রেসকোর্স ময়দানে আঙুলি
তুলে যুদ্ধের নির্দেশনা।
স্বাধীনতা তুমি একাত্তরের বঙ্গবন্ধুর বজ্র ভাষণ।
স্বাধীনতা তুমি জাতির পিতার স্বপ্নের
সোনার বাংলা।

ডিজিটাল আর্থিক লেনদেন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে

রেজাউল করিম খোকন

সময়ের সাথে আমাদের জীবনের অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। এখন অনেক গতিশীল হয়ে উঠছে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্রুততাকে বেছে নিতে চাইছে মানুষ। আর্থিক লেনদেনেও এখন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সবকিছুকে সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে। লেনদেনের ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক কম সময় লাগছে। ফলে অর্থনীতিতে চমৎকার গতির সঞ্চার হয়েছে। দ্রুততম সময়ে লেনদেন নিষ্পত্তি করতে বেশির ভাগ ব্যাংক চালু করেছে অনলাইন সেবা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিশেষ ভূমিকা ব্যাংকিং খাতে নতুন বিপ্লবের সূচনা করেছে বলা যায়। নগদ লেনদেনে বিদ্যমান নানা ঝুঁকি সবাইকে ডিজিটাল আর্থিক লেনদেনে উদ্বুদ্ধ করছে। আজকাল অনেকেই প্রচলিত নগদ লেনদেনের চেয়ে ডিজিটাল লেনদেন অধিকতর নিরাপদ মনে করছেন। চালু হওয়া স্বয়ংক্রিয় পরিশোধের বিভিন্ন পদ্ধতির কারণে

ব্যাংকগুলোর মধ্যে অনলাইনে এখন দৈনিক গড়ে কোটি টাকার বেশি লেনদেন হচ্ছে। এর বাইরে অনলাইনে বিভিন্ন ব্যাংকের এক শাখা থেকে অন্য শাখার গ্রাহক বা ব্যবসায়িক পরিশোধও হচ্ছে প্রচুর অর্থ। বর্তমানে অটোমেটেড চেক ক্লিয়ারিং হাউজ (বিএসিএইচ), ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (ইএফটিএন) ও ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ (এনপিএস)-এর মাধ্যমে দেশের ব্যাংকগুলোর মধ্যে অনলাইনে তাৎক্ষণিক আর্থিক লেনদেন, চেক পরিশোধ কার্যক্রম চলছে। ক্যাশলেস সোসাইটি গঠনে যে কয়েকটি পেমেন্ট সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে তার মধ্যে মোবাইল ব্যাংকিং, Point of Sale (POS), ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, ইএফটিএন, এনপিএস, আরটিজিএস, ইন্টারনেট ব্যাংকিং অন্যতম। ডিজিটাল মনিটরিং ২০১৭ অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশে ৯০% সরকারি পেমেন্ট ডিজিটাল চ্যানেলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত এক গবেষণায় বলা হয়েছে, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বছরে ২৩ লাখ কোটি টাকার লেনদেন হচ্ছে। জুন ২০১৮ পর্যন্ত দেশে মোট ডেবিট কার্ড ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬০৫টি, ক্রেডিট কার্ড ১০ লক্ষ ৪৭৪টি এবং POS Terminals ৪১ হাজার ১৩০টি। কেনাকাটা থেকে শুরু করে নানাবিধ বিল পেমেন্টের ক্ষেত্রে POS দিন দিন জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৪টি ব্যাংকের (দি সিটি ব্যাংক, ডাচ-বাংলা ব্যাংক, ন্যাশনাল ব্যাংক এবং ব্র্যাক ব্যাংক) ব্যাংক POS রয়েছে এবং প্রতিটি লেনদেনের ক্ষেত্রে POS-এর acquire ব্যাংক কমিশন পেয়ে থাকে। POS-এর মাধ্যমে প্রতিদিন ৪০ হাজারের বেশি লেনদেন হচ্ছে। যুগের চাহিদা, ক্যাশলেস সোসাইটি গঠন এবং ডিজিটাল পেমেন্টের জনপ্রিয়তার বিষয়গুলো বিবেচনা করে দ্রুত ব্যাংক POS চালু করা উচিত। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, আন্তঃব্যাংকে স্বয়ংক্রিয় পরিশোধের ক্ষেত্রে সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত এগিয়ে আছে। বাংলাদেশের এ অগ্রগতির বিষয়টি বেশ প্রশংসা অর্জন করেছে। রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (আরটিজিএস) চালু করেছে। এর মাধ্যমে অনেক কম সময়ে খুব দ্রুত আন্তঃব্যাংক লেনদেন সম্পন্ন হবে। বাংলাদেশে বেসরকারি ব্যাংকগুলো আরো আগেই প্রতিযোগী মনোভাব নিয়ে গ্রাহকদের দ্রুত এবং সুনিশ্চিত আধুনিক ব্যাংকিং সেবা দিতে অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এক্ষেত্রে সরকারি ব্যাংকগুলো অনেকটা পিছিয়ে থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে অধিক সংখ্যক শাখায় অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে লক্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আন্তঃব্যাংক অনলাইন লেনদেনের জন্য যে ধরনের প্রযুক্তি সহায়তা প্রয়োজন, এখন তা বেশির ভাগ ব্যাংক শাখায় রয়েছে। অতীতে এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকে অর্থ পরিশোধ করতে বেশ কয়েকদিন লেগে যেত। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে আন্তঃব্যাংক পরিশোধ ব্যবস্থায় এ দারুণ এক বিপ্লব ঘটে গেছে। এখন বিএসিএইচ, ইএফটিএন ও এনপিএস-এর বদৌলতে দ্রুত চেক পরিশোধ হচ্ছে। আগে সিআইবি (ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো) ক্লিয়ারেন্স পেতে বেশ কয়েক মাস লেগে যেত। ফলে ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে গিয়ে গ্রাহক হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতার শিকার হতেন। গ্রাহক যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিতেন তা অনেকাংশে পূরণ হতো না। এখন সিআইবি রিপোর্ট পাওয়ার কাজটি ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সম্পন্ন হচ্ছে। অনলাইন ব্যাংকিং-এর দ্রুত বিকাশ ই-কমার্সের প্রসারের ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখছে।

দেশে একসময় এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকের গ্রাহককে চেকের মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের জন্য চেক ক্লিয়ারিং হাউজ ব্যবহার করা হতো। দীর্ঘ প্রক্রিয়া অনুসরণের ফলে সময় লাগতো বেশ অনেকটাই। বর্তমানে যে কোনো ব্যাংক শুধুমাত্র চেকের ইমেজ অনলাইনে পাঠিয়ে অন্য ব্যাংক থেকে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় সেই চেকের টাকা আদায় করে এনে সাথে সাথে গ্রাহককে পরিশোধ করতে পারছে।

ওদিকে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক বা ইএফটিএন-এর মাধ্যমে এক নিমিষেই বিভিন্ন বেতন-ভাতা, ইনসিওরেন্সের মাসিক-ত্রৈমাসিক প্রিমিয়াম, বোনাস, লভ্যাংশ প্রভৃতির টাকা এক ব্যাংক থেকে অন্য ব্যাংকের নির্ধারিত হিসাবে একাউন্টে চলে যাচ্ছে। এজন্য আলাদা করে একটি প্রতিষ্ঠানের সবাইকে নির্দিষ্ট একটি ব্যাংক হিসাব খুলতে হচ্ছে না। দেশের ব্যাংকিং খাতে আর্থিক পরিশোধ ব্যবস্থায় এক বিরাট পরিবর্তন এনেছে

ইএফটিএন। বর্তমানে দেশের বড়ো বড়ো কর্পোরেট হাউজ, গ্রুপ বা কোম্পানি তাদের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন, ভাতা-বোনাস ইত্যাদির মতো আর্থিক সুবিধা পরিশোধে এই অটোমেটেড পেমেন্ট বা স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থার আওতায় যাচ্ছে। সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও বেতন-ভাতা পরিশোধ করা হচ্ছে এই ব্যবস্থায়। যার ফলে সময় ও বড়ো অংকের অর্থ সাশ্রয় হচ্ছে, মানুষের ভোগান্তি লাঘব হচ্ছে, ব্যবস্থাপনায় গতি বেড়েছে তুলনামূলকভাবে। এজন্য তেমন ঝামেলাও পোহাতে হচ্ছে না কোনো পক্ষকেই। এ পদ্ধতিতে কোম্পানি তার সব কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম, অর্থের পরিমাণ, ব্যাংকের নাম, শাখার নাম, ব্যাংক হিসাব নম্বর, শাখা শনাক্তকরণ রাউটিং নম্বর লিখে কোম্পানির নির্ধারিত ব্যাংকে মেইল করে দিলে দিনে দিনেই সব ঝামেলা চুকে যাচ্ছে।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে সহজভাবে এবং খুব কম সময়ে ঝক্কি-ঝামেলাহীনভাবে অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে ইএফটিএন ব্যবস্থাটি বেশ চালু হয়ে উঠেছে বলা যায়। যারা এর সুবিধা গ্রহণ করছেন তারা এটাকে বিরাট এক প্রাপ্তি বলে মনে করছেন। প্রতিষ্ঠান ছাড়াও এর মাধ্যমে যেকোনো ব্যক্তি একই পদ্ধতিতে টাকা স্থানান্তর করতে পারছেন। আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের পেমেন্ট সিস্টেম বা অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এতে লেনদেনে যথেষ্ট স্বচ্ছতা এসেছে এবং খুব দ্রুত টাকা প্রাপকের হিসাবে পৌঁছে যাচ্ছে। সাধারণত বিভিন্ন কোম্পানি, সরকারি-বেসরকারি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পরিশোধের জন্য বিশাল কর্মযজ্ঞ করতে হয়। বেতন পরিশোধের জন্য সাত-আট দিন আগে ব্যাংকে গিয়ে ডিডি অথবা পেমেন্ট অর্ডার বানাতে হয়। সেই ডিডি বা পে-অর্ডার সাধারণ ডাকে নয় রেজিস্টার্ড অথবা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে প্রাপকের ঠিকানায় পাঠাতে হয়। এর জন্য একটা বাড়তি খরচ যেমন রয়েছে তেমনি সময়ের ব্যাপারও রয়েছে। এছাড়া পথে হারিয়ে যাবারও ঝুঁকি রয়েছে। কিন্তু ইএফটিএন ব্যবস্থায় এখন মাসের ৩০ তারিখে বা ১ তারিখে বেতন পরিশোধে ব্যাংকে শুধু একটি মেইল করলেই এক দিনের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী প্রাপকের হিসাবে টাকা জমা হয়ে যাচ্ছে। এ কাজে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে তেমন চাপ বহন করতে হচ্ছে না, ব্যাংকে ছুটোছুটি করতেও হচ্ছে না।

আরটিজিএস-এর মাধ্যমে আন্তঃব্যাংক এবং আন্তঃগ্রাহক লেনদেন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে হবে। এলক্ষ্যে বিদ্যমান শাখায় লেনদেন বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি যে সব শাখা আরটিজিএস এবং ইএফটিএন সেবা দেওয়ার সক্ষমতা অর্জন করেনি অবিলম্বে তাদের এ বিষয়ে উপযোগী ব্যবস্থা নিতে হবে। যে সব ব্যাংক এখনও ইন্টারনেট ব্যাংকিং সেবা চালু করেনি শিগগিরই চালু করে তাদের আরটিজিএস-এ যুক্ত হতে হবে। ইলেকট্রনিক লেনদেন বিষয়ে ধারণা দিতে ব্যাংকের কর্মকর্তা এবং গ্রাহকদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ, সভা-সেমিনারের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাম্প্রতিক এক বৈঠকে। এখন পর্যন্ত বেসরকারি ব্যাংকগুলোর বেশিরভাগ শাখা ইলেকট্রনিক পরিশোধ ব্যবস্থায় যুক্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছে সরকারি ব্যাংকগুলো। এ সব ব্যাংককে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত না করা পর্যন্ত পুরো সুফল পাওয়া সম্ভব হবে না।

সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদেরও মাসিক বেতন-ভাতা, বোনাস এখন ইএফটিএনের মাধ্যমে পরিশোধ করা হচ্ছে বর্তমানে। আগে এসব বেতন-ভাতা পরিশোধে লাখ লাখ চেকের পাতা ব্যবহৃত হতো প্রতি মাসে, আর চেকগুলো লিখতেও প্রচুর শ্রমঘণ্টা ব্যয় হতো, এখন তা হচ্ছে না। এতে সাশ্রয় হচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থও। সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন পরিশোধ, বিভিন্ন কেনাকাটা, উন্নয়ন ব্যয়ের অর্থ পরিশোধে ইএফটিএন-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের হিসাবে কোটি টাকারও বেশি অর্থ স্থানান্তর হচ্ছে। এর মধ্যে সিংহভাগ অর্থ বেতন পরিশোধের জন্য স্থানান্তর হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ইএফটিএন গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করছে সন্দেহ নেই। দেশের পেমেন্ট সিস্টেমে নতুন এক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে এর মাধ্যমে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ইনসিওরেন্সের প্রিমিয়াম পরিশোধ, তালিকাভুক্ত কোম্পানির লভ্যাংশ পরিশোধ, সরকারি কর পরিশোধসহ নানা ধরনের প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন ইএফটিএ-এর মাধ্যমে চমৎকারভাবে সম্পন্ন হচ্ছে।

যারা শেয়ারের আইপিও বা প্রাথমিক শেয়ারের আবেদনে লটারি হওয়ার পর লটারিতে শেয়ার পান না, তাদের জন্য আগে কোম্পানিগুলোতে বিপুল কর্মযজ্ঞ সারতে হতো। প্রত্যেকের জন্য রিফান্ড ওয়ারেন্ট বা এক ধরনের চেক তৈরি করে ডাকযোগে তা পাঠাতে হতো বা আবেদনকারীকে দিতে হতো। আবেদনকারী সেই রিফান্ড ওয়ারেন্ট নিয়ে গিয়ে নিজ ব্যাংক হিসাবে জমা করতেন। তারপর প্রায় একসপ্তাহ বা তারও বেশি সময় পর আবেদনকারীর ব্যাংক হিসাবে এসে রিফান্ড ওয়ারেন্টের টাকা জমা হতো। কিন্তু এখন ইএফটিএন ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর কোম্পানি তার ব্যাংকে একটি তালিকা তৈরি করে দিয়েই কাজটি সারতে পারছে খুব দ্রুত ও সহজেই। মাত্র একদিনেই আবেদনকারীর হিসাবে প্রাপ্য অর্থ পৌঁছে যাচ্ছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির লভ্যাংশপত্র ও রিফান্ড ওয়ারেন্ট বিতরণের ক্ষেত্রে ইএফটিএন ব্যবস্থা প্রক্রিয়াটিকে অনেক সহজ করে তুলেছে। তবে কিছু জটিলতার কারণে প্রাথমিক গণপ্রস্তাব বা আইপিও'র রিফান্ড ওয়ারেন্ট বিতরণের ক্ষেত্রে এ সুবিধা এখনো ব্যবহৃত হচ্ছে না।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে যতবেশি গতিশীলতা আনা যায় সামগ্রিক অর্থনীতিতে এর অনুকূল একটা প্রভাব পড়ে। ডিজিটাল ট্রান্সফার-এর মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের অর্থ পরিশোধ ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি গতিশীলতা আনা অনেকটাই সম্ভব। এ কাজে ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ বীমা, সরকারি-বেসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো বর্তমানে ডিজিটাল ট্রান্সফার-কে বেছে নিচ্ছে। এর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি প্রমাণ করে ডিজিটাল বাংলাদেশ-এর সুযোগ-সুবিধাগুলো জনজীবনে বেশ গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। আগামী দিনগুলোতে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ডিজিটাল ব্যবস্থা আরো গঠনমূলক ভূমিকা রাখবে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

নাজমা ইসলাম

ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৮ আইনে পরিণত হয়েছে। সংসদ সচিবালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৮ই অক্টোবর জাতীয় সংসদে সদ্য পাস হওয়া 'ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল-২০১৮'-এ স্বাক্ষর করেন। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর বা সম্মতির মধ্য দিয়ে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিলটি আইনে কার্যকর হলো।

সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন–দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। গুজব, সন্ত্রাস, অপপ্রচার এবং মিথ্যাচার রুখতেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস করেছে সরকার। ক্রাইম যারা করবে তাদের জন্য এই আইন। আলোচনায় মিথ্যা বললে জেল-জরিমানার বিধান রয়েছে। এছাড়া সম্প্রচার মাধ্যমে আলোচনা অনুষ্ঠানে মিথ্যা, অসত্য, বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করলে তিন বছরের কারাদণ্ড বা

পাঁচ কোটি টাকা অর্থদণ্ড এবং লাইসেন্স ও নিবন্ধন সংক্রান্ত অপরাধের জন্য সাত বছরের কারাদণ্ড ও পাঁচ কোটি টাকা জরিমানার বিধান রেখে বেতার, টেলিভিশন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যমগুলোর জন্য প্রস্তাবিত সম্প্রচার আইন ২০১৮-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। প্রস্তাবিত আইনে সম্প্রচার কমিশন গঠনের বিধান রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই অক্টোবর মন্ত্রিসভার বৈঠকে বলেছেন ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন করা হয়েছে। শিশুদের নিরাপত্তার জন্য, সাইবার অপরাধীদের জন্য, হ্যাকারদের জন্য, ডিজিটাল সমাজের নিরাপত্তার জন্য। এই আইন কোনোভাবেই গণমাধ্যমের জন্য করা হয়নি। এই আইনের কোনো জায়গায় গণমাধ্যম কর্মীদের কথা বলা হয়নি। তথ্যমন্ত্রী জানান, এর পরেও যদি এই আইন নিয়ে কোনো আলোচনা থাকে তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও মন্ত্রণালয় আলোচনা করে দেখবে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন পাস হবার পূর্ব থেকেই আইনের বিভিন্ন ধারা নিয়ে সম্পাদক পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ করে আসছিল। সম্পাদক পরিষদ মনে করেন– এই আইনটি স্বাধীন সাংবাদিকতা ও মুক্ত গণমাধ্যমের পরিপন্থি। সম্পাদক পরিষদ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের বিরোধী নয়। সাংবাদিক পরিষদ আইনের বিশেষ কতগুলো ধারা সংশোধনের দাবি জানান। বর্তমান আইনটি শুধু সাইবার জগৎ নয়, স্বাধীন গণমাধ্যমেরও কণ্ঠরোধ করবে। সম্পাদক পরিষদ চায় আগামী সংসদ অধিবেশনেই এই আইন সংশোধনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও স্বাধীন সাংবাদিকতা নিশ্চিত করা হবে।

সাংবাদিকদের ৭ দফা দাবিগুলো হলো–১. সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতা সুরক্ষার লক্ষ্যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ধারা ৮, ২১, ২৫, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৪৩, ৫৩ অবশ্যই সংশোধন করতে হবে ২. এসব সংশোধনী বর্তমান সংশোধনের শেষ অধিবেশনেই আনতে হবে ৩. পুলিশ বা অন্য কোনো সংস্থার মাধ্যমে কোনো সংবাদমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে তল্লাশি চালানোর ক্ষেত্রে তাদের শুধু নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু আটকে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। তবে কোনো কম্পিউটার ব্যবস্থা বন্ধ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না। শুধু তখনই প্রকাশের বিষয়বস্তু আটকাতে পারবে যখন সংশ্লিষ্ট সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা করে কেন ওই বিষয়বস্তু আটকে দেওয়া উচিত সেই বিষয়ে যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারবে ৪. কোন সংবাদ মাধ্যমের কোনো কম্পিউটার ব্যবস্থা আটকে দেওয়া বা জব্দ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই আদালতের আগাম নির্দেশ দিতে হবে ৫. গণমাধ্যমের পেশাজীবীদের সাংবাদিকতা দায়িত্বের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরাধের ক্ষেত্রে প্রথমেই আদালতে হাজির হওয়ার জন্য তাদের বিরুদ্ধে সমন জারি করতে হবে এবং সংবাদমাধ্যমের পেশাজীবীদের কোনো অবস্থাতেই পরোয়ানা ছাড়াও যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ছাড়া আটক বা গ্রেফতার করা যাবে না ৬. সংবাদমাধ্যমের পেশাজীবীর দ্বারা সংঘঠিত অপরাধের ক্ষেত্রে তাদের বিরুদ্ধেও মামলা দায়েরের গ্রহণযোগ্যতা আছে কি-না তার প্রাথমিক তদন্ত প্রেস কাউন্সিলের মাধ্যমে করতে হবে ৭. সরকারের তথ্য অধিকার আইন দ্ব্যর্থহীনভাবে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের ওপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

সরকারের পক্ষে আইন, তথ্য এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী গণমাধ্যম কর্মীদের আপত্তি ধারাগুলো আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশ্বাস দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ৩রা অক্টোবর গণভবনে সংবাদ সম্মেলনে বলেন– অপরাধী-মন না হলে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন নিয়ে উদ্বেগের কারণ নেই। কোনো সাংবাদিক মিথ্যা তথ্য না দিলে বা বিভ্রান্ত না করলে এ আইন নিয়ে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কারণ নেই। বরং কোন সাংবাদিক মিথ্যা তথ্য দিলে সেজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে ক্ষতিপূরণ পায় সেই বিষয়টি এই আইনে রাখা উচিত ছিল।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে বলা হয়েছে, আইনটি কার্যকর করা হলে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা বাতিল হবে। পুলিশকে পরোয়ানা ও কারো অনুমোদন ছাড়াই তল্লাশি ও গ্রেফতারের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। আইনটিতে অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট-এর উপস্থিতি রয়েছে। আইনের ১৪টি ধারায় অপরাধ হবে অজামিনযোগ্য-বিশ্বের যে-কোনো জায়গায় বসে বাংলাদেশের কোনো নাগরিক এই আইন লঙ্ঘন করলে তার বিরুদ্ধে এদেশে বিচার করা যাবে। আইনে বিপুল অর্থদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড-এর ভূমিকা

এম এ খালেক

বর্তমান সরকারের আমলে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করেছে। বাংলাদেশের এই অর্থনৈতিক সাফল্য শুধু জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হচ্ছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের এই বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্য প্রশংসিত হচ্ছে। একসময় যারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের টিকে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিল, তারাও এখন আকণ্ঠ চিত্তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বীকৃতি দিচ্ছে। সাবেক মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার গত শতাব্দীর '৭০-এর দশকে বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুঁড়ি হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

তার এই নেতিবাচক উক্তি তৎকালীন সময়ে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছিল। অন্য দুজন বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বাংলাদেশকে 'টেস্ট কেস' হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। অর্থাৎ তারা বলতে চেয়েছিলেন, বাংলাদেশ যদি আগামীতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে টিকে থাকে তাহলে যে-কোনো দেশের পক্ষেই বিশ্ব অর্থনীতিতে টিকে থাকা সম্ভব। তাদের সেই নেতিবাচক মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছে। কিছুদিন আগে একজন মার্কিন রাষ্ট্রদূত প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, আমরা যখন কলেজে পড়তাম তখন কিছু দেশ সম্পর্কে আমাদের পড়ানো হতো ভবিষ্যতে যাদের অর্থনৈতিকভাবে টিকে থাকার সম্ভাবনা নেই। এসব দেশের তালিকায় বাংলাদেশের নাম ছিল। তিনি আরো বলেন, কিন্তু বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে যে সে ব্যর্থ রাষ্ট্র হবার জন্য সৃষ্টি হয়নি। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশের জন্য অর্থনৈতিক 'রোল মডেলে' পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ আগামীতে বিশ্ব অর্থনীতিতে তার যোগ্য আসন অর্জন করবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে ৪৪তম অবস্থানে রয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের এক প্রতিবেদনে বলেছে, ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে শীর্ষস্থানীয় ৩০টি শিল্পায়িত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে।

কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাংকের রেটিং-এ বাংলাদেশ 'মধ্যম আয়' বা 'মিডিল ইনকাম কান্ট্রি' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। জাতিসংঘের নির্ধারিত তিনটি শর্ত পালন করে বাংলাদেশ 'উন্নয়নশীল দেশে'র তালিকায় উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ যদি আগামী কয়েক বছর তার অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা ধরে রাখতে পারে তাহলে ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। স্বাধীনতা অর্জনের পর এটাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো সাফল্য। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র ৫টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠে আসতে সমর্থ হয়েছে। কোনো কোনো দেশ উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রাথমিক শর্ত পরিপালন করলেও উন্নয়নের মাত্রা ধরে রাখতে ব্যর্থ হবার কারণে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশ নেপালের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে নেপাল উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্তির প্রাথমিক শর্ত পূরণ করলেও তারা অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হবার কারণে উন্নয়নশীল দেশের তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। বাংলাদেশ যদি আগামী কয়েক বছর অর্থনৈতিক সাফল্য এবং স্থিতিশীলতা ধরে রাখতে পারে তাহলে ২০২৪ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হবে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলে আন্তর্জাতিক ফোরাম থেকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বেশকিছু বিশেষ সুবিধা হারানোর আশঙ্কা রয়েছে। যেমন পণ্য ও সেবা রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বর্তমানে যে শুল্কমুক্ত জিএসপি সুবিধা পাচ্ছে তা প্রত্যাহার হবার আশঙ্কা রয়েছে। তবে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো বাংলাদেশকে এই বলে আশ্বস্ত করেছে যে, বাংলাদেশ ২০২৪ সালের মধ্যে চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলেও বর্তমানে প্রাপ্ত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুবিধা ২০২৭ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এটা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে চলেছে সে সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে কী কারণে এই সাফল্য অর্জিত হচ্ছে তা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যেতে পারে। এই বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্যের পেছনে মোটা দাগে তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ধারাবাহিকতার বিষয়টি। বড়ো ধরনের কোনো রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে দুই টার্ম অর্থাৎ ১০ বছরের মেয়াদ শেষ করতে চলেছে। উন্নয়ন এবং যে-কোনো নীতি-আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একটি সরকারের ধারাবাহিকতা খুবই জরুরি। বাংলাদেশের ইতিহাসে আর কোনো নির্বাচিত সরকার তো নয়ই এমনকি অনির্বাচিত সরকারও অব্যাহতভাবে ১০ বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন থাকতে পারেনি। বর্তমান সরকার একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অঙ্গীকার নিয়ে দেশ পরিচালনা করছে। সামাজিকভাবে সবার জন্য খাদ্য, বাসস্থানসহ মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরকার দেশকে একটি মর্যাদার আসনে আসীন করার জন্য কাজ করে চলেছে। আগামীতে বাংলাদেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে একটি স্বনির্ভর দেশ হিসেবে তার অবস্থান নিশ্চিত করবে– বর্তমান সরকার সেই লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি কার্যকর মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদায় আসীন করার লক্ষ্যে সরকার নিরলস চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল এবং যোগ্য নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নানা সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে উন্নয়ন অর্জন করে চলেছে। সরকারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সবচেয়ে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে বর্তমান জনসংখ্যাগত সুবিধা। বাংলাদেশ বর্তমানে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম

করছে। সরকার নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই। কিন্তু বিগত সরকার 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেভাবে ত্বরান্বিত করতে পারেনি। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ থাকে কর্মক্ষম। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ বা তারও বেশি মানুষের বয়স থাকবে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জন্যসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' একটি জাতির জীবনে একবারই আসে। আবার কেউ বা মনে করেন, 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' হাজার বছরে একবার আসে। যারা এই সুবিধাকে কাজে লাগাতে পারেন তারাই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে পারেন। কিন্তু যারা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুবিধা কাজে লাগাতে পারেন না তারা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কখনোই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। বিশেষ করে যারা জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করতে ব্যর্থ হয় তারা 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুবিধা লাভে সক্ষম হয় না। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থা অতিক্রান্ত হবার পর একটি দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে বিশ্ব অর্থনীতির অন্যতম পরাশক্তি জাপান। কয়েক দশক আগেই জাপান 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থা অতিক্রম করে এসেছে। জাপানে এখন বৃদ্ধ মানুষের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। যে কারণে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে পড়েছে। চীন গত কয়েক দশক ধরে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করে চলেছে তার পেছনেও রয়েছে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর ভূমিকা। জাপান গত ৪৪ বছর ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে অবস্থান করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থান ছিল। সম্প্রতি জাপানের সেই অর্থনৈতিক আধিপত্য খর্ব হয়েছে। চীন তার বিস্ময়কর অর্থনৈতিক সাফল্য দিয়ে জাপানের আধিপত্যকে অতিক্রম করেছে। একটি আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০৫০ সালের মধ্যে চীন অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যাবে। ইতোমধ্যেই আমরা সে লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। কিছু দিন আগের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছে, পিপিপি'র (পারচেজিং পাওয়ার প্যারেটি) বিবেচনায় চীন ইতোমধ্যেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে। অবশ্য জিডিপি'র হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্ব অর্থনীতিতে তার প্রাধান্য ধরে রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপি'র আকার হচ্ছে ১৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর চীনের জিডিপি'র পরিমাণ ১১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তি সাধারণত জিডিপি'র আকার দিয়েই পরিমাপ করা হয়। তবে চীন যেভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করে চলেছে তাতে ২০৫০ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে পেছনে ফেলে বিশ্ব অর্থনীতিতে শীর্ষ স্থান দখল করাটা অস্বাভাবিক নয়। চীন তার বিশাল জনগোষ্ঠীকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিণত করেছে। তাদের সাফল্যের পেছনে এটাই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা পালন করছে। প্রতিবেশী দেশ ভারতও 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। তবে চীন এবং ভারতের 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থা আর বেশি দিন স্থায়ী হবে না। বাংলাদেশের 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থা ২০৩৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে বলে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। বাংলাদেশকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড'-এর সুযোগ পুরোমাত্রায় কাজে লাগাতে হলে জনসংখ্যাকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে জনসম্পদে পরিণত করা ব্যতীত কোনো গত্যন্তর নেই। সরকার এই বিষয়টি সম্যকভাবে উপলব্ধি করে নানা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। আমাদের একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মতো বিপুল জনসংখ্যা অধ্যুষিত একটি দেশের ক্ষেত্রে সরকারি চাকরির মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। সরকার ব্যাপক আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য কারিগরি শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে বাংলাদেশে বর্তমানে বেকারের সংখ্যা ২৬ লাখ। কিন্তু স্থানীয় বিভিন্ন সূত্র মতে, দেশে বেকারের সংখ্যা আরো অনেক বেশি। প্রতিবছর অন্তত ৩০ লাখ নতুন মুখ শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে। দেশে মোট শ্রমশক্তি রয়েছে ৬ কোটি ৩৫ লাখ। এর মধ্যে পুরুষ শ্রমশক্তি ৪ কোটি ৩৫ লাখ এবং নারী শ্রমশক্তি ২ কোটি। কৃষি, সেবা এবং শিল্প খাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির হার হচ্ছে যথাক্রমে ৪০ দশমিক ৬ শতাংশ, ৩৯ শতাংশ এবং ২০ দশমিক ৪ শতাংশ। সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে বেকার সমস্যা নিরসনে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বেকার সমস্যা নিরসনের মাধ্যমে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উল্লেখ্য, বেকার সমস্যা দূরীকরণ ব্যতীত কখনোই কার্যকর এবং স্থায়ীভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব নয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে এই বিষয়টি উপলব্ধি করেই বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণীত হচ্ছে। বেকার সমস্যা নিরসনের কৌশল এবং ধারণাও পরিবর্তিত হচ্ছে। আগে একটি পরিবার থেকে একজন বা দুজন চাকরি বা ব্যবসা করত, অবশিষ্ট সদস্যগণ তাদের ওপর নির্ভর করে চলতেন। কিন্তু এখন পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই কর্মসংস্থানের চেষ্টা করে থাকে।

একটি দেশ ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে উন্নত এবং স্বনির্ভর না হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার মর্যাদাহানি হয়। কোনো দরিদ্র দেশকে কেউ তেমন একটা গুরুত্ব দেয় না। কথায় বলে, 'গরিবের বউ সবারই ভাবি।' কথটি একটি দেশের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কোনো দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না হলে তার ওপর দাতা সংস্থাগুলো নানা ধরনের আপত্তিকর শর্ত চাপিয়ে দেয়। কিন্তু একটি দেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী এবং মর্যাদাবান হয় তাহলে দাতারা কোনো শর্ত ইচ্ছে করলেই তার ওপর চাপাতে পারে না। প্রসঙ্গত, বহুল আলোচিত পদ্মা সেতু নির্মাণ শুরুকালীন ঘটনা আমরা স্মরণ করতে পারি। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে এই তথাকথিত অভিযোগ উত্থাপন করে প্রস্তাবিত ঋণদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অনেকেই এই তথাকথিত অভিযোগের সত্যতা নিয়ে তখনই প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, যেখানে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থ ছাড় করা হয়নি সেখানে দুর্নীতি হয় কী করে? যাই হোক, পরবর্তীতে কানাডার আন্তর্জাতিক আদালতে প্রমাণিত হয় যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পে কোনো ধরনের দুর্নীতি হয়নি। এতে সংস্থাটি অত্যন্ত বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়। ইতোমধ্যেই সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু প্রকল্পের কাজ শুরু করেছে। অনেকেই শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, নিজস্ব অর্থায়নে সরকার পদ্মা সেতু প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারবে না। কিন্তু তাদের সেই সন্দেহ অমূলক প্রতীয়মান হয়েছে। পদ্মা সেতু এখন আর কোনো কল্পনাবিলাস নয়, বাস্তবতা। বর্তমান সরকার যদি অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল এবং ভঙ্গুর হতো এবং পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে শুরু করতে না পারত তাহলে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি আমাদের ওপর চেপে বসত। তারা নানা আপত্তিকর শর্ত চাপিয়ে দিয়ে আমাদের বিব্রত করার চেষ্টা করত। কিন্তু সরকারের বলিষ্ঠ এবং সাহসী পদক্ষেপের কারণে আন্তর্জাতিক সংস্থাটি সে সুযোগ পায়নি। তারা নানা ধরনের নতুন ঋণদানের প্রস্তাব নিয়ে আসে। যারা এক সময় কথিত দুর্নীতির অভিযোগে পদ্মা সেতু প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ রেখেছিল তারাই এখন উদার হস্তে বাংলাদেশকে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদানের জন্য এগিয়ে আসছে। এমনকি সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্দেশ্যে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সফর করেন। এটাই একটি দেশের অর্থনৈতিক শক্তির ক্যারিশমা। কথায় বলে, 'শক্তের ভক্ত, নরমের যম'। কাজেই প্রত্যেকটি দেশরই উচিত যত দ্রুত সম্ভব বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠা। বর্তমান সরকার দেশকে দ্রুত বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার

জন্য চেষ্টা করছে। '৮০-এর দশকে এক পর্যায়ে আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রমে ৯০ শতাংশের মতো অর্থের জোগান আসত বৈদেশিক সূত্র থেকে। এখন তা ২ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশ বর্তমানে এমন একটি অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে যে, ইচ্ছে করলেই বৈদেশিক সহায়তা ছাড়াই তার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

এ পর্যায়ে আমরা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সাফল্যের চিত্র কিছুটা অবলোকন করতে পারি। একটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিমাপ করার জন্য সবচেয়ে সহজ এবং গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি হচ্ছে দেশটির জিডিপি (গ্রস ডমেস্টিক প্রোডাক্ট) কতটা শক্তিশালী তা দেখে নেওয়া। ২০০৫-০৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর হিসেবে ধরে সদ্য সমাপ্ত অর্থবছরে (২০১৭-১৮) চলতি মূল্যে মোট জিডিপি'র পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২২ লাখ ৩৮ হাজার ৪৯৮ কোটি টাকা। জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৭ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৫২ মার্কিন ডলার সমতুল্য ১ লাখ ৪২ হাজার ৮৬২ টাকা। বর্তমান সরকারের আমলে বিগত ১০ বছর ধরে বাংলাদেশ উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে। এই প্রবৃদ্ধির হার গড়ে সাড়ে ৬ শতাংশের বেশি। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর আর কোনো সরকারের আমলে এত উচ্চ হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি। প্রতিবছরই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেড়ে চলেছে। বিশ্বে যে ১০টি দেশ উচ্চ মাত্রায় জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করে চলেছে বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। চলতি অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ অতিক্রম করে গেলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না।

একটি দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক উপকরণ। স্ফীত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থাকলে দেশটির প্রতি আন্তর্জাতিক মহলের আস্থা বৃদ্ধি পায়। ৯ই মে, ২০১৮ তারিখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ৩ হাজার ১৯২ দশমিক ৩৬ কোটি মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কয়েক বছর ধরেই দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ক্রমশ স্ফীত হচ্ছে। বাংলাদেশ ইতিপূর্বে আর কখনোই এত স্ফীত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ গড়ে তুলতে পারেনি। এমনকি '৮০-এর দশকে এক পর্যায়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ১০০ কোটি মার্কিন ডলারে নেমে এসেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ সার্ক দেশগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। একমাত্র ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ আমাদের চেয়ে বেশি। সার্ক দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিকভাবে অন্যতম শক্তিশালী দেশ পাকিস্তান অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের পেছনে পড়ে গেছে। কিছু দিন আগের এক পরিসংখ্যানে উল্লেখ করা হয়েছিল, বাংলাদেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে। উল্লেখ্য, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। সামাজিক অনেক সূচকে বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার মধ্য দিয়ে সময় অতিক্রম করছে। সরকার নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার সুযোগ কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে। ফলে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হচ্ছে। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শুরুতেই। কিন্তু বিগত সরকার 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেভাবে ত্বরান্বিত করতে পারেনি। 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একটি দেশের মোট জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ থাকে কর্মক্ষম। অর্থাৎ দেশের মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ বা তারও বেশি মানুষের বয়স থাকবে ১৫ বছর থেকে ৬০ বছরের মধ্যে। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জন্যসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে।

দেশটি ক্রমশ কৃষি নির্ভরতা কাটিয়ে শিল্পায়িত হবার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, একটি দেশ দীর্ঘদিন কৃষিনির্ভর হয়ে থাকলে তার পক্ষে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় গাণিতিক হারে। অর্থাৎ ১, ২, ৩, ৪, ৫ এইভাবে ক্রমান্বয়ে। অন্যদিকে শিল্প উৎপাদন বাড়ে জ্যামিতিক হারে। অর্থাৎ ১, ২, ৪, ৮, ১৬ এই ভাবে। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে। কাজেই বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য শিল্পের ওপর জোর দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। সরকার শিল্প উদ্যোক্তাদের নানা ধরনের আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে চলেছে। ফলে বাংলাদেশ দ্রুত শিল্পায়িত দেশের মর্যাদা লাভ করতে চলেছে। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ। সরকার দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে। এগুলোতে স্থানীয় এবং বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপন করতে পারবে। কয়েক মাস আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেছেন। ২০৩০ সালের মধ্যে সবগুলো অর্থনৈতিক অঞ্চলের অবকাঠামোগত নির্মাণ কাজ শেষ হলে তা দেশের শিল্পায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন। এই বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে ব্যাংক-বিমাসহ বিভিন্ন সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান থাকবে। এগুলোতে কার্যকর 'ওয়ান স্টপ' সার্ভিসের ব্যবস্থা থাকবে যাতে উদ্যোক্তারা কোনো ধরনের হয়রানির শিকার না হন। ইতোমধ্যেই দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিষ্ঠান এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে শিল্প স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

একসময় বাংলাদেশের অর্থনীতি, বিশেষ করে রপ্তানি পণ্য তালিকায় পাট ও পাটজাত পণ্যের প্রাধান্য লক্ষ করা যেত। কিন্তু এখন সেখানে শিল্পজাত পণ্যের প্রবল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পের বিস্ময়কর সাফল্য বিশ্ববাসীকে অবাক করে দিয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩ হাজার ৪৬৫ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। এর মধ্যে শিল্পজাত পণ্য থেকে আসে ৩ হাজার ৩৫৭ কোটি ৬০ লাখ ডলার বা ৯৬দশমিক ৮৮ শতাংশ। শিল্পজাত পণ্যের প্রায় পুরোটা জুড়ে রয়েছে তৈরি পোশাক ও নিট ওয়্যার সামগ্রী। এদের অবদান যথাক্রমে ১ হাজার ৪৩৯ দশমিক ৩০ লাখ মার্কিন ডলার বা ৪১ দশমিক ৫৩ শতাংশ ও ১ হাজার ৩৭৫ দশমিক ৭০ মার্কিন ডলার বা ৩৯ দশমিক ৭০ শতাংশ। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্য তালিকায় তৈরি পোশাক সামগ্রীর প্রাধান্য একটি লক্ষণীয় ব্যাপার। এই খাতে প্রচুর সংখ্যক শ্রমিকের কর্মসংস্থান হয়েছে, যাদের বেশির ভাগই দরিদ্র নারী। কিন্তু এ খাতের একটি বড়ো ধরনের সীমাবদ্ধতা হচ্ছে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের মূল্য সংযোজনের হার তুলনামূলকভাবে কম। কারণ তৈরি পোশাক সামগ্রী কার্যত বৈদেশিক কাঁচামালনির্ভর একটি পণ্য। ফলে

এই খাতে যে অর্থ উপার্জিত হয় তার একটি বিরাট অংশই কাঁচামাল এবং ক্যাপিটাল মেশিনারি আমদানি বাবদ দেশের বাইরে চলে যায়। চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি থেকে যে পরিমাণ অর্থ আয় হয় তার প্রায় পুরোটাই জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্য সংযোজন করে। আমাদের এমন সব পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানির উদ্যোগ নিতে হবে যা স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর এবং জিডিপি'তে অধিক মূল্য সংযোজন করে। সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। আগামীতে রপ্তানি পণ্য তালিকায় স্থানীয় কাঁচামালনির্ভর পণ্য অধিক পরিমাণে স্থান পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বর্তমানে তৈরি পোশাক শিল্প খাতে এক্সপার্ট ম্যানপাওয়ারের অভাব রয়েছে। ফলে ভারত, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কা থেকে অভিজ্ঞ ম্যানপাওয়ার এনে কাজ করতে হচ্ছে। এতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। এই সমস্যা দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকার তৈরি পোশাক খাতের জন্য দক্ষ ম্যানপাওয়ার তৈরির জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি খাতের অবদান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এক সময় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি ও কৃষিনির্ভর খাতের অবদান ছিল প্রায় ৮০ শতাংশের মতো, যা এখন ১৪ দশমিক ৭৪ শতাংশে নেমে এসেছে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ছিল মাত্র ৬ শতাংশ। এখন তা ৩২ দশমিক ৪২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সেবা খাতের অবদান এখন সবচেয়ে বেশি, ৫২ দশমিক ৮৫ শতাংশ। আগামীতে শিল্প খাতের অবদান আরো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যে-কোনো দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিদ্যুৎ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এর মধ্যে রেন্টাল পাওয়ার প্লান্ট স্থাপনের অনুমতি প্রদান ছিল উল্লেখযোগ্য একটি কার্যক্রম। এছাড়া সরকারি উদ্যোগে নতুন নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের কাজ হাতে নেওয়া হয়। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি এবং আমদানি মিলিয়ে বিদ্যুতের মোট উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে ১৩ হাজার ৮৪৬ মেগাওয়াট। স্বাধীনতার পর এত বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের সামর্থ্য বাংলাদেশ আর কখনো অর্জন করতে পারেনি। জরুরিভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং বিতরণ ব্যবস্থায় ইতিবাচক উন্নতি সাধিত হয়। আমাদের দেশে যে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয় তার মধ্যে ৬৪ দশমিক ৫২ শতাংশই আসে প্রাকৃতিক গ্যাস ভিত্তিক প্রকল্প থেকে। ফার্নেস অয়েলনির্ভর প্রকল্প থেকে আসছে ২০ দশমিক ৮৭ শতাংশ বিদ্যুৎ। অবশিষ্ট বিদ্যুৎ আসছে অন্যান্য উৎস থেকে। সরকারি উদ্যোগে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে ৫৫ দশমিক ৬২ শতাংশ। ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রকল্পগুলো থেকে আসছে ৩৯ দশমিক ৬১ শতাংশ বিদ্যুৎ। আমদানি থেকে আসছে ৪ দশমিক ৭৭ শতাংশ বিদ্যুৎ।

বর্তমান সরকার সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছে। ফলে দেশে শিক্ষার হার আগের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার হচ্ছে ৯৭ দশমিক ৯৭ শতাংশ। উচ্চ শিক্ষার ওপরও বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। ফলে স্থানীয়ভাবেই উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ বাড়ছে। বিদেশে জনশক্তি রপ্তানির জন্যও বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এই খাতের অবদান দিন দিনই বাড়ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে জনশক্তি রপ্তানি বাবদ আয় হয় ১ হাজার ২৭৭ কোটি মার্কিন ডলার। জনশক্তি রপ্তানি খাতে প্রতারণা বন্ধে সরকার কঠোর উদ্যোগ নিয়েছে।

বর্তমান সরকারের আমলে অর্থনীতির প্রায় প্রতিটি সেক্টরেই আশানুরূপ উন্নতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু ব্যাংকিং সেক্টর এবং শেয়ার মার্কেটে এখনো সমস্যা রয়ে গেছে। অবশ্য ব্যাংকিং সেক্টরের সমস্যা অনেকটাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। বিশেষ করে খেলাপি ঋণের সমস্যা ব্যাংকিং সেক্টরকে অনেকটাই গতিহীন করে দিয়েছে। খেলাপি ঋণের কারণে ঋণের সুদের হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা অনেক দিন ধরেই ব্যাংক ঋণের সুদের হার কমানোর দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংক মালিকগণ সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণদানে সম্মত হয়েছেন। এটা বাস্তবায়িত হলে দেশের উদ্যোক্তারা তুলনামূলক কম সুদে ঋণ পাবেন যা তাদের উৎপাদিত পণ্যকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তুলবে।

বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন সূচক ২০১৮ প্রকাশ করা হয়েছে ১৪ই সেপ্টেম্বর। এতে বাংলাদেশের অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। বিশ্বের ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৩৬তম। আগের বছরের তুলনায় দুই ধাপ উন্নতি হয়েছে। ২০১৭ সালে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৮তম। বাংলাদেশ বর্তমান সরকার আমলে মানব উন্নয়ন সূচকে ভালো করেছে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান অনেকটাই ভালো। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ভারত এবং পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। বাংলাদেশ মানব উন্নয়ন সূচকে দুই ধাপ এগিয়ে গেলেও ভারত ও পাকিস্তান এক ধাপ করে পিছিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু এখন ৭২ দশমিক ৮ বছর। ভারতে এটা ৬৮ দশমিক ৮ বছর এবং পাকিস্তানে ৬৬ দশমিক ৬ বছর। স্বাক্ষরতার হার বাংলাদেশে ৭২ দশমিক ৮ শতাংশ। ভারতে এটা ৬৯ দশমিক ৯ শতাংশ এবং পাকিস্তানে ৫৭ শতাংশ। বাংলাদেশ শিক্ষা খাতে ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় কম খরচ করে। তা সত্ত্বেও আমাদের অবস্থান এ দুটি দেশের চেয়ে ভালো। নারীর ক্ষমতায়নেও বাংলাদেশ ভালো অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে নারী এমপি'র হার ২০ দশমিক ৩ শতাংশ। পাকিস্তানে এটা ২০ শতাংশ আর ভারতে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। বাংলাদেশের এই অর্জন বিশ্বব্যাপী নানাভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রতিটি সাফল্যের পেছনে কারো না কারো ব্যক্তিগত অবদান থাকে। বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করে চলেছে তার পেছনে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ। যখনই অর্থনীতির কোনো সেক্টরে সমস্যা দেখা দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে নির্দেশনা দিয়েছেন। গত অর্থবছরের শুরুতে সংশোধিত নতুন ভ্যাট আইন চালু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। ব্যবসায়ীরা এতে আপত্তি উত্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপের ফলে শেষ পর্যন্ত নতুন ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন দুই বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। কোনো সরকারের অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। এক টার্ম বা ৫ বছর একটি সরকারের নীতি বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দেবার মতো মানসিকতাও থাকতে হয়। বর্তমান সরকার অব্যাহতভাবে প্রায় ১০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন রয়েছে। এতে অর্থনৈতিক নীতি ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে কিছুটা হলেও অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। একটি দেশ যদি অর্থনৈতিকভাবে উন্নতি অর্জন করতে পারে তাহলে অনেক কিছুই তার নিকট আপনাআপনি এসে ধরা দেয়। গণতন্ত্র বলি আর সুশাসন বলি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত সবই অর্থহীন। উন্নয়নের অন্যতম শর্ত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা। আমরা কথায় কথায় উন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে মালয়েশিয়ার কথা বলে থাকি। কিন্তু একবারও কি ভেবে দেখেছি মালয়েশিয়া কেন এতটা উন্নতি অর্জন করতে পেরেছে? নতুন মালয়েশিয়ার জন্মদাতা ডা. মহাথির মোহাম্মদ প্রথম মেয়াদে প্রায় ২২ বছর একটানা ক্ষমতায় ছিলেন। তাই তিনি নিজের মতো করে তার পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাদের দেশেও উন্নতি চাইলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সরকারের ধারাবাহিকতা থাকা জরুরি। বর্তমান সরকার প্রায় ১০ বছর ধরে একটানা দায়িত্ব পালন করছে। ইতোপূর্বে বাংলাদেশে আর কোনো সরকার এত দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ফলে তারা উন্নয়ন করতে পারেনি।

লেখক: কলামিস্ট, অর্থনীতি বিষয়ক

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

প্রবীণদের নিরাপত্তা এবং বৃদ্ধাশ্রম

অলোক আচার্য্য

পরম শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারী দেশের প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠরা। কারণ অতীতে তাঁরাই দিবানিশি শ্রম ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের গড়ে তুলেছেন। লেখাপড়া শিখিয়ে নির্বোধ থেকে বোধসম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছেন। আজকের যুবককে কর্মক্ষম ও সচল করে তোলার জন্য প্রবীণ বা আমাদের বৃদ্ধ মা-বাবার অবদানই সব। কিন্তু প্রবীণ ব্যক্তিরা এখন দেশে বিভিন্ন স্থানে অনিরাপদ এবং নানা দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। কয়েক দিন আগেই এক বৃদ্ধার জীবনের শেষ পরিণতি নিয়ে সারাদেশে নিন্দার ঝড় উঠেছে। হাড় ক'খানা সম্বল করা সেই বৃদ্ধার তিন ছেলে পুলিশ কর্মকর্তা ও এক মেয়ে শিক্ষিকা। তাঁর শেষ পরিণতি অসহায় এবং করুণ। তার আগে এরকমই এক বৃদ্ধ এবং এক বৃদ্ধার পরিণতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল। যার দায়িত্ব জেলা প্রশাসক নিয়েছিলেন। এমন ঘটনা আজকাল হরহামেশাই ঘটছে। দেশে অনেক বৃদ্ধাশ্রম হয়েছে যেখানে অনেক অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধা উপায়হীন হয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। খুব কি দরকার এত বৃদ্ধাশ্রমের? ওপার বাংলার বিখ্যাত গায়ক নচিকেতার সেই কালজয়ী গান– 'ছেলে আমার মস্ত বড়ো মস্ত অফিসার, মস্ত ফ্ল্যাটে যায় না দেখা এপার ওপার'। একেবারে বাস্তব চিত্র। প্রতিবছর ১লা অক্টোবর দেশে বিশ্ব প্রবীণ দিবস পালন করা হয়। প্রবীণ বা বয়স্করা হচ্ছেন সেই সব অভিজ্ঞ ব্যক্তি যারা আমাদের পথচলায় নির্দেশনা দেন, উপদেশ দেন। যারা হচ্ছেন একেকজন জীবনাদর্শে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং যারা তাঁদের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের উপকার করে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে প্রবীণ ব্যক্তি বা সিনিয়র সিটিজেন হলেন আমাদের পথপ্রদর্শক। তাঁরা সর্বদাই আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। এ প্রসঙ্গে নোবেল বিজয়ীদের নির্বাচিত প্রবন্ধ-গ্রন্থে রিগোবার্তা মেনচু বলেছেন, আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিরা শুধু যে প্রাজ্ঞতা, আশা এবং সাংস্কৃতিক সমার্থক তা-ই নন, তাঁরা আমাদের ঐতিহ্যকে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিতও করেন এবং অভিজ্ঞতার উত্তরাধিকারীও হন। বৃষ্টি এবং ধরিত্রী যে পুত্রের জন্ম দিলেন সে শুরু করে দেয় একটা অভিজ্ঞতার তীর্থযাত্রা। বয়োজ্যেষ্ঠরা যে-কোনো ব্যক্তির জীবনের প্রত্যেকটি পর্যায়কে, তার চরিত্রের সাধুতাকে শ্রদ্ধা করে চলেন। তাঁরা যে-কোনো ব্যক্তির ভুলভ্রান্তি, আচার-আচরণের ধরন ও তাৎপর্য এবং তার নিয়তির সূত্রকে শনাক্ত করে থাকেন যতদিন না ওই ব্যক্তি নিজেই বড়ো হয়ে ওঠে এবং বয়োজ্যেষ্ঠতে পরিণত হয়। আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠরাই হলেন আমাদের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞতা, তাঁরা হলেন আমাদের ইতিহাসগ্রন্থ, আমাদের গ্রন্থাগার– যাদের কাছে আমরা পরামর্শ চাই, উপদেশ নিই এবং সর্বোপরি আমরা তাঁদের প্রতি গভীর আস্থা রাখি। বৃদ্ধ মানুষরা হলেন গভীর ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী এবং তাঁরা আমাদের মর্যাদা সুনিশ্চিত করেন।

মানুষ জন্ম নেওয়ার পর থেকে ক্রমেই বেড়ে ওঠে। সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সুখ-দুঃখের নানা পথ, কিশোর ও যৌবন পাড়ি দিয়ে জীবনের ক্রান্তি লগ্নে পৌঁছে। একসময় শরীরে বার্ধক্য আসে। কমে আসে কর্মক্ষমতা। সুস্থ স্বাভাবিক প্রতিটি মানুষের জীবনেই এই চক্র আবর্তিত হয়। আজ আমাদের মা-বাবা প্রবীণ ব্যক্তি। আগামীকাল আমার জন্যও এই সময়টা অপেক্ষা করছে। তারপর আমার সন্তানরা। প্রগতির সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে আমাদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে বাইরের কাজে। সেই সঙ্গে দুপুরে বা রাতে মা-বাবা ছেলেমেয়েদের নিয়ে একসঙ্গে খাওয়ার সময়টুকুও আজ যেন অতীত হয়ে গেছে। আগেকার একান্নবর্তী পরিবারে দেখা যেত পরিবারে যারা বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁদের নির্দেশক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতো এবং সবাই তা মেনে চলত। কিন্তু আজ সে একান্নবর্তী পরিবার নেই। নেই সেই পারিবারিক বন্ধন। মা-বাবার সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হচ্ছে ছেলেমেয়ের। অনেক পরিবারেই তাঁদের বোঝা হিসেবে দেখা হয়। কর্মক্ষমতা হারিয়ে একসময় পরিবারের কাছেই নিজেকে বড়ো অযাচিত মনে করেন তাঁরা। অথচ এই তাঁরাই একসময় নিজেদের সবটুকু উজাড় করে আমাদের বড়ো করেছেন। পারিবারিক বন্ধন যত আলগা হচ্ছে বৃদ্ধ হওয়ার এই সময়টা বর্তমান সমাজে ক্রমেই একাকিত্ব ও একঘেয়েমিপূর্ণ হয়ে উঠছে। সাময়িক যৌবনের অহংকারে তাঁদের প্রতি অবহেলাপূর্ণ আচরণ করতে থাকা মানে এক অমোঘ সত্যকে অস্বীকার করা। আমরা মেনে নিতে পারি না একসময় আমাদের এই সময় আসবে। আমরা অস্বীকার করি যে, তাঁরাও জ্ঞান ও বিজ্ঞানের এক শ্রেষ্ঠ সমন্বয়। শুধু টাকা দিয়েই তাঁদের মূল্যায়ন করা যায় না।

আজকাল আধুনিক সমাজে আমরা যতটা এগিয়েছি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের প্রসন্ন দরজাগুলো মনে হয় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। 'বৃদ্ধাশ্রম' নামক শব্দটি এখন আমাদের কাছে অপরিচিত নয়। আমরা জানি, সেখানে বৃদ্ধদের (অসহায়) রেখে আসা হয়। কিন্তু যাদের ছেলেমেয়ে বর্তমান আছে তাঁদেরও কি আমরা অসহায় বলতে পারি। আমরা যখন শিশু ছিলাম তখন তো তাঁরা অর্থাৎ বাবা-মায়েরা আমাদের শিশু নিবাসে রেখে আসেননি। তাঁরা তো আমাদের বোঝা মনে করেননি। কিন্তু আজ আমরাই সেই কাজটি করছি। আমাদের দেশে আজ অনেক বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। জনপ্রিয় গায়ক নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম বিষয়ক সেই গানটি আমাদের মনে দাগ কেটে যায়। গানটি হতভাগ্য প্রবীণদের নিয়েই লেখা। যারা তাঁদের সারাটি জীবন নিজে না খেয়ে সন্তানকে খাইয়ে বড়ো করেছেন, অফিসার করে আলিশান বাড়ি নির্মাণের ও দামি গাড়ি চড়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন, তাঁদেরই শেষ জীবনের ঠিকানা হয় এই বৃদ্ধাশ্রমে। অনেক সন্তান তাঁদের বৃদ্ধ মা-বাবার জন্য বছরে একবার কী দুবার পোশাক বা খাবার পাঠিয়ে অথবা একটু দেখা করেই দায়িত্ব শেষ হয়েছে বলে তৃপ্তি নিয়ে বাড়ি ফেরে। ধিক্ এসব সন্তানকে। জানি না শেষ জীবনে এদের ভাগ্যে কী ঘটবে। এসব নির্বোধ সন্তান হয়ত এটাও জানে না যে, মা-বাবাকে বৃদ্ধ বয়সে বোঝা মনে করে বৃদ্ধাশ্রমে একাকী ফেলে রেখে যাওয়া হয়েছে, সেই মা-বাবাই দিন-রাত ওই বদ্ধঘরে বসে সন্তানের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছে যেন তাঁর সন্তানকে শেষ জীবনে এই পরিণতি বরণ করতে না হয়।

প্রবীণ ব্যক্তিরা সর্বদা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার ব্যক্তি। সর্বদা বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান করাই আমাদের কাজ। আমাদের উচিত তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা। যাতে সেই শিক্ষা নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করে নিজেদের ভালো করতে পারি। বয়স হলেও তাঁর আর করার কিছুই নেই– এ কথা ভেবে তাকে ছোটো করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং তার শেষ জীবনটা আনন্দের করে তুলতে পারাই আমাদের কাজ হওয়া উচিত। অথচ আমাদের ভেতর থেকে ধীরে ধীরে তাঁদের প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ হারিয়ে যাচ্ছে। আগে দেখেছি রাস্তাঘাটে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ দেখলে তাঁদের ছোটোরা সম্মান জানাতো। প্রবীণরা যেখানে থাকত সেখানে অল্প বয়সিরা থাকত না। আজকাল আর সেসব খুব একটা দেখা যায় না। পরিবার থেকেই ছোটোবেলায় এসব শিক্ষা দিতে হয়। আমরা যারা ছোটো ছিলাম তখন অনেকেই এমন শিক্ষা পেয়েছি। কিন্তু আজকাল তেমনটি দেখা যায় না। এসব ভুলতে বসেছি বলেই আমাদের আজ এই অবস্থা। আমাদের সর্বদা মাথায় রাখতে হবে– আজ আমরা যে আচরণ শেখাব ভবিষ্যতে আমরা বৃদ্ধ হলে সেই আচরণ ফেরত পাব।

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশ সম্প্রীতির দেশ। পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের ওপর গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সেই অবস্থা থেকে আমরা অনেকটা দূরে সরে এসেছি। এসব বয়স্ক মানুষের নিরাপত্তা তাই রাষ্ট্রকে নিতে হবে। যদিও দেশে বয়স্ক ভাতা চালু রয়েছে। এখানে সবচেয়ে বেশি যা প্রয়োজন তা হচ্ছে নিজের বিবেককে জাগ্রত করা।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি

এফ রহমান রূপক

দলিত, হরিজন ও বেদে সম্প্রদায় নিগৃহীত বা দলনের শিকার। চরম অবহেলিত, বিচ্ছিন্ন, উপেক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে এরা পরিচিত। জেলে, সন্ন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারি, পাটনি, কাওড়া, তেলী, পাটিকর ইত্যাদি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জনগোষ্ঠী এ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে এদের কিছুটা বৈষম্য রয়েছে। সমাজসেবা অধিদফতরের জরিপ মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৪৩.৫৮ লক্ষ দলিত জনগোষ্ঠী, ১২.৮৫ লক্ষ হরিজন জনগোষ্ঠী এবং ৭.৮০ লক্ষ বেদে জনগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– বাঁশফোর, ডোমার, রাউত, তেলেগু, হেলা, হাড়ি, লালবেগী, বাল্মিগী, ডোম ইত্যাদি হরিজন সম্প্রদায়। যাযাবর জনগোষ্ঠী বেদে সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত। বেদে জনগোষ্ঠীর শতকরা ৯৯ ভাগ মুসলিম এবং শতকরা ৯০ ভাগ নিরক্ষর। ৮টি গোত্রে বিভক্ত বেদে জনগোষ্ঠী হচ্ছে– মালবেদে, সাপুড়িয়া, বাজিকর, সান্দার, টোলা, মিরশিকারি, বরিয়াল সান্দা ও গাইন বেদে। এদের প্রধান পেশা হচ্ছে– ক্ষুদ্র ব্যবসা, তাবিজ-কবজ বিক্রি, সর্প দংশনের চিকিৎসা, সাপ ধরা, সাপের খেলা দেখানো, সাপ বিক্রি, আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য সেবা, শিঙ্গা লাগানো, ভেষজ ওষুধ বিক্রি, কবিরাজি, বানর খেলা, জাদু দেখানো।

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে পাইলট কর্মসূচির মাধ্যমে ৭টি জেলায় বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করে। পাইলট কার্যক্রমভুক্ত ৭টি জেলা হচ্ছে– ঢাকা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, পটুয়াখালী, নওগাঁ, যশোর, বগুড়া এবং হবিগঞ্জ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৬৬ লক্ষ টাকা। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে নতুন ১৪টি জেলাসহ মোট ২১টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয় এবং জেলাগুলো হচ্ছে– ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, ফরিদপুর, শেরপুর, টাঙ্গাইল, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, পাবনা, নওগাঁ, দিনাজপুর, নীলফামারী, যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী এবং হবিগঞ্জ। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ৭ কোটি ৯৬ লক্ষ ৯৮ হাজার টাকা। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পূর্বের ২১ জেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৯ কোটি ২২ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা। নতুন ১৪টি জেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন প্রস্তাবিত ১৪টি জেলা হচ্ছে– গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ি, নেত্রকোনা, জামালপুর, ময়মনসিংহ, লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী, কুড়িগ্রাম, ঝিনাইদহ, বগুড়া, সাতক্ষীরা, বরিশাল এবং মৌলভীবাজার। ক্রমান্বয়ে এ কার্যক্রম দেশব্যাপী সম্প্রসারণ করা হবে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* স্কুলগামী বেদে ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৪ স্তরে (জনপ্রতি মাসিক প্রাথমিক ৩০০, মাধ্যমিক ৪৫০, উচ্চ মাধ্যমিক ৬০০ এবং উচ্চতর ১০০০ টাকা হারে) উপবৃত্তি প্রদান;
* বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন;
* ৫০ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকা প্রদান;
* প্রশিক্ষণোত্তর পুনর্বাসন সহায়তা ১০ হাজার টাকা।

সংক্ষেপে সেবা প্রদান পদ্ধতি

বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে উপজেলা বা শহর সমাজসেবা অফিসার বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেন। অতঃপর নির্ধারিত ফরমে আগ্রহী ব্যক্তিদের সমাজসেবা অফিসার বরাবর আবেদন করতে হয়। প্রাপ্ত আবেদন ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক সরেজমিনে যাচাই-বাছাই করে প্রস্তাব আকারে উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উপজেলা কমিটি যাচাই-বাছাই করে বরাদ্দ অনুসারে উপকারভোগী নির্বাচন করে। নির্বাচিত ব্যক্তির নামে ব্যাংক হিসাব খোলা এবং কেন্দ্রীয় হিসাব থেকে ভাতা বা উপবৃত্তির টাকা স্থানান্তর করে নির্বাচিত ব্যক্তিকে অবহিতকরণপূর্বক ভাতা বা উপবৃত্তি বিতরণ সম্পন্ন করা হয়। ১৮ বছর বয়সের ঊর্ধ্ব কর্মক্ষম ব্যক্তিদেরকে ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে প্রশিক্ষণোত্তর অফেরতযোগ্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জনান, প্রস্তাবিত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে হিজড়া, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বরাদ্দ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সামাজিক সুরক্ষা খাতের আওতায় এ বরাদ্দ দেওয়া হবে। হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ২ কোটি ৩৫ লাখ বাড়িয়ে ১১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা করা হচ্ছে। এছাড়া বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ বা বয়স্ক ভাতার খাতে বরাদ্দ ৬ কোটি ৩২ লাখ বাড়িয়ে ২৭ কোটি করার প্রস্তাব করেছেন। বর্তমান সরকারের শাসনামলে প্রতিটি বাজেটেই সামাজিক নিরাপত্তা খাত গুরুত্ব পেয়ে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ১০ ধরনের ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। এরমধ্যে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীদের জন্য ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা ভাতা, প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর ভাতা, বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ভাতা বাড়ানো হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্তরা জনপ্রতি মাসিক ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৬০০ টাকা করে পাচ্ছেন। একইসঙ্গে উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানে ৩১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৩৫ লাখে উন্নীত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা নারীদের ভাতা ৫০০ টাকার পরিবর্তে ৬০০ টাকা করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে তারা এ হারে ভাতা পাবেন। আর উপকারভোগীর সংখ্যা ১১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১০ ভাগ বাড়িয়ে ১২ লাখ ৬৫ হাজার করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধীরা ৬০০ টাকার পরিবর্তে ৭০০ টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। উপকারভোগীর সংখ্যা সাড়ে ৭ লাখ থেকে বাড়িয়ে করা হচ্ছে ৮ লাখ ২৫ হাজার। আগামী অর্থবছর থেকে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে বিভিন্ন স্তরের প্রদেয় বিশেষ ভাতা-বয়স্ক ভাতা ৬০০ টাকার পরিবর্তে ৭০০ টাকা করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৬ হাজার ৯৭০ জন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭ হাজার ৫৫০ জন। বর্তমানে বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের অধীনে উপকারভোগীরা মাসে ৬০০ টাকা করে ভাতা পান। আগামী অর্থবছর থেকে তারা ৭০০ টাকা করে ভাতা পাবেন। এজন্য সরকারকে এ খাতের বরাদ্দ ৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ কোটি ৬৮ লাখে উন্নীত করা হচ্ছে। আগামী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির হার প্রাথমিক স্তরে ৪০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৬০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ৭০০ টাকা এবং উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে উপকারভোগীর সংখ্যা শুধু প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ৫ হাজার করে ১০ হাজার বৃদ্ধি করে ৭০ হাজারের স্থলে ৮০ হাজার করা হয়েছে।

লেখক: বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক গণমুক্তি

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের সাফল্য

[২০০৯ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৮]

সুলতানা বেগম

'কমাতে হলে সম্পদের ক্ষতি, বাড়াতে হবে দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি'– এ প্রতিপাদ্য নিয়ে প্রতিবছরের মতো ১৩ই অক্টোবর পালন করা হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস ২০১৮'। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসমূলক কর্মসূচি প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সর্বপ্রথম তিনিই 'মুজিব কিল্লা' নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগে জনগণের জানমাল রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি ১৯৭৩ সালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি' (সিপিপি) প্রতিষ্ঠা করেন, যা দুর্যোগ সতর্কবার্তা প্রচার ও সাড়াদান কার্যক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ দিবস উপলক্ষে বাণীতে একথা উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় বিদ্যমান ত্রাণ ও পুনর্বাসন-নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এলক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে মূলধারায় আনার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন উদ্যোগের সাথে সংগতি রেখে নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দুর্যোগে প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে সক্ষম হওয়ায় বাংলাদেশ এখন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় 'রোল মডেল' হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃত। নিম্নে দুর্যোগ প্রশমনে সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের ১০ বছরের উল্লেখযোগ্য সাফল্য তুলে ধরা হলো–

- দুর্যোগ ব্যবস্থাপন আইন ২০১২, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিধিমাল ২০১৫, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫, দুর্যোগ-পরবর্তী মৃতদেহ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা ২০১৬, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ প্রণয়ন, জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট প্রবিধানমালা ২০১৬, দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, শিশু কেন্দ্রিক দুর্যোগ সহনশীল নগর গঠন ম্যানুয়াল ও প্রশিক্ষণ সহায়িকা প্রণয়ন।
- গ্রামের জনগণের যাতায়াতের সুবিধার্থে সেতু বা কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে ২০,১৬৩টি। ব্যয় ৫১৩৩.২২ কোটি টাকা।
- অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী হচ্ছে ১,৬৫,৪৩,৩৭৩ জন। বরাদ্দ ১২০৭২.০৮ কোটি টাকা।
- উপকূলীয় ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকায় নির্মাণাধীন আশ্রয় কেন্দ্র ২২০টি। বরাদ্দ ৫৩৩.১৬ কোটি টাকা।
- বন্যাপ্রবণ এলাকায় নির্মিত আশ্রয় কেন্দ্র ২৩০টি এবং নির্মাণাধীন আশ্রয় কেন্দ্র ৬৪৩টি।
- গ্রামীণ মাটির রাস্তাসমূহ টেকসইকরণের লক্ষ্যে ২০৭৮ কিমি. রাস্তা হেরিং বোন বন্ড করা হয়েছে এবং ১০৬৮ কিমি. রাস্তার হেরিং বোন বন্ডের কাজ চলমান আছে।
- দেশের জেলা শহরে মোট ৬৬টি জেলা ত্রাণ গুদাম-কাম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।
- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কারিখা/কাবিটা) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে ৭,০২,৬৪৮টি। বরাদ্দ ২২৬,৪৬,৭০,৫৭৬.১৩০ মেট্রিক টন।
- গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসূচির আওতায় ১৫,৩০,৭১৯টি প্রকল্পের মাধ্যমে বরাদ্দ ১৮,০০,৪৬,৫৬৮.১৪৪ মেট্রিক টন।
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (খাদ্যশস্য জিআর)-এর আওতায় ১,৫৯,৭৮,৩১০ জন উপকারভোগীর মধ্যে ৪৭৯,৪১৩.৫০০ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়।
- মানবিক সহায়তা কর্মসূচি (নগদ অর্থ জিআর)-এর আওতায় ৩,২১,০৫৬ জন উপকারভোগীর মধ্যে ১০১,৩৩,৪৯,৩০০ টাকা নগদ প্রদান করা হয়।
- দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ঢেউটিন ৩,৮০,৯২৮ বান্ডেল এবং গৃহনির্মাণ মঞ্জুরি বাবদ ১১৪.২৭ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।
- কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় ৩৬৮ জন, পদোন্নতি ৩২০ জন আত্তীকরণ ৭২ জন। আর কর্মচারী নিয়োগ ১৫২ জন, পদোন্নতি ৫৫ জন।
- অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় ২৩,৫৭৭ জনকে এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৫৫৫ জনকে।
- ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী ১০,৩০,৯০,০০৬২ জন। রবাদ্দ ২২,৭২,৫৯৩.৪৭৮ মেট্রিক টন।
- SMoDMRPA প্রকল্পের কারিগরি সহায়তার জন্য ৪৯৫ জন উপ-সহকারী প্রকৌশলী নিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং উপজেলা পর্যায়ে পদায়ন। বিভাগীয় ও জেল শহরে Grievande Redress Sytem-এর ওপর কর্মশালার আয়োজন, ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের ওপর ৬৪টি জেলায় ৫৭৬ জন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং উপসহকারী প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান। ৫টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অপারেশন ম্যানুয়ালের ওপর উপজেলা পর্যায়ে ইউপি চেয়ারম্যান ও সচিব, ট্যাগ অফিসার এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যসহ মোট ৩৯,৭৩০ জনকে নিয়ে ৪৬১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- DNA (Damage and Need Assesment) Application-এর সাহায্যে উপজেলা থেকে ক্ষতিকর তথ্য Online-এ ডি-ফরম ও এসএমএস ফরমের মাধ্যমে সরাসরি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাত করা হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ে গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার কর্মসূচির অধীনে বাস্তবায়িত কাজগুলোর তথ্য সংরক্ষণের জন্য Electronic Assets Resister তৈরি করা হয়েছে।
- বজ্রপাতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসে সারাদেশে সম্প্রতি ৩১ লক্ষাধিক তাল বীজ রোপণ করা হয়েছে। আরো বীজ রোপণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমার নাগরিকের খাদ্য ও আশ্রয়সহ অন্যান্য মানবিক সহায়তা, চিকিৎসা, শিক্ষা, বস্ত্র প্রভৃতি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের ফলে বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম দেশ হিসেবে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিতি লাভ করেছে। দেশের উন্নয়নে চলমান দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অধিকতর সক্ষম করে তুলবে। এ লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বেসরকারি সংস্থা, সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও স্থানীয় জনসাধারণকে সচেতন হতে হবে।

বিশ্ব খাদ্য দিবস

কর্মই গড়বে ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব

মো. সালাহউদ্দিন

ষোলোই অক্টোবর পালিত হয় বিশ্ব খাদ্য দিবস। ২০৩০ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব গড়ার লক্ষ্যে এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'কর্ম গড়ে ভবিষ্যৎ, কর্মই গড়বে ২০৩০-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব'। দিবসটি উপলক্ষে সরকারি-বেসরকারিভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পৃথক পৃথক বাণী দেন।

পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেছেন, 'কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। আমরা খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পেরেছি'।

দেশে কৃষি খাতের উন্নয়ন ও খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রতিবছর বাড়ছে। গত ১০ বছরে দেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন বেড়েছে ৩০ শতাংশ। আর গত ৪৬ বছরে শুধু ধানের উৎপাদন বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। এছাড়া গম দ্বিগুণ, সবজি পাঁচ গুণ এবং ভুট্টার উৎপাদন বেড়েছে ১০ গুণ। বিশ্ব গবেষকগণ জানান, স্বাধীনতার সময়ের চেয়ে জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণের বেশি। অন্যদিকে জমির পরিমাণ কমেছে প্রতিবছর ১ শতাংশ হারে।

কৃষি উৎপাদনের এই বিস্ময়কর উত্থানের নেপথ্যে রয়েছে কৃষি গবেষকদের ভূমিকা। একটি ফসলের ফলন আগের চেয়ে কম সময়ে কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় সে নিয়ে গবেষণা করছে ৪টি কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রায় দুই হাজার বিজ্ঞানী।

দেশের বিজ্ঞানীরা এমন ধান উৎপাদন করেছে যা পানিতে ডুবে থাকলেও উৎপাদন কমবে না। লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এমন ধানও উৎপাদন করেছে। উৎপাদন করেছে তীব্র খরা ও শীতেও ফলনের কোনো কমতি হবে না এমন জাত। একটি জাতের ধান দীর্ঘদিন আবাদ করার ফলে এতে বিভিন্ন রোগ আক্রমণ শুরু করে। এ কারণে নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছে প্রতিষ্ঠানগুলো। বর্তমানে দেশে চাহিদার তুলনায় বেশি চাল উৎপাদন হচ্ছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৩৮ লাখ ২ হাজার টন চাল। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, এ সময় চালের সর্বোচ্চ

সরকার জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় এবং কৃষি উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় স্বল্প পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, বোরো ধানের চাষ কমিয়ে আউশ ধানের চাষ সম্প্রসারণ এবং ১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহিষ্ণু ব্রি ধান-৫১, ব্রি ধান-৫২ জাতের আবাদ প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি দেশ। বাংলাদেশ এখন ধান উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ স্থানে, আম উৎপাদনে সপ্তম, আলু উৎপাদনে অষ্টম এবং সবজি উৎপাদনে তৃতীয় স্থান অর্জনকারী দেশ। এই সাফল্য এসেছে হাইব্রিড ও উচ্চ ফলনশীল আধুনিক ধানের জাত ও আনুষঙ্গিক লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে। বাংলাদেশের মানুষ আগে অনাহারে, অর্ধাহারে থাকত, অপুষ্টিতে ভুগত। এখন সে অবস্থা কাটিয়ে উঠেছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করছে। দেশের ক্ষুধা মিটিয়ে বাংলাদেশ আজ বিশ্বকে ক্ষুধামুক্ত করতে বড়ো ভূমিকা রাখছে।

চাহিদা ছিল ৩ কোটি ২০ লাখ ৮৩ হাজার টন। সে অনুযায়ী উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ ১৭ লাখ ১৯ হাজার টন।

কৃষি সংশ্লিষ্টরা বলছেন, দেশে উন্নত ও সহজলভ্য কৃষি উপকরণের পাশাপাশি খাদ্য উৎপাদনের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিধানে ভূমিকা রাখছে কৃষি গবেষণা। কৃষি গবেষণার জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে রয়েছে ৫টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে চারটি প্রতিষ্ঠানই খাদ্যশস্য গবেষণায় কাজ করছে। গবেষণা করছে ৫টি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ও।

এ পর্যন্ত উচ্চফলনশীল, রোগ প্রতিরোধক্ষম এবং বন্যা ও খরাসহিষ্ণু বিভিন্ন শস্যের ৫৩৫টি জাত উদ্ভাবন করেছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি)। এ সময় প্রতিষ্ঠানটি কৃষি সংশ্লিষ্ট ১ হাজার ৪০টি প্রযুক্তিও উদ্ভাবন করেছে। শস্যের নতুন জাত ও নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে দেশে গম, তেলবীজ, ডালশস্য, আলু, সবজি, মসলা ও ফলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

থাকলে কন্যা সুরক্ষিত দেশ হবে আলোকিত

সাদিয়া সুলতানা

'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত'– এই প্রতিপাদ্য সামনে রেখে ১০ই অক্টোবর জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১৮ পালিত হয়। ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নারী ও শিশুদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিধান সন্নিবেশ এবং শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা ও অধিকার রক্ষার লক্ষ্যে প্রণয়ন করেন শিশু আইন ১৯৭৪। সংবিধানের ২৮(৪) অনুচ্ছেদে নারী ও শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে-কোনো অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৪৪ ভাগ শিশু যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে। জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯, জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী অনূর্ধ্ব ১৮ বছরের জনগোষ্ঠীকে শিশু হিসেবে অভিহিত করা হয়। একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে বিকশিত হওয়ার সুযোগ লাভ করা প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার। কিন্তু এটি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, অসচেতনতা ও কুসংস্কারের কারণে আমাদের কন্যাশিশুরা অনেক সময় নির্যাতন ও বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। অথচ ছেলেমেয়ে নির্বিশেষে সব শিশুর মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন পূরণ আমাদের সাংবিধানিক অঙ্গীকার।

আশার কথা, বর্তমান সরকার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে কন্যাশিশুদের কল্যাণ ও অগ্রগতিতে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করছে। কন্যাশিশুদের অগ্রগতির অন্যতম বাধা বাল্যবিবাহ। বর্তমান সরকার কন্যাশিশুদের কল্যাণে জাতীয় শিশুনীতি ২০১১, জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এবং ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন রহিত করে অধিকতর কঠোর ধারা-উপধারা সন্নিবেশ করে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাস করেছে। পাশাপাশি কন্যাশিশুদের কল্যাণে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল হেলপলাইন স্থাপন, কিশোরী ও নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করছে। কিশোরীদের সুরক্ষা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে কন্যাশিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে দেশব্যাপী 'কিশোরী ক্লাব' গঠন করা হয়েছে। কন্যাশিশুদের শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করা গেলে তারা সরকারের রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। শিশুদের সার্বিক বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচিতে এবং প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে শিশু অধিকার সুরক্ষা, প্রজনন স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে পাঠদান করা হয়। বিশেষ কার্যক্রমের আওতায় শিশুদের জন্য বই, বৃত্তি ও স্কুলে খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অনেক শিশু ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। এইসব শিশুদের উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। শিশুরা বিশেষ করে কন্যাশিশুরা যাতে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত হতে না পারে সে লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পরিবারকে যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার জন্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে দেশের ৪ হাজার ৫শ ৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৩৩০টি পৌরসভায় সর্বমোট ৪ হাজার ৮শ ৮৩ জন কিশোর-কিশোরী নিয়ে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এসব ক্লাবে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সি ১০ জন কিশোর ও ২০ জন কিশোরী শিশু অধিকার, সহিংসতা প্রতিরোধ, প্রজনন স্বাস্থ্য, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ প্রভৃতি বিষয়ে ধারণা লাভ করবে। আশা করা যায়, এসব শিশু ভবিষ্যতে দায়িত্বশীল ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে। তারা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদ্‌যাপন শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং কন্যাশিশুর নিরাপত্তা ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণমানুষকে সচেতন করা এ দিবসের অন্যতম একটি লক্ষ্য। আমাদের দেশের মেয়েরা এবং অভিভাবকরা এখন অনেক সচেতন। বাল্যবিবাহের শিকার হতে চায় না আমাদের কন্যাশিশুরা। লেখাপড়া করে বড়ো হতে চায়।

বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকে উন্নতি করছে এবং বাল্যবিয়ে বন্ধে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জিত হবার পথে। কন্যাশিশুর জন্য শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা হলে নিশ্চিতভাবেই কমানো সম্ভব বাল্যবিয়ের প্রবণতা। এর জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনতা, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিনিয়োগ বাড়ানো এবং আইনের কঠোর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে কন্যাশিশু সুরক্ষার কোনো বিকল্প নেই। কন্যাশিশুর অধিকার সুরক্ষায় দায়িত্ব নিতে হবে আমাদের সবাইকে। তবেই সুরক্ষিত ও সুগম হবে কন্যাশিশুর পথচলা। আমাদের কন্যাশিশুরা হাসি আর আনন্দে বেড়ে উঠবে। তারা নিরাপদে থাকবে। এরচেয়ে সুখকর দৃশ্য আর কী হতে পারে। আমাদের অনুধাবন করা দরকার যে, কন্যাশিশুরা সুরক্ষিত থাকলে এবং তারা শিক্ষিত, যোগ্য ও কর্মক্ষম হয়ে উঠলে দেশ আলোকিত হবে এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

লেখক: কবি ও প্রাবন্ধিক

সুমন

ড. দিরাজুর রহমান খান

সুমন মিয়ার বয়স পনেরো। নবীনগর সরকারি স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। পিতার নাম জলিল মিয়া, বয়স প্রায় চল্লিশ। গ্রামের বাড়ি গাজীপুর। জলিল মিয়া একজন ভ্যানচালক। সাভারের নবীনগর বগাবাড়িতে একজন গেরস্ত বাড়ির আঙিনায় একটা ছাপরা তুলে অল্পকিছু টাকা ভাড়ার বিনিময়ে বসবাস করে। সে বাড়ির জমির ওপর মালিকের দখলিস্বত্বে রক্ষা করে। যেন বিক্রিত জমি নিষ্কণ্টক থাকে। তাই ভাড়াটিয়ার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বাড়িওয়ালার খুব একটা খেয়াল নেই। বর্ষায় ঘরের চাল দিয়ে অকাতরে পানি পড়ে। জলিল মিয়ার সংসারে রয়েছে তার স্ত্রী, নাম জুলেখা বিবি। বয়স প্রায় ৩৫। বছরের অধিকাংশ সময়ই সে অসুস্থ থাকে। অবশ্য কোনো দুরারোগ্যে ব্যাধি নয়, অপুষ্টিজনিত কারণে তার আজ এই দুরবস্থা। অর্থের অভাবে যথারীতি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে পারেনি। কেবল ভবিষ্যতে সুদিনের অপেক্ষায় বেঁচেবর্তে থাকা। জলিল মিয়ার ১০ বছর বয়সি একটি মেয়ে আছে। মেয়ের নাম নূরজাহান। ডাক নাম নূরি। সে নবীনগর প্রাথমিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। ওরা দুই ভাইবোন কেউই জিপিএ ফাইভ না পেলেও ফলাফল প্রায় বরাবর একই থাকে। সেই যে মনীষীরা বলে গেছেন, বিদ্যার প্রারম্ভিক ক্ষেত্রে অর্থের প্রয়োজন। অর্থের অভাবে তারা কোনো প্রাইভেট শিক্ষকের অধীনে পড়তে পারে না অথবা কোচিং করতে পারে না। পাঠ্যপুস্তক বইগুলোও হয়তোবা কিনতে পারত না। যদি না বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের প্রক্রিয়া গ্রহণ না করতেন।

জুলেখা ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও পুষ্টিহীনতাসহ প্রায় হাফডজন রোগে ভুগছে, তাও বেশ কয়েক বছর যাবৎ। রোগ নিরাময়ের কোনো লক্ষণ নেই। টোটকা ঔষধ, ফকিরের পানিপড়া, জরিবুটি দিয়ে কি ডাক্তারের প্রয়োজন মিটানো যায়?

জুলেখা বিবি স্বামী ও সন্তানসন্ততিদের আশু বিপদের কথা ভেবে সবসময়ই প্রমাদ গুণেন। কখন কী হয়! তার স্বামী জলিল মিয়া কার্যোপলক্ষে প্রায়ই ভ্যানে মালামাল নিয়ে কখনো সাভার, কখনো মিরপুর, আবার কখনো জয়দেবপুরে যাওয়া আসা করে থাকে। কখন কোন পথে আবার পেট্রোল বোমায় আক্রান্ত হয়। কেবল দুঃশ্চিন্তা– ছেলেমেয়ে দুটি যদিও কাছে পীঠে নবীনগর স্কুলে পড়ে। তবু নবীনগর বাসস্ট্যান্ড একটি মৃত্যুফাঁদ। সবসময় এ রাস্তার ওপর দিয়েই ওদের স্কুলে যাতায়াত করতে হয়। এখানে সবসময় বিপুল সংখ্যক যানবাহনের জটলা লেগেই থাকে। এখানে এই তো কয়েকদিন আগে পেট্রোল বোমায় দগ্ধ হয়ে বেশ কয়েকজন পথচারী মারা গেছে।

জুলেখা বিবির শরীরটা বেশ কয়েকদিন যাবৎ ভালো যাচ্ছে না। যথেষ্ট পুষ্টিহীনতা থাকলেও তা কিছুটা পুষিয়ে নেওয়া যেত গৃহপালিত ছাগলের খাটি দুধ পান করে। তার একটা গৃহপালিত দুগ্ধবতী ছাগল ছিল। তার গ্রামের হাকিম সাহেব তাকে বলেছে নিয়মিত ডিম আর দুধ খেতে হবে। সে একটি এনজিও থেকে কয়েকটি মুরগি ও দুটি ছাগল পেয়েছিল। তাই দিয়ে সে তার স্বামী ও সন্তানাদির সক্রিয় আন্তরিক সাহায্যে অভাব-অনটনের ক্রমপ্রসারমাণ রশি টেনে ধরে রেখেছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাও একদিন ছিড়ে গেল। অভাবের তাড়নায় সে একটি ছাগল বিক্রি করে দিয়েছিল। আরেকটি কী এক অজ্ঞাত ক্ষুরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মরে গেল। জলিল মিয়া ঢাকায় ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ডের পাশে অবস্থিত কেন্দ্রীয় পশু হাসপাতালে গিয়েও শেষ রক্ষা করতে পারল না। জলিল মিয়া তার স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে এই বলে যে, গাবতলী পশুর হাট থেকে তার জন্য একটি ছাগল কিনে আনবে। বাজানের সাথে পাল্লা দিয়ে সুমন ও জুলেখাও মুরগিগুলোকে খুব যত্ন করে পোষে যেন ওদের সংখ্যা বেশি করে বাড়ে। যাতে মুরগির ডিম বেশি করে বিক্রি করতে পারে। মুরগির ডিমের দাম আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। তারা তাদের মায়ের জন্য অর্থ জমাচ্ছে। মাঝে মাঝেই মাটির ব্যাংক ভেঙে দেখে টাকার পরিমাণ হাজার ছুঁয়েছে কি-না। বর্তমানে একটা ভালো বকরির দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা। নূরজাহান তার মাকে বলে, 'প্রথমে একটা বড়ো বকরি কিনুম। তুমি দুই বেলা দুধ খাইবার পারবা। দেখবা তুমার হাঁপানি রোগ ভালো হইয়া যাইব। আমরা একদিন পয়সা জমাইয়া একটা দুধেল গরু কিনুম। আইজ কাইল এনজিওর লোকেরা নিকি ভবিষ্যতে গরিব লোকগোরে একটা কইরা গাইবাছুর দিব। আমারে

কামাল ভাই কথা দিছে। সে এনজিওদের সাথে এই নিয়া কথা বইলা তার একটা ব্যবস্থা কইরা দিব'।

সুমনও তার মায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নের নির্ভীক সৈনিকের মতো ইস্পাতদৃঢ় কণ্ঠে বলে, আরে রাখ না নূরি, আমি এসএসসিটা পাস কইরা লই তারপর সাভার কলেজে পড়ুম, আর পড়ালেখার ফাঁকে ফাঁকে টিউশনি করুম। টিউশনি কইরা অনেক টেকাপয়সা ইনকাম করা যায়। আইজকাইল এসএসসি পাস না করলে আর কেউ টিউশনি দেয় না। কামাল ভাই কইছে আইএ পাস করার পর আমারে সাভার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্সে ভর্তি করাইয়া দিব।

জলিল মিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা শুনে প্রথমে খুবই খুশি হয়ে পুলকিত কণ্ঠে বলল, অনার্স পইড়া কী অইব? প্রত্যুত্তরে সুমন বলে, রাজনীতি করুম। বড়ো পলিটিশিয়ান হমু। জলিল মিয়া পুত্রের কথা শুনে হঠাৎ হতোদ্যম কণ্ঠে বলল, না বাবা তুই রাজনীতি করবি না। রাজনীতি করতে যাইয়া অনেক মানুষ মইরা যায়। তুই চাকরি করবি। পুত্র পিতার কথার প্রতিবাদে বলে, না বাজান, কামাল বাই কইছে রাজনীতিবিদ না অইলে বেবাক দেশের মানুষের উপকার করন যাইব না। চাকরি করলে খালি পরিবার পরিজনদের উপকার করা যাইব। আমরা বাংলাদেশেরে ভালোবাসি বঙ্গবন্ধুর মতো। তিনি জীবন দিয়া হইলেও বাংলাদেশ বানাইয়া গেছেন।

সুমন কামাল ভাইয়ের সাথে থেকে অনেক বড়ো বড়ো নীতি কথাও শুনে থাকে। তার সবটা বুঝতে না পারলেও দেশাত্মবোধের সমার্থটা সে ঠিকই বুঝতে পারত। যে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে, সেই তো প্রকৃত দেশপ্রেমিক। সে কামাল ভাইয়ের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুকান্ত ভট্টাচার্য, শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ আর মাহবুব আলমের কবিতা, 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি', আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর 'স্মৃতির মিনার' আরো কত কবিতা শুনেছে। কেন্দ্রীয় শহিদমিনারের পবিত্র চত্বরের বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠানে তারা দুজনে কোরাসের সুরে দেশাত্মবোধক কবিতাগুলো আবৃত্তি করত। অনেক দর্শনার্থীরা খুশি হয়ে ওদের টাকা-পয়সা দিতে গেলে ওরা বিনীত কণ্ঠে বলত, আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি, তাই দেশের গান গাই, পয়সা নিব কেন? আমরা কবিতা আবৃত্তি করি। দেশের গান গাই। ওরা জাতীয় সংগীত গাইত, ভাষার গান গাইত 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি', 'সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি ও আমার বাংলাদেশ, প্রিয় জন্মভূমি' আরও কত দেশাত্মবোধক গান গাইত।

সুমন কামাল ভাইয়ের সাথে স্বেচ্ছায় ভলান্টারির কাজ করত। ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চ ও ২১শে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন জাতীয় উৎসবগুলোতে স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকা পালন করত।

সুমন কেবল দেশের কাজেই নিজেকে নিযুক্ত রাখত না। পাশাপাশি পরিবারের প্রতি তার দায়িত্বও সমানভাবে পালন করত। কতদিন সে পিতা জলিল মিয়াকে ভ্যানগাড়ি টানতে সহযোগিতা করেছে। দূরপাল্লার ক্ষেপগুলিতে সে পিতার সাথে ভ্যানের সওয়ার হতো। ভ্যানগাড়ি যখন খারাপ এব্রোথেব্রো রাস্তা মাড়িয়ে খুব কষ্টে পথ চলত, অথবা চড়াইউত্রাই পেরিয়ে যেত, যেমন মিরপুর ব্রিজে উঠতে ও নামতে অথবা মিরপুর রাইনখোলা ঢালু উঁচু পথে তার বাবাকে ভ্যান নিয়ে উঠতে হতো কিংবা বগাবাজারের গ্রাম্য মেঠোপথ অতিক্রম করে নবীনগর গাজীপুরের বড়ো রাস্তায় উঠতে হতো তখন সে ভ্যানগাড়ি থেকে নেমে ভ্যানগাড়িতে ধাক্কা দিয়ে ভ্যানের চলার গতি অব্যাহত রাখত। কারণ সে বোঝে তার বাবাও আগের মতো আর দুর্বারগতিতে ভ্যান চালাতে পারে না। আগে কতবার তার বাবা জলিল মিয়া তার মা ও বোন নূরি আর তাকে নিয়ে সবাই সমভিব্যাহারে কত জায়গায় বেড়াতে গেছে আজও সুমন সে কথা ভাবে।

একদিন জলিল মিয়ার জীবনে নেমে এল বিনা মেঘে বজ্রপাত। জলিল মিয়া যথারীতি বগাবাজারস্থ একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে একটি ড্রেসিং টেবিল গাড়িতে চড়াল। তারপর শক্ত দড়ি দিয়ে তা বাঁধল। তারপর সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অশুভ সময়টি এল।

'দুয়ারে দাঁড়ায়ে গাড়ি ... যেতে নাহি দিব হায়, তবু যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়'।

জলিল মিয়ার অসুস্থ স্ত্রী ছাপড়া ঘরের উঠোনে এসে দাঁড়িয়ে সমূহ বিপদের আশঙ্কা করে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল, আইজ না গেলেই চলে না? গতকালই তো নবীনগর বাসস্ট্যান্ডে একটা পেট্রোল বোম ফুটছে। প্রত্যুত্তরে জলিল মিয়া স্ত্রীকে সাহস দিয়ে বলে, আল্লাহ ভরসা; আইজকাই মাল পৌঁছাইয়া দিতে অইব। সামনে মালিকের মেয়ের বিয়ার অনুষ্ঠান আছে। জলিলের কন্যা নূরি পিতাকে তাড়া দিয়ে বলল, বাজান আল্লাহর রহমতে কিছু অইব না। আজকাই বকরিডারে লইয়া আহো। বকরিডার জন্য যেন তার কোনো রকম তর সইছিল না। সে আবারও শেষ বারের মতো তার সবরকম আবদার রাখা চরম অনুগত একমাত্র বড়ো ভাইটিকে বলল, 'সুমন ভাইজান বকরিডার রং জানি লাল অয়! আমাগো আগের লাল বানুর মতো। জলিল মিয়ার ভ্যানগাড়ি যথারীতি মিরপুর বাজার রোডের দিকে এগিয়ে গেল। জলিল মিয়ার স্ত্রী জুলেখা বিবি ক্রমঅপসৃয়মাণ ভ্যানগাড়িতে সওয়ার তার স্বামী ও পুত্রের কল্যাণ কামনা করে দোয়াদরুদ পড়ল। সবকিছু পূর্বাপর ভালোই চলছিল। জলিল মিয়া যথারীতি ড্রেসিং টেবিলটি যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে মেয়ের বায়না রক্ষার্থে অনেক খোঁজাখুঁজির পর যথেষ্ট দামা দামী করে একটি অল্প বয়সি লাল বকরি কিনল। সুমন বিশ্বজয়ের অনুভূতি নিয়ে পরম যত্নে বকরিটিকে পদ্মাসনে বসিয়ে ভ্যানগাড়ির সামনে বসল। ভ্যানগাড়িতে বসে সুমন শশব্যস্ত প্রহর গুণছিল কখন তাদের ভ্যানগাড়ি পৌঁছাবে। নূরি বোধহয় লাল বকরিটা দেখতে পেয়ে যারপরনাই খুশি হয়ে আনন্দচিত্তে বলবে, মা দেখ সুমন ভাইজান তুমার লাল বকরি নিয়া আইছে।

জলিল মিয়ার ভ্যানগাড়ি বগাবাজারের উদ্দেশে যাত্রা করে আমিনবাজারে উঠে এল। আমিন বাজারে এসে জলিল মিয়া তার প্রায় খালি ভ্যানগাড়িতে আরো তিনজন নবীনগরগামী যাত্রী তুলে নিল। বইলাপুরে (বলিয়ারপুর) এসে দেখল বিরাট গাড়ির জ্যাম। প্রায় ঘণ্টা দুই কেটে গেল। ক্রমশ সন্ধ্যা নেমে এল। রাস্তা অন্ধকার হয়ে আসছে। বোধহয় অমাবস্যা চলছে। পশ্চিম দিগন্তের প্রান্তে অস্পষ্ট সূর্যাস্ত নেমে এল। হঠাৎ অশনি উল্কার মতো একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড আকস্মিক তার ভ্যানে এসে সশব্দে আঁচড়ে পড়ল। একটা ভয়াবহ আর্তচিৎকারের ডামাডোলে সকলের ভয়ার্ত কণ্ঠ হারিয়ে গেল।

জলিল মিয়া দেখল ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের বার্ন ইউনিটে জীবনমৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তার কলিজার ধন সুমন তার কোলে শুয়ে আছে। প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার ফলে সুমন অনেক কষ্টে কান্নাজড়িত কণ্ঠে সে তার পিতাকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বাজান আমি চোখে কিছু দেহি না, তুমি আমারে শক্ত কইরা ধইরা রাখো। আমি তোমাগো ছাইরা কুথাও যামু না! নূরিরে কইও ওর লাল বকরি আইনা দিছি। মায়েরে বকরির দুধ খাইতে দিও। মায় ভালো অইয়া উঠবো'!

অগ্নিদগ্ধ সুমনকে বার্ন ইউনিটের সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে চিকিৎসা দান করছেন অধ্যাপক মহোড় লাল সেন। কিন্তু তার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সুমন অজানা দেশে পাড়ি জমালো।

জলিল মিয়া সুমনের মুখে বহুবার একটি কবিতার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করতে শুনেছিল, তার কিছু কিছু আজো তার মনে আছে। সে শেষ বারের মতো আবারও একবার ভুলভাল উচ্চারণে অসম্পূর্ণ বাক্যে তার সদ্য প্রয়াত একমাত্র পুত্র সুমনের ভীষণ ভালোলাগা রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটি কাঁদ কাঁদ কণ্ঠে আবৃত্তি করল,

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী/ভয় নাই ওরে ভয় নাই/নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। সুমনের মা জুলেখা বিবি তার জীবদ্দশায় আর কোনোদিন কোনো ছাগলের দুগ্ধপান করেনি।

অপেক্ষায় থাকি

জাকির হোসেন চৌধুরী

রাসেলের জন্য অপেক্ষায় থাকি সারাক্ষণ
চৈতালি রোদের প্রহর যায় হিম হিম
রাসেল রাসেল বলে ডাকি অহর্নিশ
দিন যায় মাস ও বছর যায় তার অপেক্ষায়।

একজন রাসেল মানে জীবনের দীপ্ত জয়গান
একজন রাসেল মানে পতাকায় জনকের ছবি
একজন রাসেল মানে মায়ের হাতের পিঠাপুলি
একজন রাসেল মানে ঘুড়ি ওড়াবার দিন–সারাটা বিকেল।

একটি স্বপ্নের অবসান রাসেলের ছিন্নভিন্ন দেহ
রক্তাক্ত জমিন জুড়ে আমি প্রতিদিন খুঁজে ফিরি
কোথায় আছে সে আজ? দেশের মানচিত্রে নাকি স্বর্গলোকে
যেখানে থাক না কেন– সে থাকে বুকের গভীরে
থাকে সে অহর্নিশ কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জুড়ে।

স্বপ্নের ফেরিওয়ালা

কাজী দিনার সুলতানা বিন্তী

স্বপ্ন সাজাই স্বপ্ন বাজাই
স্বপ্ন করি ফেরি
কে আছে গো স্বপ্ন কেনার
আর করোনা দেরি।
স্বপ্নগুলো মুঠো মুঠো
স্বপ্নগুলো আলো
স্বপ্নগুলো আকাশছোঁয়া
থাকবে সবাই ভালো।
স্বপ্নগুলো আমার জন্য
স্বপ্নগুলো তোর
স্বপ্নগুলো তোমায় দিলাম
পিদিম নেভা ভোর।
একটা পিদিম বিশাল বড়ো
জ্বলল সকালবেলা
সেই পিদিমের নামটা সূর্য
সেই পিদিমেই খেলা।
খেলার কথা বলছি কেন?
জীবন খেলার ঘর
যে বুঝেছে সে-ই পেয়েছে
স্বপ্নে পাওয়া বর।

চেতনায় রাসেল

পারভীন আক্তার লাভলী

শেখ রাসেল একটি
শিশুর নাম,
শেখ রাসেল একটি
প্রেরণার নাম,
শেখ রাসেল একটি
মৃত্যুঞ্জয়ী রাজপুত্রের নাম,
শেখ রাসেল একটি
ধ্রুবতারার নাম,
হৃদয়ের মধ্যেখানে
যার নাম লিখলাম
শেখ রাসেল!
বঙ্গকন্যার নয়নমণির নাম,
শেখ রাসেল!
শোক ও শক্তির
ইতিহাস লেখার নাম
শেখ রাসেল!
একটি বিস্ময়কর শিশুর নাম।

অতঃপর

অঞ্জনা সাহা

অতঃপর শেষ থেকে শুরু করি আবার।
মানুষের পাশে এসে দাঁড়াবে মানুষই।
না হোক প্রথম শিহরণের মতো অনবদ্য কিছু;
তবু অভিনব আলোর তীব্র আলোড়নে
উৎসমুখ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসুক
অকস্মাৎ চাঁদ- জ্যোৎস্নার ফিনিক্স প্লাবন!
ভেসে যাক সব অপূর্ণতার তীব্র এই গ্লানি।
বনপলাশের পদাবলির উন্মাতাল সুরে সুরে
বেজে উঠুক ফেনা-শুভ্র পরিদের রাতুল নূপুর।

আমার মন কেমন করে মনই তা জানে

সাদিয়া সুলতানা

আমি যে ভালো আছি
আমি ছাড়া কে তা জানে?
সকলেই বলে গেছে!
চুল পেকেছে, হারিয়েছে ত্বকের লাবণ্য
চঞ্চুর গোলাপি আভা ম্লান
হতে হতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা।
আমি বলি এই আমি ভালো আছি
আমি ছাড়া কে তা জানে, তুমি শুধু
চোখের লাবণ্য ধর চোখের আয়নায়,
বল– 'তুমি কী' মনই তা জানে।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ৬ই অক্টোবর ২০১৮ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশ গড়তে তরুণ গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, গ্র্যাজুয়েটদেরকে সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের আদর্শ ধারণ করতে হবে। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার বা ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের আপোশ করা যাবে না। সব সময় বিবেককে জাগ্রত রাখতে হবে। মাতৃভূমি ও খেটে খাওয়া মানুষের জন্য কাজ করতে হবে। ৬ই অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫১তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। এ সময় রাষ্ট্রপতি দেশ গড়ার কাজে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য গ্র্যাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, গ্র্যাজুয়েটরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও নানা ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। তাই দেশের দ্রুত উন্নয়নে তাদের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক বেশি। এবারের সমাবর্তনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১ হাজার ১১১ জন গ্র্যাজুয়েট অংশ নেন।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায় অষ্টগ্রাম সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় খেলার মাঠে বিভিন্ন নির্মাণ কাজের উদ্‌বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন–পিআইডি

কিশোরগঞ্জে পাঁচ দিনের সফরে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৪শে সেপ্টেম্বর কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায় এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় তিনি অষ্টগ্রাম উপজেলায় সম্প্রসারণ ভবনসহ ৮টি উন্নয়ন কাজের ফলক উন্মোচন করেন। পাঁচ দিনের সফরে অষ্টগ্রাম ছাড়াও ইটনা, মিঠামইন উপজেলায় আয়োজিত জনসভায় যোগদেন রাষ্ট্রপতি। এসময় তিনি ইটনা, মিঠামইন উপজেলায় বেশকিছু স্থাপনাসহ একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ সরেজমিন পরিদর্শন ও উদ্‌বোধন করেন।

উচ্চশিক্ষা যাতে সার্টিফিকেট সর্বস্ব না হয়

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকা এবং এগিয়ে চলার বিষয়টি মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে। পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার মান নিয়ে কেউ যাতে প্রশ্ন তুলতে না পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে। উচ্চশিক্ষা যাতে সার্টিফিকেট সর্বস্ব না হয় কিংবা শিক্ষা যাতে বাণিজ্যিক পণ্যে পরিণত না হয় তা দেশ ও জাতির স্বার্থে সম্মিলিতভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া দেশ গঠনে যুব সমাজের শক্তিকে কাজে লাগানোর আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। ২৯শে সেপ্টেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ও রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ এসব কথা বলেন।

সমাবর্তনে অংশগ্রহণ করা গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, সবসময় নৈতিক মূল্যবোধ, বিবেক ও দেশপ্রেম জাগ্রত রাখবে। কখনো অন্যায় ও অসত্যের কাছে মাথা নত করবে না। মনে রাখতে হবে সমাবর্তন শিক্ষার সমাপ্তি ঘোষণা করছে না বরং উচ্চতর জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের দ্বার উন্মোচন হয়েছে। তোমরা সেই জ্ঞান রাজ্যে অবগাহন করে বিশ্বকে আরো সমৃদ্ধ করবে। সমাবর্তন অনুষ্ঠান শুরুর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'দেশরত্ন শেখ হাসিনা' ও 'শহীদ এএইচএম কামারুজ্জামান' নামের দুটি অত্যাধুনিক আবাসিক হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাষ্ট্রপতি। এছাড়া বাংলা সাহিত্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদান রাখায় প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক ও সেলিনা হোসেনকে ডিলিট ডিগ্রি প্রদান করেন রাষ্ট্রপতি।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে কোটা বাতিল অনুমোদন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ৩রা অক্টোবর তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে কোটা পদ্ধতি বাতিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরফলে এখন থেকে সরকারি চাকরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পদে শতভাগ মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে।

চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশব্যাপী চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এই উন্নয়ন মেলার মধ্য দিয়ে সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়ন হয়েছে এবং আরো কী উন্নয়ন হতে পারে, তরুণ প্রজন্মকে সেই ধারণা জানানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ মেলায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং সংস্থার স্টলে সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হয়।

সারাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭ই অক্টোবর গণভবনে চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ)-এর চিকিৎসক সম্মিলন-১৮ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শুধু রাজধানী নয়, সারাদেশের মানুষের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করতে চিকিৎসকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি তৃণমূলে চিকিৎসকদের আবাসন সমস্যার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর সরকার প্রতিটি উপজেলায় বহুতল বিশিষ্ট ফ্ল্যাট তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে উল্লেখ করেন।

বরিশালে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের ঘোষণা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন এবং বরিশালে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করার ঘোষণা দেন।

সমুদ্র সম্পদ কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই অক্টোবর রাজধানীর এয়ারপোর্ট রোডে লা মেরিডিয়ান হোটেলে 'দ্বিতীয় সাউথ এশিয়া মেরিটাইম অ্যান্ড লজিস্টিক ফোরাম ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, নৌপরিবহণ খাতে দক্ষিণ এশিয়ায় রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। এ খাতকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের জনগণের ব্যাপক আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন প্রধানমন্ত্রী।

সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে দায়িত্ব পালনের আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১০ই অক্টোবর তাঁর কার্যালয়ে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল মালিকদের সংগঠন অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট টেলিভিশন চ্যানেল ওনার্সের নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। পাশাপাশি আমরা দেশকে যে-কোনো অপশক্তির কবল থেকে দূরে রাখতে চাই'। এলক্ষ্যে তিনি বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোকে মুনাফার পাশাপাশি সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা শিক্ষামূলক সম্প্রচারে মনোনিবেশ করার আহ্বান জানান। এসব অনুষ্ঠান বেশি বেশি সম্প্রচার করা হলে মানুষের নানা বদ অভ্যাসেরও পরিবর্তন আসতে পারে বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা অক্টোবর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলার উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রীর সৌদি আরব সফর

সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদের আমন্ত্রণে দ্বিপক্ষীয় সফরের অংশ হিসেবে চারদিনের সফরে ১৬ই অক্টোবর রিয়াদ পৌঁছেন। সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত গোলাম মসিহ, রিয়াদের গভর্নর ও দূতাবাস কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। ১৭ই অক্টোবর রিয়াদের রাজপ্রাসাদে বাদশাহ সালমানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে সৌদি বাদশা বাংলাদেশের চলমান উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এ সফরে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই অক্টোবর ২০১৮ সৌদি রাজপ্রাসাদে সৌদি বাদশাহ সালমান বিন আবদুল আজিজ আল সউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন–পিআইডি

মধ্যে শিল্প ও বিদ্যুৎ খাতে সহযোগিতা সংক্রান্ত ৫টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর হয়। প্রধানমন্ত্রী রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের নিজস্ব জায়গায় এবং নিজস্ব অর্থে নবনির্মিত চ্যান্সেরি ভবন উদ্‌বোধন করেন। পরে তিনি মধ্যাহ্নভোজে যোগ দেন। সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান বিন আবদুল আজিজের সঙ্গে বৈঠক করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী সৌদি চেম্বার ও রিয়াদ চেম্বার অব কমার্স-এর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থে সৌদি উদ্যোক্তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান এবং এ ব্যাপারে তাঁর সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে আশ্বাস দেন। তিনি এ সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ বজায় থাকা এবং অত্যন্ত আকর্ষণীয় প্রণোদনার সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে অধিক হারে মুনাফা নিয়ে দেশে ফেরার আহ্বান জানান। প্রধানমন্ত্রী মদিনায় মসজিদে নববিতে মহানবি হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর রওজা মোবারক জিয়ারত করেন। জিয়ারত শেষে ১৮ই অক্টোবর সকালে জেদ্দার উদ্দেশ্যে মদিনা ত্যাগ করেন। তিনি জেদ্দায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ওমরাহ পালনের জন্য রাতে তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে যান। সফর ও ওমরাহ পালন শেষে তিনি দেশে ফেরেন ২০ অক্টোবর।

২০ জেলায় ৩৩ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১১ই অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের ২০ জেলায় ৩৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী এসব প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যত্নবান হওয়ার আহ্বান জানান। পরে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মাদারিপুর, কুমিল্লা, নওগাঁ, ময়মনসিংহ এবং গাজীপুরে সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগীদের সঙ্গে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

যুব সমাজকে দেশের উন্নয়নে তাদের মেধা ও মননকে কাজে লাগানোর আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১শে অক্টোবর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী যুব সমাজের কাছে দেশের উন্নয়নে তাদের মেধা ও মনন কাজে লাগানোর এবং নতুন নতুন চিন্তাভাবনা করে দেশকে দ্রুত উন্নত করে গড়ে তোলার আহ্বান জানান। তিনি অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে চার জেলার সঙ্গে সংযুক্ত থেকে উপজেলা পর্যায়ে ৬৬টি শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম, ছয় জেলায় যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি)-এর সিনথেটিক টার্ফসমৃদ্ধ মাল্টিস্পোর্টস কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন করেন। এ সময় তিনি স্থানীয় জনসাধারণ ও উপকারভোগীদের সঙ্গেও মতবিনিময় করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ও ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ই অক্টোবর টিকাটুলির রামকৃষ্ণ মিশন ও লালবাগে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দিরে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৫ই অক্টোবর ২০১৮ শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনকালে মন্দিরের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানানো হয়–পিআইডি

মণ্ডপ পরিদর্শনকালে প্রধানমন্ত্রী দেশের হিন্দু সম্প্রদায়কে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা জানান এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনে বাংলাদেশ বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবাই যার যার অধিকার নিয়ে বসবাস করছে। যে যার ধর্ম স্বাধীনভাবে উৎসবের সঙ্গে পালন করবে।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

টেকসই উন্নয়নে প্রয়োজন তথ্য অধিকারের প্রয়োগ

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন করতে হলে তথ্য অধিকারের প্রয়োগ ঘটাতে হবে। এতে করে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম যেমন শক্তিশালী হবে, তেমনি জনগণও হবে তথ্যসমৃদ্ধ। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির সংগীত ও নৃত্যকলা মিলনায়তনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন। এছাড়া তথ্য পাওয়ার অধিকার একদিকে জনগণের জন্য অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত করে অপরদিকে রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সম্পর্ককে নিবিড় করে তোলে। এ অধিকার যেমন তথ্য ও জ্ঞানের বিস্তার ঘটায় তেমনি গুজব, উস্কানি, মিথ্যাচার প্রভৃতি অপতথ্যের বিস্তার রোধ করে বলে উল্লেখ করেন তথ্যমন্ত্রী।

গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম রক্ষার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম রক্ষার জন্য। এ আইন সাংবাদিকদের অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না। ৩রা অক্টোবর রাজধানীর গণগ্রন্থাগারের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে *দৈনিক বাংলার ডাক* পত্রিকার দশম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশে গণতন্ত্র, শান্তি ও সুশাসন বজায় রাখা আর জঙ্গিবাদ এবং সাইবার অপরাধ দমনের জন্য, গণমাধ্যমকে সংকুচিক করার জন্য নয়।

আরো ঘনিষ্ঠ হবে বাংলাদেশ-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হবে। ৯ই অক্টোবর সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার কানবার হোসেইন বোরের সাথে বৈঠককালে একথা বলেন তিনি। বৈঠকে তথ্যমন্ত্রী আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের যুগান্তকারী প্রসার, দেশের বিস্ময়কর উন্নয়ন অগ্রযাত্রা, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনসহ বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। এসময় তিনি যুক্তরাজ্যকে বাংলাদেশের উন্নয়নের একান্ত সহযোগী হিসেবেও উল্লেখ করেন।

যুক্তরাজ্যের ভারপ্রাপ্ত হাইকমিশনার সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের প্রশংসা করেন এবং প্রণীত সকল আইন ও বিধি জনকল্যাণে প্রয়োগ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। যুক্তরাজ্য হাইকমিশনারের রাজনৈতিক বিশ্লেষক এজাজুর রহমান ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮ আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে র‍্যালিতে তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু–পিআইডি

গুজব অবহিতকরণ সেল গঠিত

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব শনাক্ত করা এবং এ বিষয়ে জনগণকে সঠিক তথ্য দিতে গুজব অবহিতকরণ সেল গঠন করেছে সরকার। তথ্য অধিদফতরে এ সেল গঠন করা হয়েছে। চলতি মাসেই এ সেলের কাজ শুরু হবে। ৯ই অক্টোবর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়ানো গুজব শনাক্ত করতে গঠিত সেল কীভাবে কাজ করবে এলক্ষ্যে 'গুজব অবহিতকরণ সেল'-এর কার্যক্রম নির্ধারণ ও সহযোগিতা বিষয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বক্তৃতাকালে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ৯ই অক্টোবর ২০১৮ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে ডিজিটাল মনিটরিং সেল বিষয়ক সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

তথ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, এ সেলের কাজ হবে কোনটি গুজব সেটা শনাক্ত করে মিডিয়াকে জানানো। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কেন্দ্র করে একটি চক্র প্রতিনিয়ত গুজবের কনটেন্ট ডেভেলপ করে সরকারবিরোধী প্রচারণার জন্য সক্রিয় রয়েছে। গুজবের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট, একসেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রোগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছে। তথ্য মন্ত্রণালয়কেও এ বিষয়ে সম্পৃক্ত হতে হবে। তথ্য মন্ত্রণালয় কনটেন্ট ডেভেলপ বা কোনোকিছু প্রচার করবে না, শুধু প্রকৃত তথ্য সরবরাহ করবে। মন্ত্রণালয় গুজব শনাক্ত করতে চায় এবং সে সম্পর্কে জনগণকে দ্রুততার সঙ্গে জানাতে চায়। সভায় তথ্য সচিব আবদুল মালেক, প্রধান তথ্য অফিসার কামরুন নাহার, তথ্য মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও সংস্থার প্রধানসহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস

১লা অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদায় পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় প্রবীণদের স্মরণ পরম শ্রদ্ধায়'।

বিশ্ব বসতি দিবস

■ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব বসতি দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'পৌর এলাকার কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা'।

জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস

২রা অক্টোবর: 'সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে উৎপাদনশীলতা'– এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশব্যাপী পালিত হয় 'জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস'।

একনেক বৈঠক

■ এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক বৈঠকে কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার প্রকল্পসহ মোট ১৫টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

উন্নয়ন মেলা

৪ঠা অক্টোবর: 'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ'– এই প্রতিপাদ্য নিয়ে দেশের সব জেলা ও উপজেলায় অনুষ্ঠিত হয় 'চতুর্থ উন্নয়ন মেলা ২০১৮'। গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনদিনব্যাপী এ মেলার উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস

৫ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি বেসরকারিভাবে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব শিক্ষক দিবস'। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিল– 'শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতে চাই যোগ্য শিক্ষকের অধিকার প্রতিষ্ঠা'।

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ

৭ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপন করে 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল, 'গড়তে শিশুর ভবিষ্যৎ, স্কুল হবে নিরাপদ'।

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস

■ বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস'। এবার দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'থাকলে কন্যা সুরক্ষিত, দেশ হবে আলোকিত'।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন-এর খসড়া অনুমোদন

৮ই অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকে 'মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮'-এর খসড়া নীতিগত অনুমোদন লাভ করে।

একনেক বৈঠক

৯ই অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে ৩২ হাজার ৫২৫ কোটি টাকার ২০ প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস

১০ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য'।

স্তন ক্যানসার সচেতনতা দিবস

■ সারাদেশে বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'স্তন ক্যান্সার সচেতনতা দিবস'।

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস

১৩ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই অক্টোবর ২০১৮ শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)-এর সভায় সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'কমাতে হলে সম্পদের ক্ষতি, বাড়াতে হবে দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি'।

বিশ্ব মান দিবস

১৪ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব মান দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক মান'।

সম্প্রচার আইন অনুমোদন

১৫ই অক্টোবর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে 'সম্প্রচার আইন-২০১৮'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়।

বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস

■ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব সাদাছড়ি নিরাপত্তা দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'স্বনির্ভর চলাই সাদাছড়ি নিরাপত্তার প্রতীক'।

বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস

■ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব হাত ধোয়া দিবস'।

আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস

■ অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'পারিবারিক আয়ে নারীর অধিকারভিত্তিক ন্যায্যতা নিশ্চিত কর'।

বিশ্ব খাদ্য দিবস

১৬ই অক্টোবর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'বিশ্ব খাদ্য দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'কর্ম গড়ে ভবিষ্যৎ, কর্মই গড়বে ২০৩০-এ ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব'।

শারদীয় দুর্গোৎসব

১৯শে অক্টোবর: ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা আর সর্বস্তরের মানুষের উৎসব-আনন্দে শেষ হয় 'শারদীয়-দুর্গোৎসব'।

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস

২২শে অক্টোবর: সারাদেশে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'আইন মেনে চলব, নিরাপদ সড়ক গড়ব'।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হলো বাংলাদেশ

জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছে বাংলাদেশ। ১২ই অক্টোবর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের ৭৩তম সাধারণ অধিবেশনের সদস্যরা এই নির্বাচনে অংশ নেয়। ন্যূনতম ৯৭ ভোট পেলেই সংস্থাটির সদস্য হওয়া যায়, সেখানে বাংলাদেশ পেয়েছে ১৭৮ ভোট।

জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বাংলাদেশের প্রতিনিধি

১লা জানুয়ারি থেকে তিন বছরের জন্য (২০১৯-২০২১) দায়িত্ব পালন করবে নির্বাচিত দেশগুলো। জেনেভাভিত্তিক এই সংস্থা সারাবিশ্বের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করে। এই

নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানবাধিকারের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি মিলল বলে মনে করেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন। তিনি বলেন, 'বিশেষ করে রোহিঙ্গা রিফিউজিদের আশ্রয় দেওয়ার পর তাদের দেখভালের দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশের ভূমিকার ইতিবাচক এই প্রতিফলন ঘটল।

লন্ডনে বাংলাদেশের উন্নয়ন মেলা ২০১৮ উদ্‌যাপন

'উন্নয়নের অভিযাত্রায় অদম্য বাংলাদেশ' স্লোগানে লন্ডনের বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে ৭ই অক্টোবর পূর্ব লন্ডনের ইম্প্রেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮। এ মেলায় ব্রিটেনে বসবাসকারী বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বাঙালিদের বিপুল উপস্থিতি ঘটে। মেলায় ছিল সারিবাঁধা বইয়ের স্টল। স্টলগুলোতে ছিল বাংলাদেশের ইতিহাস সমৃদ্ধ বই, মুক্তিযুদ্ধের বই, যুক্তরাজ্যভিত্তিক গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান স্টাডি সার্কেলের প্রকাশনা 'উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ'- এর প্রথম খণ্ড, গত ৯ বছরের বাংলাদেশের উন্নয়নসমূহের লিফলেট, ম্যাগাজিন ও ছবি। এছাড়া মেলায় ছিল বাংলাদেশ হাই কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত সেবসমূহের তথ্য এবং বিভিন্ন কর্ম।

মেলার প্রথম ভাগে বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন ও সাফল্য তুলে ধরে স্বাগত বক্তব্য দেন লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনার নাজমুল কাওনাইন। এরপর প্রদর্শিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গত ৯ বছরে বাংলাদেশের উন্নয়ন, নতুন নতুন উদ্ভাবন, বিশ্ব দরবারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রাপ্তি ও সম্মান এবং উন্নয়নের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে তথ্যভিত্তিক সচিত্র পরিবেশনা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য তুলে ধরেন।

রোহিঙ্গা সহায়তার পুরো অর্থসংস্থান করবে বিশ্বব্যাংক

রোহিঙ্গাদের ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় সকল অর্থ দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে বিশ্বব্যাংক– একথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের ওয়েস্টিন হোটেলে আইএমএফের সম্মেলনের চতুর্থ দিন ১৩ই অক্টোবর বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্ট জিম ইয়ং কিম এ আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, অসহায় এই মানুষগুলোর সহায়তার জন্য যে খরচ হবে, এর ব্যবস্থা বিশ্বব্যাংক করবে। বাংলাদেশ সরকারের কোনো অর্থ খরচের প্রয়োজন হবে না।

অর্থায়নের জন্য সুইডেন, জার্মানি, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে বিশ্বব্যাংকের আলোচনা হয়েছে বলে অর্থমন্ত্রী জানান। তিনি বলেন, কানাডা ইতোমধ্যে কিছু অর্থ দিয়েছে।

জলবায়ু অভিযোজনে বিশ্বে রোল মডেল বাংলাদেশ

বৈশ্বিক জলবায়ু অভিযোজনে বাংলাদেশের জোরালো এবং উদ্ভাবনাময় ভূমিকার জন্য জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব বান কি মুন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভূয়সী প্রশংসা করেন। বান কি মুন বলেন, বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও সাহসী এবং দূরদর্শী পদক্ষেপের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় নানাবিধ দৃষ্টান্তমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করে সারাবিশ্বে রোল মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতিসংঘের ৮ম মহাসচিব বান কি মুন নেদারল্যান্ডসে গ্লোবাল কমিশন অন অ্যাডাপটেশন (জিসিএ)-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে এ মন্তব্য করেন। ১৭ই অক্টোবর ঢাকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।

ছাগল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ বাংলাদেশ

ছাগল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। জাতিসংঘের ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগনাইজেশন (এফএও) ও আন্তর্জাতিক আনবিক শক্তির মূল্যায়নে বাংলাদেশের ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট বিশ্বের অন্যতম সেরা জাত বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বে যে পাঁচটি দেশে দ্রুত হারে ছাগল উৎপাদন বাড়ছে বাংলাদেশ তার অন্যতম। একসময় খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও আশপাশের চার জেলায় ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন ছিল বেশি। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের প্রায় প্রতিটি জেলায় ব্ল্যাক বেঙ্গলের উৎপাদন বেড়েছে।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

দশ বছরে খাদ্য মজুত সর্বাধিক

সাম্প্রতিক বছরগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরে খাদ্যের মজুত সবচেয়ে বেশি। খাদ্য অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, ১লা অক্টোবর পর্যন্ত খাদ্য মজুতের পরিমাণ ১৬ লাখ ২৯ হাজার ৬১৮ মেট্রিক টন। যার মধ্যে চালের পরিমাণ ১৩ লাখ ৯০ হাজার ১২৪ মেট্রিক টন এবং গমের পরিমাণ ৪ লাখ ৬৮ হাজার ১৩৪ মেট্রিক টন। এ মজুত গত ১০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এবার বোরো মৌসুমে সরকারিভাবে ধান-চাল সংগ্রহের হার শতভাগ। গত বছরের চেয়ে এ বছর মজুতের পরিমাণ ছিল ৪ গুণ বেশি। দেশে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে সরকারকে বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানি করতে হবে না।

দেশীয় জাহাজে পণ্য পরিবহণ বাধ্যতামূলক

সমুদ্রপথে ৫০ শতাংশ পণ্য দেশীয় জাহাজে পরিবহণ করতে হবে। প্রস্তাবিত 'বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ (সংরক্ষণ) আইন ২০১৮'-এর খসড়ায় এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। দেশের জাহাজ শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়ার লক্ষ্যে বিষয়টি এ আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে। জানা যায়, ১৯৮২ সালে প্রণীত অধ্যাদেশ অনুযায়ী ৪০ শতাংশ পণ্য দেশীয় জাহাজের পরিবহণের বিধান থাকলেও এখন থেকে তা হবে ৫০ শতাংশ। যেহেতু আমদানি-রপ্তানির বেশিরভাগ হয় সমুদ্রপথে। তাই সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আকাশপথে নিরাপত্তায় দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ শীর্ষে

আকাশপথে নিরাপত্তা সূচকে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ। এর পুরস্কারস্বরূপ অর্জন করেছে 'আইকা কাউন্সিল প্রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড'। কানাডার মন্ট্রিলে আইকা সদর দপ্তরে ১৩তম এয়ার নেভিগেশন কনফারেন্সে ৯ই অক্টোবর বাংলাদেশকে এ সনদ দেওয়া হয়। এ সনদ অর্জন মূলত আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নতির স্বীকৃতি।

খুরা রোগের টিকা উদ্ভাবন

অধ্যাপক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে ১৭ জন বিজ্ঞানী গবাদিপশুর খুরা রোগের নতুন ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা উদ্ভাবন করেন। নতুন উদ্ভাবিত টিকা প্রাণীর প্রটেকটিভ লেভেলের চেয়ে বেশি অ্যান্টিবডি ও ভাইরাস আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম। রাজধানীর মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অণুজীববিজ্ঞান বিভাগের গবাদিপশুর খুরা রোগ প্রতিরোধে উদ্ভাবিত ভ্যাকসিন সম্পর্কে এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, খুরা রোগের কারণে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই অক্টোবর ২০১৮ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে নবনির্মিত পরিচ্ছন্নকর্মী নিবাস উদ্‌বোধন শেষে মতবিনিময় করেন–পিআইডি

বাংলাদেশে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ১২৫ মিলিয়ন ডলার। এ টিকা আবিষ্কার দেশের প্রাণিসম্পদ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

হরিজনদের জন্য ফ্ল্যাট

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৮ই অক্টোবর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে রাজধানীর দয়াগঞ্জ ও সিটি কলোনিতে নবনির্মিত হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য ৪টি আধুনিক ভবন উদ্‌বোধন করেন। ৩৪৫টি পরিবারের মধ্যে এ সকল ফ্ল্যাট বণ্টন করা হবে।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ পাস

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ কয়েকটি ধারা বাতিল করে ২৯শে জানুয়ারি সংসদে পাস হয়েছে নতুন 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮'। ১৯শে সেপ্টেম্বর সংসদে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার আইনটি পাসের প্রস্তাব করেন এবং এটি কণ্ঠভোটে পাস হয়। এর আগে বিলের ওপর দেওয়া জনমত যাচাই-বাছাই কমিটিতে পাঠানো এবং

সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর নিষ্পত্তি করা হয়। ২৯শে জানুয়ারি এই আইনটির খসড়ার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা। এরপর ৯ই এপ্রিল তা সংসদে উত্থাপন করেন মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার। বিলের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, সাইবার তথা ডিজিটাল অপরাধের কবল থেকে রাষ্ট্র এবং জনগণের জানমাল এবং সম্পদের নিরাপত্তা বিধান এই আইনের অন্যতম লক্ষ্য। সংসদীয় কমিটির সুপারিশে এই আইনের প্রয়োগ সংক্রান্ত বিধানের শর্তাংশ যুক্ত করে বলা হয়েছে– 'তবে শর্ত থাকে যে, তথ্য অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে'।

অ্যাপিকটায় চ্যাম্পিয়নসহ ৬টি পুরস্কার পেল বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তির অন্যতম বড়ো আসর অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডসে ১টি ক্যাটাগরিতে চ্যাম্পিয়নসহ ৬টি পুরস্কার জিতেছে বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন ছাড়াও অন্য ক্যাটাগরির ৫টি পুরস্কার এসেছে মেরিট থেকে। ১৩ই অক্টোবর চীনের গুয়াংজুতে অনুষ্ঠিত অ্যাপিকটা অ্যাওয়ার্ডস ২০১৮ আয়োজনের শেষ দিনে বিভিন্ন দেশ থেকে নির্বাচিত হয়ে যাওয়া উদ্যোগগুলোর প্রতিযোগিতা হয়। প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ও মেরিট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। চীনের গুয়াংজুতে ৯ই অক্টোবর থেকে শুরু হয় এই আয়োজন। সেখানে বিভিন্ন দেশের ২০৫টি উদ্যোগ অংশ নেয়। অ্যাপিকটায় বাংলাদেশ থেকেও অংশ নিয়েছে ২৭টি উদ্যোগ। বেসিস সভাপতি সৈয়দ আলমাস কবীরের নেতৃত্বে বেসিস নেতারাসহ ৮১ সদস্যস্যের একটি প্রতিনিধিদল অংশ নেয় এই আয়োজনে। বাংলাদেশের হয়ে সিনিয়র স্টুডেন্ট প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে একমাত্র চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের ফিড এম উদ্যোগ। এছাড়াও মেরিট পুরস্কার জিতেছে স্টার্ট আপ অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতে সেন্ট জোসেফ হাইস্কুলের প্রজেক্ট সবজান্তা, ইঞ্জিনিয়ারিং সলিউশনে ফসলি, ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড ট্রান্সপোর্টে যান্ত্রিক, ইনক্লুশন ও কমিউনিটি সার্ভিস ক্যাটাগরিতে এক সেবা।

সরকার প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা বিস্তারে কাজ করছে

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক বলেন, বর্তমান সরকার শুধু শিক্ষার উন্নয়নে নয় প্রযুক্তিনির্ভর যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেও কাজ করছে। বিশ্বমানের এই শিক্ষাগ্রহণ করে এদেশের শিক্ষার্থীদের যে-কোনো প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হওয়ার সক্ষমতা তৈরি হবে। ১৪ই অক্টোবর নাটোরের সিংড়া গোল-ই-আফরোজ সরকারি কলেজে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

৩ কলেজ ও ১৯ স্কুল সরকারিকরণ

দেশের আরো ৩টি কলেজ ও ১৯টি স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে। ১১ই অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত পৃথক দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০১৮- এর আলোকে কলেজগুলো সরকারি করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ২০শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলন ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষকবৃন্দ শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করেন–পিআইডি

সম্মেলনে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী 'সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সবাইকে কাজ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'বাংলাদেশকে জঙ্গি-সন্ত্রাসমুক্ত করতে হবে। এটা শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে হবে না। শিক্ষক, অভিভাবক সবাইকে মিলে সমাজের দায়িত্ব নিতে হবে। ছেলেমেয়েরা কার সঙ্গে মিশছে, কোথায় গেল, পড়াশোনায় মনোযোগী কি-না তা কিন্তু বাবা-মাকেই দেখতে হবে। শিক্ষকদের দায়িত্ব নিতে হবে এবং এ কাজে ইমাম-মুয়াজ্জিনদেরও সম্পৃক্ত করতে হবে।' তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের কলেবর বৃদ্ধি না করে আরো নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় করে দেওয়ার আশ্বাস দেন, যাতে প্রতিটি এলাকায় ছেলেমেয়েরা নিজেদের ঘরে বসে পড়াশোনা করতে পারে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের কথা তুলে ধরেন এবং ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি পার্থিব শিক্ষার মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাও যেন মানুষের মতো মানুষ হয়ে নিজেদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলে সে আহ্বান জানান।

ইউনিকোড বই পড়ার মোবাইল অ্যাপস উদ্‌বোধন

দেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৫ শতাধিক দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। এসব শিক্ষার্থীদের শিক্ষা লাভের সুবিধার্থে ইউনিকোড বই এবং ডকুমেন্ট পড়ার জন্য বাংলা ডকরিডার নামে একটি মোবাইল অ্যাপস তৈরি করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বাংলা ইংরেজি বই বা ডকুমেন্ট শব্দ, লাইন, প্যারা ও পেজ ভিত্তিতে সহজে পড়া কিংবা শোনা যাবে। ২৯শে সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবে এই মোবাইল অ্যাপ উদ্‌বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। অনুষ্ঠানটির আয়োজন করে ইনোভেশন গ্যারেজ লিমিটেড এবং ভিজুয়াল ইমপোর্ট এডুকেশন অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন। উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামান বলেন, যে-কোনো বইকে ইউনিকোডে রূপান্তরিত করতে হবে যাতে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা ভালো করতে পারে। তিনি আরো বলেন, বর্তমান সরকার প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০৩০ সালে এসডিজি'র লক্ষ্য অর্জন, ২০৪১ সালে উন্নত দেশের কাতারে যাওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। সেজন্য সবার মতো করে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে বলে উল্লেখ করেন উপাচার্য ড. আখতারুজ্জামান।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

নেদারল্যান্ডসে পণ্য পাঠাতে চুক্তি

নেদারল্যান্ডসের জনপ্রিয় চেইন শপ অ্যাঞ্জেল ফরেন ফুড গ্রুপের সঙ্গে পণ্য রপ্তানির চুক্তি করেছে প্রাণ গ্রুপ। চুক্তির আওতায় অ্যাঞ্জেল ফরেন ফুড আগামী এক বছরে প্রাণের কাছ থেকে ৫০ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য কিনবে। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ৪২ কোটি টাকার সমান। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে রয়েছে নুডল্‌স, বিভিন্ন ধরনের জুস ও কনফেকশনারি সামগ্রী। রাজধানীর প্রগতি সরণির

প্রাণ-আরএফএল সেন্টারে ২২শে সেপ্টেম্বর দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এ বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়।

২০১৭ সালে প্রাণ নেদারল্যান্ডসে পণ্য রপ্তানি শুরু করে। এবার প্রথমবারের মতো অ্যাঞ্জেল ফরেন ফুড প্রাণের কাছ থেকে ঘৃতকুমারী বা অ্যালোভেরা জুস ক্রয় করবে। এ জুস নেদারল্যান্ডস ছাড়াও জার্মানি, ফ্রান্স ও পোল্যান্ডের বিভিন্ন খ্যাতনামা সুপার শপের প্রায় ৫০০টি বিক্রয়কেন্দ্রে পাওয়া যাবে।

চালুর পথে পাঁচ কারখানা

শিগগিরই দেশে চালু হচ্ছে পাঁচটি মোটরসাইকেল কারখানা। ডিসেম্বর ও আগামী বছরের জানুয়ারি নাগাদ এসব কারখানায় উৎপাদিত মোটরসাইকেল বাজারে আসতে পারে। দেশে ভারতীয় বাজাজ ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল উৎপাদনের কারখানা করছে উত্তরা মোটরস। জাপানের হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল কারখানা করছে বাংলাদেশ হোন্ডা লিমিটেড। এছাড়া ভারতীয় টিভিএস, মাহিন্দ্রা ও চীনা কিওয়ে ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল উৎপাদনের কারখানাও করা হচ্ছে দেশে।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সঙ্গে দেখা করে ১০ই অক্টোবর মোটরসাইকেল শিল্প খাতের উদ্যোক্তারা কারখানা করার এ তথ্য জানান। এ সময় তারা আরো জানান এসব কারখানা ছয় মাসের মধ্যে উৎপাদনে যাবে।

বাজাজের পরিবেশক উত্তরা মোটরস ট্রান্স এশিয়া ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড নামে সাভারে নতুন কারখানা করছে। টিভিএস-এর কারখানা হচ্ছে ময়মনসিংহের ভালুকায়। হোন্ডা মোটর করপোরেশন মুন্সিগঞ্জে আবদুল মোমেন ইকোনমিক জোনে নতুন কারখানা করছে।

গরু-মহিষের শিং ও হাড়ের তৈরি বোতাম যাচ্ছে বিদেশে

গরু-মহিষের শিং ও হাড় এখন আর ফেলনা নয়। নীলফামারি সৈয়দপুরে গরু-মহিষের শিং প্রক্রিয়াজাত করে বাহারি ডিজাইন বা নকশায় তৈরি করা হচ্ছে উন্নতমানের বোতাম, যা দেখতে আকর্ষণীয় এবং টেকেও অনেক দিন। এ ধরনের বোতাম রপ্তানি হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

অ্যাগ্রো রিসোর্স কোম্পানি লিমিটেড নামের একটি কোম্পানি এই বোতাম তৈরি ও রপ্তানি করে। বর্তমানে কোম্পানিটির তিনটি কারখানা আছে। এজন্য কোম্পানিটি মোট বিনিয়োগ করেছে ৩২ কোটি টাকা। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে বছরে ২০ কোটি টাকার বোতাম রপ্তানি করে। রপ্তানি হয় জার্মানি, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চীন, হংকং প্রভৃতি দেশে।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশের প্রথম নারী মেজর জেনারেল সুসানে

দেশে সশস্ত্রবাহিনীর ইতিহাসে প্রথমবারের মতো নারী মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পেয়েছেন সুসানে গীতি। ৩০শে সেপ্টেম্বর সেনা সদর দপ্তরে সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তাঁকে র‍্যাঙ্ক ব্যাজ পরিয়ে দেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও কোয়াটার মাস্টার জেনারেল লেফটেন্যান্ট মো. শামছুল হক।

সুসানে গীতি ১৯৮৫ সালে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। ১৯৮৬ সালে সেনাবাহিনীতে চিকিৎসক হিসেবে ক্যাপ্টেন পদে যোগ দেন। তিনি ১৯৯৬ সালে প্রথম নারী হিসেবে হেমাটোলজিতে এফসিপিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়া তিনি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশন এবং বিভিন্ন সামরিক হাসপাতালে প্যাথলজি বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি আর্মড ফোর্সেস মেডিক্যাল কলেজের প্যাথলজি বিভাগের প্রধান হিসেবে কর্মরত ।

সেরা বাংলাবিদ দেবস্মিতা

বাংলা ভাষায় নিজের দক্ষতা প্রমাণ করে সেরা বাংলাবিদ হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে চট্টগ্রামের মেয়ে দেবস্মিতা সাহা। ৫ই অক্টোবর রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইস্পাহানি মির্জাপুর বাংলাবিদ প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বে তাকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। পুরস্কার হিসেবে তিনি পেয়েছেন ১০ লাখ টাকার মেধাবৃত্তি।

সারাদেশে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির ৫৩ হাজার প্রতিযোগী অংশ নেয় এবারের দ্বিতীয় আসরে। মেধার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে প্রথম রানারআপ হয়েছে ঢাকার কারিন আশরাফ এবং দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছে রংপুরের সাদিয়া আফরোজ। পাঁচটি ধাপে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সেরা বাংলাবিদ বাছাই করা হয়। এবারের প্রতিযোগিতার স্লোগান ছিল 'বাংলায় জাগো ভরপুর'।

পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেলেন তৃতীয় নারী

৫৫ বছর পর পদার্থবিজ্ঞানে তৃতীয় নারী হিসেবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন কানাডার ডোনা স্ট্রিকল্যান্ড। তাঁর সাথে আরো দুজন পেয়েছেন এ পুরস্কার। তারা হলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আর্থার অ্যাশকিন ও ফ্রান্সের জেরার্ড মৌরৌ। সুইডেনের স্টক হোমে ২রা অক্টোবর তাঁদের নাম ঘোষণা করেন সুইডিশ একাডেমির জুরিরা।

অ্যাশকিন, স্ট্রিকল্যান্ড ও মৌরৌ-র একটি বিশেষ কৌশল আবিষ্কার ও অতি ক্ষুদ্র আলোক তরঙ্গ উদ্ভাবনের ফলে চোখসহ যে-কোনো জৈব ব্যবস্থা থেকে কোনো ক্ষুদ্র কণা, পরামাণু, ভাইরাস কিংবা অন্য কোনো ক্ষুদ্র কণা, পরমাণু, ভাইরাস কিংবা অন্য কোনো জীবন্ত কোষ অপসারণ সম্ভব।

উল্লেখ্য, ৫৫ বছর আগে ১৯৬৩ সালে এ বিভাগে নোবেল পেয়েছিলেন জার্মান বংশোদ্ভূত মার্কিন নারী পদার্থবিদ মারিয়া গ্যোপের্ট মায়ের। আর তার ৬০ বছর আগে ১৯০৩ সালে এ বিভাগে প্রথম নারী হিসেবে নোবেল পান ম্যারি কুরি।

শান্তিতে নোবেল পেলেন নাদিয়া মুরাদ

যুদ্ধ-সহিংসতার মধ্যে যৌন নির্যাতনের শিকার নারীদের রক্ষার

স্বীকৃতি হিসেবে শান্তিতে এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন যৌথভাবে ইরাকের ইয়াজিদি সম্প্রদায়ের মেয়ে নাদিয়া মুরাদ ও কঙ্গোর স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডেনিস মুকওয়েগে। ৫ই অক্টোবর নরওয়ের অসলো থেকে নোবেল কমিটির চেয়ারপারসন তাঁদের নাম ঘোষণা করেন।

ইরাকের উত্তরাঞ্চলীয় ছোট্ট গ্রাম কোচোতে পরিবারের সঙ্গে থাকাকালীন ২০১৪ সালে আইএস তাদের গ্রাম আক্রমণ করলে তার ছয় ভাই নিহত হন। তখন গ্রামের অন্য নারীদের সঙ্গে বন্দি হন নাদিয়া মুরাদ। গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। সেখান থেকে কৌশলে পালিয়ে জার্মানিতে চলে যান। কাজ শুরু করেন জঙ্গিদের হাতে বন্দি ইয়াজিদি নারী ও যারা পালিয়ে এসেছেন, তাদের নিয়ে। জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত নিযুক্ত হন। *দ্য লাস্ট গার্ল* নামে একটি বইও লেখেন তিনি, যেখানে উঠে এসেছে তাঁর ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা।

কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী ৬ই অক্টোবর শেরেবাংলা নগরে আয়োজিত ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮-এর সমাপন অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদের মাঝে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করেন–পিআইডি

কো-পাইলটে সুযোগ মিলেছে সৌদি নারীদের

সৌদি আরবের নারীরা এবার বিমানের কো-পাইলট ও বিমানবালা হওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। ১২ই সেপ্টেম্বর দেশটির রিয়াদভিত্তিক উড়োজাহাজ পরিবহণ সংস্থা 'ফ্লাইনাস' প্রথমবারের মতো কো-পাইলট ও বিমানবালা হিসেবে সেদেশের নারীদের নিয়োগের ঘোষণা দিয়ে দরখাস্ত আহ্বান করেছে।

নারীদের গাড়ি চালানোর ওপর থেকে কয়েক দশকের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাত্র কয়েকমাস পরই এ ঘোষণা এল। যাকে নারী ক্ষমতায়নের একটি ইতিবাচক দিক হিসেবে দেখছে বিশেষজ্ঞরা।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

কৃষকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছে বর্তমান সরকার

কৃষক ও কৃষির উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সরকার দেশের কৃষকদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন কৃষকরা সময় মতো সার পাচ্ছে, ফসলের ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে। সরকারের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য আজ সারাবিশ্ব প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। ৬ই অক্টোবর রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে বাণিজ্য মেলার মাঠে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী ৪র্থ জাতীয় উন্নয়ন মেলা ২০১৮-এর সমাপনী, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কৃষকরা ১০ টাকার বিনিময়ে ৯ লাখ ৭৩ হাজার ১৬৮টি ব্যাংক হিসাব খুলেছে। সরকার কৃষকদের ব্যাংক ঋণ দিচ্ছে। কৃষি সেবা এখন অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে। আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন। সরকার দেশকে আজ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে বলেও জানান তিনি।

মেলায় মন্ত্রণালয়ভিত্তিক স্টল হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রথম, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ দ্বিতীয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয় তৃতীয় পুরস্কার লাভ করে।

আলুর মড়ক রোগের পূর্বাভাস যাবে মোবাইলে

আলু উৎপাদনে চাষিদের পূর্বাভাস প্রদানের মাধ্যমে আলুর মড়ক রোগ প্রতিরোধে হাতে নেওয়া হয়েছে 'জিও পটেটো' কর্মসূচি। এর ফলে কৃষি উপকরণের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও অধিক ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। এ কার্যক্রমে জিআইএস পদ্ধতির সাহায্যে আলুর মড়কের অনুকূল আবহাওয়া স্যাটেলাইট তথ্য তথা জিও ডাটা বিশ্লেষণ করে রোগটির প্রাদুর্ভাবের আগেই কৃষককে পূর্বাভাস প্রদানের ফলে কৃষক আলুর মড়ক প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

জিও পটেটো কর্মসূচির লিড এজেন্সি হিসেবে রয়েছে নেদারল্যান্ডের বিখ্যাত ওয়াগেনিংরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল। প্রাথমিকভাবে গত মৌসুমে এ সেবাটি প্রদান করা হয় মুন্সিগঞ্জ ও রংপুর জেলার নির্দিষ্ট আলু চাষিদের। এবারো রংপুর ও দিনাজপুর জেলার আলু চাষিদের এ সেবা প্রদান করা হবে। সম্প্রতি রংপুরের বিএডিসি সেচ ভবন সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে কৃষি বিশেষজ্ঞরা এসব কথা জানান।

আউশ ধানের আবাদ সম্প্রসারণের আহ্বান

আউশ ধানের আবাদকে আরো সম্প্রসারণের আহ্বান জানান কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। আউশ মৌসুমে পানির সহজলভ্যতা থাকে এবং ফটোপিরিয়ড বেশি পাওয়া যায়। তাই স্বল্প খরচে বেশি পরিমাণ আউশ ধান উৎপাদন করা সম্ভব হয়। সম্প্রতি রাজধানীর কেআইবি কনভেনশন হলে বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার-এর ২৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন। তিনি আউশ এবং আমন উৎপাদনকে আরো বাড়ানোর এবং কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমানোর কথা উল্লেখ করেন।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

পরিবেশ সুরক্ষায় বিশ্বে রোল মডেল বাংলাদেশ

পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের কারণে এটা সম্ভব হয়েছে। ফলে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও মিলেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘের 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ' পুরস্কার পেয়েছেন। পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশকে নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষার সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো অল্প জমিতে অধিকসংখ্যক মানুষের বসবাস। সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপ এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। পরিবেশ, বন মন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, বর্তমান সরকার পরিবেশ ও উন্নয়ন ভাবনা একসঙ্গে করছে। কেননা আমাদের উন্নয়ন কার্যক্রম যেমন চলমান রয়েছে, তেমনি পরিবেশের উন্নয়ন করাও আমাদের লক্ষ্য।

জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করার তাগিদ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ ঢালাওভাবে খরচ না করে যে এলাকায় বেশি দরকার সেসব এলাকায় আনুপাতিক হারে প্রকল্প গ্রহণ করার সুপারিশ করেছে জাতীয় সংসদের সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি। ১৪ই অক্টোবর জাতীয় সংসদ ভবনে কমিটির ৪৮তম বৈঠকে এ সুপারিশ করা হয়। বৈঠকে জানানো হয়, দশম জাতীয় সংসদে মন্ত্রী কর্তৃক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২২টি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে ১৫টি প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া বৈঠকে জীববৈচিত্র্য রক্ষা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর-অধিদপ্তরকে পরামর্শ দেওয়া হয়।

জলবায়ুর ঝুঁকিতে বাংলাদেশ

তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের মান অবনমন ঘটবে বলে জানিয়েছে বিশ্বব্যাংক। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বাড়ছে ও অতি বর্ষণ হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশের ১৩ কোটি ৪০ লাখ মানুষের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। যা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর ৪ ভাগের ৩ ভাগ। এ সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২৬শে সেপ্টেম্বর 'দক্ষিণ এশিয়ার জীবন মানে তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের পরিবর্তনের প্রভাব' শীর্ষক বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ থেকে ১.৫ শতাংশ হারে তাপমাত্রা বাড়ছে। প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনের ঝুঁকি মোকাবিলার বিষয়গুলো যদি না দেখা হয় তাহলে ২০৫০ সাল নাগাদ তাপমাত্রা ২.৫০ শতাংশ হারে বাড়তে পারে। বাংলাদেশের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপরেই রয়েছে বরিশাল ও ঢাকা।

খরায় মাটি চৌচির

বিইউপিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সেমিনার

মিরপুর সেনানিবাসের বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল (বিইউপি)-এ 'ক্লাইমেট চেঞ্জ কনসার্ন: বাংলাদেশ পার্সপেক্টিভ' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পানিসম্পদ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু। ১৬ই অক্টোবর বিইউপি ফ্যাকাল্টি অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ডিপার্টমেন্ট অব এনভায়রনমেন্টাল সাইন্সের উদ্যোগে বিজয় অডিটোরিয়ামে এ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের পরিচালক রাশেদুল আলম খান জানান, বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

শতভাগ পেনশন নেওয়া সরকারি চাকরিজীবীরাও পাবেন পেনশন

অবসরপ্রাপ্ত যে-সকল সরকারি চাকরিজীবী শতভাগ পেনশন সুবিধা উত্তোলন করেছেন তাদের পুনরায় পেনশনের আওতায় এনেছে সরকার। এক্ষেত্রে যাদের অবসরের বয়স ১৫ বছর হয়েছে, তারাই কেবল এ সুবিধা ভোগ করতে পারবেন। প্রাথমিকভাবে এ সুবিধার আওতায় আসবে প্রায় ২০ হাজার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। এ জন্য সরকারের পেনশন খাতে অতিরিক্ত ব্যয় হবে ১৪৫ কোটি টাকা। দেশে প্রথমবারের মতো এ ধরনের সুবিধা ভোগ করবেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় এনে সরকারি চাকরিজীবীদের অবসর গ্রহণের তারিখ থেকে ১৫ বছর সময় অতিক্রান্তের পর তাদের পেনশন পুনঃস্থাপন করা হয়েছে। প্রচলিত পদ্ধতি ও নিয়ম অনুসরণ করে শতভাগ পেনশন সমর্পণকারীদের নতুন পেনশন সুবিধাদি নির্ধারণ করা হবে। আর পেনশন পুনঃস্থাপনের সুবিধা ২০১৭ সালের ১লা জুলাই থেকে কার্যকর হবে। তবে ওই তারিখের আগের কোনো বকেয়া আর্থিক সুবিধা দেওয়া হবে না।

দেশে শতভাগ পেনশন উত্তোলনের পর পনেরো বছর অতিক্রান্ত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১৯ হাজার ৫৩৮ জন। বিদ্যমান পেনশন পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতি বছর ৫ শতাংশ হারে পেনশন সুবিধাভোগীরা ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন। ফলে ওই হিসাবে প্রস্তাবিত সুবিধার আওতায় ২০১৮ সালে ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্টও পাবেন নতুন পেনশন সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীরা।

এ সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবীরা বয়স ও স্বাস্থ্যগত কারণে অনেকে অন্য কোনো কাজ করতে পারছেন না। ফলে অনেকে অনেক কষ্টে জীবনযাপন করছেন। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় বয়স্ক নারী-পুরুষগণ সহায়তা পেলেও পেনশন সমর্পণকারী অবসরপ্রাপ্ত অসচ্ছল চাকরিজীবীরা এ ধরনের কোনো কর্মসূচি আওতায় সুবিধা পেতেন না। তাই সরকারের এ উদ্যোগ তাদের জীবনযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সূত্রে জানা যায়, শতভাগ সমর্পণকারী পেনশনার্স ফোরামের নেতারা পেনশন সুবিধা পেতে অর্থ মন্ত্রণালয়ে একটি আবেদন ও অর্থমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করে স্মারকলিপি দেন।

পাশাপাশি বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতি এবং বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার্স কল্যাণ অ্যাসোসিয়েশন পেনশন পুনঃস্থাপনের আবেদন করেন। এছাড়াও একই সুবিধা চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ে আলাদাভাবে আবেদন করেন উল্লেখযোগ্যসংখ্যক অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী। সকল বিষয় পর্যালোচনা করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বর্তমান সরকার।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

সড়ক পরিবহণ বিল ২০১৮ পাস

কোনো ব্যক্তির বেপরোয়া ও অবহেলাজনিত গাড়ি চালানোর কারণে দুর্ঘটনা ঘটলে এবং সেই দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা নিহত হলে সর্বোচ্চ ৫ বছর কারাদণ্ড বা ৫ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান বহাল রেখে জাতীয় সংসদে 'সড়ক পরিবহণ বিল ২০১৮' পাস হয়েছে। ১৯শে সেপ্টেম্বর সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বিলটি পাসের প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা কণ্ঠভোটে পাস হয়। তবে ইচ্ছাকৃত দুর্ঘটনায় কারো মৃত্যু ঘটলে সে ক্ষেত্রে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় মামলা হবে। এ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড।

পাঁচ পদক্ষেপে হবে যানজটমুক্ত ঢাকা

পাঁচটি পদক্ষেপ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে রাজধানীর দুর্বিষহ যানজট থেকে মুক্তি পেতে পারে নগরবাসী। এগুলো হচ্ছে– দ্রুত ও স্বল্পগতির যান চলাচলে পৃথক লেনের ব্যবস্থা, সড়ক ও ফুটপাত দখলমুক্ত করা, ট্রাফিক আইনের কঠোর বাস্তবায়ন, গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইন্টারসেকশনে ওভারপাস নির্মাণ ও উন্নত পাস সার্ভিসের প্রবর্তন। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই পাঁচটি পদক্ষেপ ও আরো কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে রাজপথের যানজট কমিয়ে আনা সম্ভব।

ড্রাইভারের লাইসেন্স না থাকলে স্টার্ট নেবে না গাড়ি

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স (আইডিইবি) আয়োজিত ৩ দিনব্যাপী ২২তম জাতীয় সম্মেলন ও ৪১তম অধিবেশন কাউন্সিলে উদ্ভাবনী মেলার প্রযুক্তির নানা আবিষ্কারের মধ্যে ঢাকা মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা 'নিরাপদ যানবাহন ও সড়ক সিস্টেম' নামে একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। এ পদ্ধতিটা হলো– গাড়ি কোনো দুর্ঘটনায় পড়লে পুলিশ, হাসপাতাল, ফায়ার সার্ভিসসহ সেবা কেন্দ্রগুলোতে দ্রুত এসএমএস চলে যাবে এবং দুর্ঘটনার তথ্য দিবে। এতে কোনো মানুষের সহায়তা লাগবে না। কোনো গাড়ি দুর্বৃত্তের কবলে পড়লে গাড়ির জরুরি সুইচ চেপে পুলিশের সাহায্য নেওয়া যাবে। ওভারটেকিং করা যাবে না এবং গাড়িতে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি থাকলে গাড়ি স্টার্ট নেবে না। ডিভাইসের মাধ্যমে যার খরচ পড়বে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকা।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকায় বৃত্তাকার রেলপথ

বর্তমান সরকার মেট্রোরেল আর উড়াল সড়কের পর এবার রাজধানী ঢাকার চারপাশ ঘিরে একটি বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তবে রেলপথটি সরকারি খরচে নির্মিত হবে না। রেলপথটির দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮২ কিলোমিটার। এর ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৫০ কোটি মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় যা দাঁড়ায় ৭০ হাজার ৫৫০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে টঙ্গী, উত্তরা, বিরুলিয়া, গাবতলী, শঙ্কর, নবাবগঞ্জ, বাবুবাজার, সদরঘাট, শ্যামপুর, ফতুল্লা, চাষাড়া, সিদ্ধিরগঞ্জ, ডেমরা, কয়েদপাড়া, বেরায়েত, পূর্বাচল ও তেরোমুখ এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী শহরের মধ্যে প্রবেশ না করেই দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের কর্মস্থল কিংবা গন্তব্যে যাতায়াত করতে পারবে।

রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় প্রায় ৮২ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এ রেলপথটি নির্মাণ করবে চীনা নির্মাণ প্রতিষ্ঠান 'চায়না সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন করপোরেশন'। সম্পূর্ণ কাজের মধ্যে রেলপথ নির্মাণ ছাড়াও ডিপো নির্মাণ, রোলিং স্টক ও কোচ ক্রয় বাবদ প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৮৫০ কোটি ডলার। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে চীনা প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক সই করেছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্মাতা প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের প্রাক-সম্ভাব্যতা যাচাই শেষ করেছে। এ প্রকল্পের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তা খোঁজার কাজ শুরু হবে।

বৃত্তাকার রেলপথ

রেলপথ মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের ২৭শে জুলাই 'বুড়িগঙ্গা নদীসহ ঢাকা মহানগরীর চারপাশের প্রবহমান নদীগুলো পুনরুদ্ধার এবং ঢাকা মহানগরীর চারদিকে বৃত্তাকার নদীপথ ও সড়কপথ চালুকরণ' বিষয়ক এক সভায় ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ অর্থাৎ ইস্টার্ন বাইপাস সড়কের বহুমুখী ডিজাইনে রেললাইন অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই বছরেই ২রা সেপ্টেম্বর অপর এক বৈঠকে ঢাকা সার্কুলার রোড ফেজ-১ ও ফেজ-২ –এর ডিজাইনে রেলের ডাবল ট্রাক নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমির সংস্থান রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপে বলা হয়েছে, প্রায় ২ কোটি মানুষের আবাস এই ঢাকা শহরের আয়তন ও জনসংখ্যা প্রতিবছর বাড়ছে। কিন্তু শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা সে তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছে। মারাত্মক ট্রাফিক জ্যাম ঢাকার অন্যতম প্রধান সমস্যা। ঘনবসতিপূর্ণ এ শহরের জন্য একটি যুগোপযোগী ও দক্ষ গণপরিবহণ ব্যবস্থা এখন খুবই জরুরি।

এ পরিপ্রেক্ষিতে বৃত্তাকার রেলপথ নির্মাণ করা হলে তা ঢাকার গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরো দক্ষ ও উন্নত করবে। এলক্ষ্যে 'ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ' অর্থাৎ ইস্টার্ন বাইপাসের এলাইনমেন্ট ব্যবহার করে সংশোধিত ইনার সার্কুলার রোডের ওপর দিয়ে বৃত্তাকার এলিভেটেড রেলপথ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক নির্মূলে চলবে অভিযান

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন, মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযান চলবে। আমরা যুব সমাজকে ধ্বংস হতে দিতে পারি না। র‍্যাবের অভিযান পরিচালনা করতে গিয়ে যে চারজন সদস্য আহত হয়েছেন এটা একটি দুর্ঘটনা। এতে র‍্যাবের মনোবলে কোনো পরিবর্তন আসেনি। তারা যথেষ্ট চাঙ্গা রয়েছে এবং এই অভিযান অব্যাহত রাখবেন। ১৩ই অক্টোবর ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চট্টগ্রামে মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আহত র‍্যাবের তিন সদস্যকে দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এসময় মহাপরিচালক বেনজীর আহমেদসহ র‍্যাবের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, আমরা ইতোমধ্যে হামলাকারীদের চিহ্নিত করতে পেরেছি। র‍্যাবের প্রশংসা করে তিনি বলেন, বাংলাদেশে নিরাপত্তার প্রতীক এই বাহিনী। তারা জঙ্গি এবং মাদক নির্মূলে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করে। র‍্যাবকে জঙ্গি ও মাদক নির্মূলসহ যেখানেই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানেই তারা সফলতার সঙ্গে পালন করেছে।

মাদকবিরোধী জনসচেতনমূলক কার্যক্রম গৃহীত

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের তথ্য মতে, গত সেপ্টেম্বর মাসে মাদকবিরোধী অভিযান প্রচার কার্যক্রম ও মাঠ পর্যায়ে প্রচারিত ফিলারগুলোর তথ্য নিম্নরূপ:

ঢাকা বিভাগে মাদকবিরোধী সভা ৬২টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ৯৩টি ও মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ১০টি। ময়মনসিংহে মাদকবিরোধী সভা ১৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনাসভা ১০টি ও মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ৫টি। চট্টগ্রামে মাদকবিরোধী সভা ৪৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৭৫টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ১০টি, রাজশাহীতে মাদকবিরোধী সভা ৩৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৩৮টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ৩৫টি। খুলনায় মাদকবিরোধী সভা ৫৮টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনাসভা ৫২টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ৪টি এবং সিলেটে মাদকবিরোধী সভা ৭টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনাসভা ২৬টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ৬টি। রংপুরে মাদকবিরোধী সভা ৩১টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ২৭টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ৬টি। বরিশালে মাদকবিরোধী সভা ১০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনাসভা ৩৫টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার স্থানের সংখ্যা ৩২টি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এই অভিযান পরিচালনা করছে।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

ক্যানসার শনাক্তে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ক্যানসার শনাক্তের নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। এরা কোনো চিকিৎসক বা রসায়নবিদ নন, এরা হলেন পদার্থবিজ্ঞানী। যার নেতৃত্ব দিয়েছেন অধ্যাপক ইয়াসমিন হক। ৫ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, উচ্চশিক্ষা মান উন্নয়ন প্রকল্প ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ তথ্য জানানো হয়।

উদ্ভাবিত নতুন প্রযুক্তি তথা যন্ত্রের মাধ্যমে রক্তের নমুনা পরীক্ষা করে মাত্র ৫ মিনিটেই জানা যাবে রোগীর শরীরে আদৌ ক্যানসার আছে কি-না। খরচ হবে অনধিক পাঁচশ টাকা। পদার্থবিজ্ঞানের 'নন লিনিয়ার অপটিক্যাল ধর্ম ব্যবহার করে রোগীর শরীরের তরল পদার্থের মাধ্যমে ক্যানসার নির্ণয়ের পদ্ধতি' উদ্ভাবনে সক্ষম হয় বাংলাদেশের এই বিজ্ঞানী দল।

ক্যানসার সচেতনতা মাস

দেশে প্রায় ২০ লাখ ক্যানসার রোগী রয়েছে। প্রতিবছর দুই লাখ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হয়। পুরুষদের মধ্যে খাদ্যনালি ও পাকস্থলীর ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি। আর নারীরা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হন স্তন ক্যানসারে। ১লা অক্টোবর ক্যানসার

দেশের শীর্ষস্থানীয় কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রথম আলো কার্যালয়ে ১৮ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ কিডনি রোগ প্রতিরোধযোগ্য: প্রয়োজন সচেতনতা শীর্ষক গোল টেবিল বৈঠকে

সচেতনতা মাস শুরু উপলক্ষে ৩০শে অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকেরা এসব কথা জানান। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে আনোয়ার খান মডার্ন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অনকোলোজি (ক্যানসার) বিভাগ।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, স্বাস্থ্য পরীক্ষায় ক্যানসার শনাক্ত করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা শুরু করলে রোগী সুস্থ হয়।

কাপাসিয়ায় মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র চালু

পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উদ্যোগে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার পাবুর এলাকায় ১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ২রা অক্টোবর এর উদ্‌বোধন করেন সংসদ সদস্য সিমিন হোসেন রিমি।

'সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন মা ও শিশু স্বাস্থ্য কার্ডে'র মাধ্যমে ১০ শয্যার মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে প্রসূতি নারীরা বিনামূল্যে পাঁচ বছর সেবা পাবেন বলে তিনি অনুষ্ঠানে জানান।

নরসিংদী জেলা হাসপাতাল ২৫০ শয্যায় উন্নীত হচ্ছে

১০০ শয্যার নরসিংদী জেলা হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬ই অক্টোবর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী ও স্থানীয় সাংসদ মো. নজরুল ইসলাম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ১২ তলা ভবনের প্রথম ধাপে ৭ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে। পর্যায়ক্রমে এখানে মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠার চিন্তা সরকারের রয়েছে বলেও প্রতিমন্ত্রী জানান।

মৃত ব্যক্তির অঙ্গ আটজনের জীবন রক্ষা করতে পারে

একজন মৃত ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ আটজন মানুষের জীবন রক্ষা করতে পারে। মৃত ব্যক্তির অঙ্গ নেওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের শুধু শল্যবিদ্যায় দক্ষ হলেই হবে না, দেশের আইন ও নৈতিকতা মেনেই কাজটি করতে হবে। ১৭ই সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ মিলনায়তনে অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিষয়ক চতুর্থ আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও বৈজ্ঞানিক সেমিনারে দেশি-বিদেশি অঙ্গ প্রতিস্থাপন বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, একজন মৃত ব্যক্তির কিডনি, কর্নিয়া, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয়সহ আরো কিছু অঙ্গ সময়মতো সংগ্রহ করা সম্ভব হলে তা জীবিত মানুষের শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়।

সচেতনতায় কমতে পারে ৫০% কিডনি রোগ

মানুষের সচেতনতা বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কিডনি রোগ কমতে পারে। কিডনি বিকল রোগীর চিকিৎসার চেয়ে কিডনি রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। এ জন্য দরকার সাধারণ মানুষ ও পেশাজীবীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এক্ষেত্রে সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমের ভূমিকা অনেক বড়ো। ১৮ই সেপ্টেম্বর *প্রথম আলো* কার্যালয়ে আয়োজিত 'কিডনি রোগ প্রতিরোধযোগ্য : প্রয়োজন সচেতনতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে দেশের শীর্ষস্থানীয় কিডনি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সরকারের কর্মকর্তারা এসব কথা বলেন।

সরকারের বিভিন্ন স্বাস্থ্য উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, বিশেষজ্ঞরা কিডনি রোগ চিকিৎসার যে নির্দেশিকা তৈরি করেছেন, সরকারি প্রতিষ্ঠানে তা অনুসরণ করা হবে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

দেশে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১৬ লাখ

সরকার সারাদেশে ১২ ক্যাটাগরিতে প্রায় ১৬ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে শনাক্ত করেছে। প্রতিবন্ধীবান্ধব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্সের তৃতীয় সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের লিঙ্গ, বয়স, পেশা ও শ্রেণিভিত্তিক উপাত্ত সংগ্রহের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। 'অ্যাডভোকেসি গ্রুপ অন ডিজঅ্যাবিলিটি ইনক্লুসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট'-এর ফোকাল পয়েন্ট সায়মা হোসেন সভায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রশিক্ষণ দিতে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণের সংখ্যা বাড়ানোর তাগিদ দেন। তিনি এ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ মডিউলটি হালনাগাদ করার বিষয়েও গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় জানানো হয়, ২০১৮ সালের জুলাই মাসে মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলান বাটোরে অনুষ্ঠিত এশিয়ান মিনিস্টেরিয়াল কনফারেন্স অন ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশনের ঘোষণায় 'ঢাকা ঘোষণা ২০১৫' ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। ঢাকা ঘোষণায় ২০২১

সালের মধ্যে ২০টি দেশকে প্রতিবন্ধী, জেন্ডার ও বয়স সংবেদনশীল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। একই সময়ের মধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে নেতৃত্বের সক্ষমতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির কথাও বলা হয়েছে।

প্রতিবন্ধীদের মর্যাদা দিতে হবে

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মর্যাদা দিতে হবে। তাদের সেবায় সরকারি ও বেসরকারি সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে। 'একীভূত স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে মোহাম্মদ নাসিম এসব কথা বলেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, একটি সুস্থিত ও দৃঢ় সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের সেবা ও পুনর্বাসন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে। প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাসেবা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সুস্পষ্ট নির্দেশনা আছে। প্রধানমন্ত্রীর কন্যা সায়মা ওয়াজেদের আন্তরিক প্রচেষ্টার কারণে প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বাংলাদেশের কাজ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। তিনি আরো বলেন, দেশে প্রায় দেড় কোটি মানুষ কোনো না কোনোভাবে প্রতিবন্ধী। এদের শনাক্ত করা,

চিকিৎসা দেওয়া ও পুনর্বাসন করা সরকারের একার কাজ নয়। এ কাজে তিনি সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক অধ্যাপক এ এইচ এম এনায়েত হোসেন বলেন, প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা বিষয়ক ২০১৩ সালের আইনে ১২ ধরনের প্রতিবন্ধিতার উল্লেখ আছে। সব ধরনের প্রতিবন্ধী মানুষের চিকিৎসার বিষয়গুলো চলমান স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত কর্মসূচির কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কাজ হচ্ছে।

প্রতিবেদন: হাসিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন

'মেধা ও মননে সুন্দর আগামী' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২১শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় 'বাংলাদেশ কিশোর-কিশোরী সম্মেলন ২০১৮'। এ অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। উদ্‌বোধনকালে অর্থমন্ত্রী কিশোর-কিশোরীদের দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, আমাদের বার্ষিক দারিদ্র্য দূরীকরণ হার এখনো ২ শতাংশের নিচে রয়েছে। এটাকে যদি আমরা ২ শতাংশে নিতে পারি তাহলে আগামী ১০ বছরে দেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করতে পারব। আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হলো দারিদ্র্যসীমা অন্তত ১০ শতাংশের মধ্যে নিয়ে আসা। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী ২০১৮ সালে সার্বিক দারিদ্র্যের হার ২১ দশমিক ৮ শতাংশে নেমে এসেছে। অতি দরিদ্রের হার নেমেছে ১১ দশমিক ৩ শতাংশ। তিনি আরো বলেন, আজকের কিশোর-কিশোরীরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারাই দেশের নেতৃত্বে আসবে। এজন্য নিজেকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

শিশুদের ধমক দেওয়া যাবে না

শিশুদের ধমক দেওয়া, প্রহার করা কিংবা অপমান করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। তিনি বলেন, শূন্য থেকে ৫ বছর বয়সের মধ্যে শিশুর ৮০ শতাংশ বিকাশ সাধিত হয়। তাই তাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কোনো পরিস্থিতিতেই তাদের ধমক দেওয়া যাবে না। রূঢ় আচরণ শিশুকে হতাশ করে। শিশুরা হীনম্মন্যতায় ভোগে, যা তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত করে।

'গড়তে হবে শিশুর ভবিষ্যৎ, স্কুল হবে নিরাপদ'–এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ৭ই অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস ও বিশ্ব শিশু অধিকার সপ্তাহ কার্যক্রমের উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, আগামী দিনকে সমৃদ্ধ করতে হলে সুস্থ শিশুর বিকল্প নেই।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও বাইসাইকেল বিতরণ

নাটোর সদর উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ ও বাইসাইকেল বিতরণ করেন স্থানীয় সংসদ সদস্য শফিকুল ইসলাম শিমুল, এমপি। ২৪শে সেপ্টেম্বর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে তিনি এ উপকরণ বিতরণ করেন।

গারোদের ওয়ানগালা উৎসব

শেরপুর জেলার ঝিনাইগাতি উপজেলার সীমান্তবর্তী নকসি গ্রামে 'আমাদের সংস্কৃতি আমাদের অহংকার' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২০শে অক্টোবর গারোদের ঐতিহ্যবাহী ওয়ানগালা উৎসব পালিত হয়। থক্কা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী ওয়ানগালার শুভ সূচনা করা হয়। এরপর সা-সাৎ সওয়া, আলোচনা সভা এবং নিজস্ব কৃষ্টিকালচারে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ সময় ওয়ানগালার বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইগাতি উপজেলা চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম বাদশা।

ওয়ানগালা উৎসব

প্রতিবেদন: আছাব আহমেদ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

শিল্পীর তুলিতে প্রধানমন্ত্রীর জীবনের নানা মুহূর্ত

শিল্পীর তুলিতে ফুটে উঠেছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের নানা মুহূর্ত, নানা ঘটনা। শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বিভিন্ন শিল্পী এঁকেছেন ৭১টি ছবি। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আঁকা ছবি নিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় ১২ই অক্টোবর থেকে সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর আয়োজন করে 'হাসুমনির পাঠশালা'। জাতীয় জাদুঘরে এ

সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী ১২ই অক্টোবর ২০১৮ জাতীয় জাদুঘরে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আঁকা ছবি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন

প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্পী সমরজিৎ রায় চৌধুরী।

বকুলতলায় শরৎ উৎসব

ঋতুবৈচিত্র্যের ঐতিহ্য টিকিয়ে রেখে বাঙালির মানসে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করে ১৩ই অক্টোবর ভোরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের বকুলতলায় সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠী আয়োজন করে শরৎ উৎসব। শরতের রূপনন্দাই ছিল উৎসবের সংগীতে-নৃত্যে। মঞ্চ সাজানো হয়েছিল মেঘ আর কাশফুলের ছবি দিয়ে। উৎসবে ছিল স্নিগ্ধ পরিবেশ। সকাল সাড়ে সাতটায় শিল্পী নুরুল হকের রাগ পরিবেশনা দিয়ে শুরু হয় আনুষ্ঠানিকতা। অনুষ্ঠানে উদ্‌বোধনী বক্তৃতা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান। উৎসবের তাৎপর্য নিয়ে কথা বলেন সত্যেন সেন শিল্পীগোষ্ঠীর সহসভাপতি নিগার চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক মানজার চৌধুরী সুইটি।

মুগ্ধকর অপার বিস্ময়

দীর্ঘদিন পর ফিরে আসা মঞ্চ নাটক গ্যালিলিও দেখে ৫ই অক্টোবর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে দর্শকগণ হয়েছেন অভিভূত। ১৯৮৮ সালে প্রথম নাটকটি মঞ্চে এসেছিল খ্যাতিমান নির্দেশক ও অভিনেতা আতাউর রহমানের নির্দেশনায়। এবার এসেছে নবীন নির্দেশক পান্থ শাহরিয়ারের নির্দেশনায়। যে নাটকে গ্যালিলিওর ভূমিকায় দেখা যায় প্রখ্যাত অভিনেতা আলী যাকেরকে। প্রায় ২০ বছর পর এ নাটকের মাধ্যমে মঞ্চে ওঠেন সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। তিনি এ নাটকে তিনটি চরিত্রে অভিনয় করেন। বিশেষ করে তাঁর পোপের চরিত্রের অভিনয়ে দর্শকগণ মুগ্ধ হয়। বের্টোল্ড ব্রেশটের লেখা দ্য লাইফ অব গ্যালিলিও নাটকটির অনুবাদ করেছেন আব্দুস সেলিম।

কবি আবুল হাসান সাহিত্য পুরস্কার ২০১৭ প্রদান

সহজ-সরল ভাষায় মানুষের কথা বলে গেছেন কবি আবুল হাসান। সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনকে কবিতায় তুলে এনেছেন তিনি। তাঁর সম্মানে প্রথমবারের মতো ২৪শে অক্টোবর বাংলা একাডেমির সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে 'কবি আবুল হাসান সাহিত্য পুরস্কার-২০১৭' প্রদান করা হয়। এতে আজীবন সম্মাননা পেয়েছেন অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ। তাঁর হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নাসির উদ্দীন ইউসুফ।

'অহম ও অশ্রুমঞ্জুরী' কবিতার পাণ্ডুলিপির জন্য পুরস্কার পেয়েছেন কবি অনুপম মণ্ডল। তাঁর হাতে পুরস্কারের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ ১ হাজার ১০১ টাকার চেক তুলে দেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। এ পুরস্কারটি প্রবর্তন করে অনলাইন সাহিত্য পত্রিকা *পরস্পর* এবং প্রকাশক সংস্থা *অগ্রদূত অ্যান্ড কোম্পানি*।

সুইমিংপুলে জলনাটক 'আলাদিন'

আরব্য উপন্যাসের জলনাটক আলাদিন ৩০শে সেপ্টেম্বর পরিবেশিত হয় মিরপুরের সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতীয় সুইমিংপুলে। তবে গালিচায় চড়ে শূন্যে বেড়ানো নয়, পানিতে ভেসে বেড়ানো আলাদিন। ভিন্নধর্মী এই পরিবেশনাটি করেন কলকাতার ইন্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটির শিল্পীরা। আয়োজন করেছে বাংলাদেশের নাটকের দল নাটুকে। অনুষ্ঠানটি উদ্‌বোধন করেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. মোশারফ হোসেন

ভূঁইয়া। এসএম ফরমানুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন নাটুকে দলের প্রধান আল নোমান।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র বানাবেন শ্যাম বেনেগাল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ভারতের প্রখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার শ্যাম বেনেগালকে মনোনীত করেছে সরকার। তিনি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন। সম্প্রতি সচিবালয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় এই চলচ্চিত্র নির্মাণে বেনেগালকে সহযোগিতা করবে তিন সদস্যের একটি বিশেষজ্ঞ দল। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধের ওপর প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

পিয়ং ইয়ং ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যালে আলতাবানু

তৃতীয়বারের মতো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে অরুণ চৌধুরী পরিচালিত জাকিয়া বারী মম অভিনীত চলচ্চিত্র আলতাবানু। ১৯ থেকে ২৭শে সেপ্টেম্বর এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসব উত্তর কোরিয়ায় 'পিয়ং ইয়ং ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যাল' অনুষ্ঠিত হয়। এ উৎসবেই ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রদর্শিত হয় চলচ্চিত্রটি। এ চলচ্চিত্রটি আরো দুটি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক উৎসব দুটি হচ্ছে–টরেন্টো ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যাল এবং অন্যটি কলকাতার নন্দনে বাংলাদেশ ফিল্ম ফ্যাস্টিভ্যাল।

কমলা রকেট-এর পরিচালক নূর ইমরান মিঠু পুরস্কৃত

শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত জাফনা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চতুর্থ আসরে 'বেস্ট ডেব্যু ডিরেক্টর'-এর পুরস্কার জয় করল ইমপ্রেস টেলিফিল্ম প্রযোজিত কমলা রকেট-এর পরিচালক নূর ইমরান মিঠু। এ ছবিটির চিত্রনাট্য করেছেন শাহাদুজ্জামান ও মিঠু। কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন তৌকির আহমেদ। এ ছবিতে দালাল চরিত্রে অভিনয় করেন মোশাররফ করিম। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেন–জয়রাজ, সামিয়া সাঈদ, সেওতি, ডমিনিক গোমেজ, বাপ্পা শান্তনু, সুজাত শিমুল, শহীদুল্লাহ সবুজ, আবু রায়হান রাসেল।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

নেপালকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

প্রথম সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টের ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশের মেয়েরা। ম্যাচে ১-০ গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশের কিশোরীরা। ম্যাচের ৪৯ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন মাসুরা পারভীন। ভুটানের থিম্পু স্টেডিয়ামে ৭ই অক্টোবর বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় ম্যাচটি শুরু হয়।

ম্যাচের প্রথমার্ধে দুপক্ষই একাধিকবার চেষ্টার পরও কোনো গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নেমে বাংলাদেশ একটু আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে। ৪৯ মিনিটে মাসুরা পারভীনের দারুণ এক শটে গোল জালে ঢুকে। যদিও কৃষ্ণা-সানজিদারা পরে আরো

নেপালকে হারিয়ে সাফ চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশের মেয়েরা

সুযোগ পায় কিন্তু গোলের দেখা আর পায়নি। আর এতে করে বাংলাদেশ ১-০ গোলের জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে। শিরোপা জয়ের জন্য এক গোলই যথেষ্ট ছিল বাংলাদেশের।

ছোটোদের অলিম্পিক হকিতে টানা দ্বিতীয় জয় বাংলাদেশের

আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত যুব অলিম্পিকে টানা দ্বিতীয় জয় পেয়েছে বাংলাদেশ হকি দল। কানাডাকে ৫-২ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর গত ১২ই অক্টোবর বুয়েনস আইরেসে হকির প্রিলিমিনারি রাউন্ডে পুল বি-তে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে কেনিয়াকে ৪-৩ গোলে হারায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

খাদিজার রেকর্ডে পাকিস্তানকে উড়িয়ে দিল টাইগাররা

৮ই অক্টোবর পাকিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ। ৬ উইকেট নিয়ে অফস্পিনার খাদিজাতুল কুবরাই ধস নামিয়েছে পাকিস্তানের। টস জিতে শুরুতে ব্যাট করে বাংলাদেশের কাছে সুবিধা করতে পারেনি সফরকারীরা। ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় ৩৪.৫ ওভারে মাত্র ৯৪ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। ৯৫ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে প্রথম বলে আয়েশা রহমান ও ৬ রানে শারমিন আক্তার ফিরে গেলে টি-টোয়েন্টির বিবর্ণ ব্যাটিং ঘুরে ফিরে আসছিল।

প্রতিকূল পরিস্থিতি পুরোটা সামাল দেন ফারজানা হক ও অধিনায়ক রুমানা হক মিলে। জয়ের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ফারজানা বিদায় নিলে কিছুটা বিলম্ব হয় সিরিজের একমাত্র প্রাপ্তিতে। ফারজানা বিদায় নেন হাফ সেঞ্চুরি থেকে দুই রান দূরে থেকে। শেষ পর্যন্ত ২৯তম ওভারে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন লতা মন্ডল ও ফাহিমা খাতুন।

আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ট্রফি বাংলাদেশে

বিশ্ব পরিদর্শনের অংশ হিসেবে চারদিনের সফরে ঢাকায় এসেছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপের ট্রফি। ট্রফি বহনকারী এমিরেটস এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইট গত ১৭ই অক্টোবর সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। এরপর রাজধানীর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ট্রফিটি উন্মুক্ত করার পর সকাল সাড়ে ১০টায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং দুপুর ১২টায় বাংলাদেশ জাতীয় দলের ক্রিকেটাররা ট্রফির সাথে ছবি তুলেন।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে অক্টোবর : স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা অক্টোবর ১৯৪৯	গণচীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন মাও সে তুং
২রা অক্টোবর ১৮৬৯	ভারতের জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর জন্ম
৩রা অক্টোবর ১৯৯০	পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির পুনঃএকত্রীকরণ
৪ঠা অক্টোবর ১৫৮২	পোপ ত্রয়োদশ গ্রেগরি কর্তৃক গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জির প্রবর্তন
৪ঠা অক্টোবর ১৯৪৭	জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাঙ্কের মৃত্যু
৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৭	সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ sputnik-1 মহাকাশে পাঠায়
৫ই অক্টোবর ১৯৮৩	জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজার জন্ম
৫ই অক্টোবর ২০১১	আধুনিক স্মার্টফোনের জনক স্টিভ জবসের মৃত্যু
৬ই অক্টোবর ১৯৮১	মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের মৃত্যু
৭ই অক্টোবর ১৯৫০	মাদার তেরেসা কলকাতায় 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' প্রতিষ্ঠা করেন
৭ই অক্টোবর ১৯৫২	রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের জন্ম
৯ই অক্টোবর ১৮৭৪	universal postal union-এর প্রতিষ্ঠা
৯ই অক্টোবর ২০০৬	৮ম পরমাণু শক্তিধর দেশ হিসেবে উত্তর কোরিয়ার আত্মপ্রকাশ
১০ই অক্টোবর ৬৮০	ইরাকের কারবালা প্রান্তরে কারবালার যুদ্ধ সংঘটিত
১০ই অক্টোবর ১৯৭১	বাঙালি কথাশিল্পী ও ঔপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র মৃত্যু
১০ই অক্টোবর ১৯৭২	বঙ্গবন্ধুর 'জুলিও কুরি' পদক লাভ
১০ই অক্টোবর ১৯৯৪	প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী এস. এম সুলতানের মৃত্যু
১১ই অক্টোবর ১৮৮৪	বাঙালি সাহিত্যিক ও প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের জন্ম
১১ই অক্টোবর ১৯২১	সাহিত্যিক নীলিমা ইব্রাহিমের জন্ম
১২ই অক্টোবর ১৪৯২	পর্তুগিজ নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাস আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেন
১২ই অক্টোবর ১৮৬৪	কবি কামিনী রায়ের জন্ম
১২ই অক্টোবর ১৯৭২	গণপরিষদে বাংলাদেশের সংবিধান উত্থাপিত
১৩ই অক্টোবর ১৯২৫	ইংল্যান্ডের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী লৌহমানবী মার্গারেট থ্যাচারের জন্ম
১৩ই অক্টোবর ২০০২	তেভাগা আন্দোলনের নেত্রী ইলা মিত্রের মৃত্যু
১৪ই অক্টোবর ১৯৫৫	পূর্ব বাংলার নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান রাখা হয়
১৫ই অক্টোবর ১৮১৫	সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নেপোলিয়ানকে নির্বাসিত করা হয়
১৬ই অক্টোবর ১৯০৫	ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ ভাইসরয় লর্ড কার্জনের আদেশে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর
১৬ই অক্টোবর ১৯৫৬	কবি ও গীতিকার রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র জন্ম
১৭ই অক্টোবর ১৮৯০	বাউল সম্রাট লালন সাঁই-এর মৃত্যু
১৮ই অক্টোবর ১৮৭১	ইংরেজ যন্ত্র প্রকৌশলী, গণিতবিদ ও আবিষ্কারক চার্লস ব্যাবেজের মৃত্যু
১৮ই অক্টোবর ১৯৩১	মার্কিন বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসনের মৃত্যু
১৮ই অক্টোবর ১৯৬৪	বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের জন্মদিন
১৯শে অক্টোবর ১৭৮১	আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি
১৯শে অক্টোবর ১৯৭৪	মুসলিম রেনেসাঁর কবি ফররুখ আহমদের মৃত্যু
২১শে অক্টোবর ১৮৩৩	নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তক আলফ্রেড নোবেলের জন্ম
২২শে অক্টোবর ১৮৮৪	সময় গণনার জন্য গ্রিনিচ মান সময় নির্ধারণ
২২শে অক্টোবর ১৯৫৪	রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যু
২৩শে অক্টোবর ১৯২৯	আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কবি শামসুর রাহমানের জন্ম
২৩শে অক্টোবর ১৯৪১	খ্যাতনামা চলচ্চিত্র পরিচালক চাষী নজরুল ইসলামের জন্ম
২৪শে অক্টোবর ১৮৯৪	বাঙালি কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫	জাতিসংঘের যাত্রা শুরু
২৫শে অক্টোবর ১৮৮১	স্প্যানিশ চিত্রশিল্পী, কবি ও নাট্যকার পাবলো পিকাসোর জন্ম
২৬শে অক্টোবর ১৮৭৩	শেরে বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হকের জন্ম
২৭শে অক্টোবর ১৯০১	লোকসংগীত শিল্পী আব্বাস উদ্দীনের জন্ম
২৮শে অক্টোবর ১৮৮৬	নিউইয়র্কের লিবার্টি আইল্যান্ডে 'স্ট্যাচু অব লিবার্টি' স্থাপন করা হয়
২৮শে অক্টোবর ১৯৫৫	মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের জন্ম
২৮শে অক্টোবর ১৯৭১	বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহি মোহাম্মদ হামিদুর রহমান শহিদ হন
২৮শে অক্টোবর ২০০২	ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও কবি অন্নদাশঙ্কর রায়ের মৃত্যু
৩০শে অক্টোবর ১৮৮৭	শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের জন্ম
৩১শে অক্টোবর ১৭৯৫	The poet of Beauty খ্যাত ইংরেজ কবি জন কিটস্-এর জন্ম
৩১শে অক্টোবর ১৯৮৪	শিখ দেহরক্ষীদের গুলিতে নিহত হন ভারতের প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ

সাহিত্যিক এবং প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহক আবদুল করিম ১৮৭১ সালের ১১ই অক্টোবর চট্টগ্রামের পটিয়ার সুচক্রদণ্ডী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী নুরউদ্দীন। এগারো বছর বয়সে চাচাতো বোন বদিউন্নিসার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন।

আবদুল করিম ১৮৯৩ সালে পটিয়া উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স (এসএসসি) পাস করেন। পরে চট্টগ্রাম কলেজে দু'বছর উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণিতে লেখাপড়া করলেও সন্নিপাত (টাইফয়েড) রোগে আক্রান্ত হওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কর্মজীবনে তিনি শিক্ষকতা ছাড়াও বিভিন্ন কার্যালয়ের প্রশাসন শাখায় দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৬ সালে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের *পূর্ণিমা* পত্রিকায় 'অপ্রকাশিত প্রাচীন পদাবলী' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে তাঁর লেখক-খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৩৪ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি সাহিত্যসেবা ছাড়াও বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স ও পরে বিএ-র বাংলার পরীক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৯৫১ সালে আবদুল করিম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অনার্সের একটি পত্রের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষকের দায়িত্ব পান।

প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা ও গবেষণায় অসাধারণ নিষ্ঠা, দক্ষতা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়েছেন আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ। তাঁর সংগৃহীত পুঁথির সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। তাঁর সংগৃহীত পুঁথি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অসামান্য অবদান রেখেছে। আবদুল করিম সম্পাদিত নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ', কবি বল্লভের 'সত্য নারায়ণের পুঁথি', দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ', রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সম্বাদ', দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল', আলী রাজার 'জ্ঞানসাগর', বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস', মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল', শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গৌরক্ষবিজয়' ও আলাওলের 'পদ্মাবতী' (খণ্ডাংশ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়।

'ইসলামাবাদ' (চট্টগ্রামের সচিত্র ইতিহাস) ও 'আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য' (মুহম্মদ এনামুল হক সহযোগে রচিত) তাঁর দুটি মৌলিক গদ্যগ্রন্থ।

উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী ও প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় বিশ্বাসী এই মনীষীর বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও বাঙালি জাতির প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ ও মমত্ববোধ। এই টান থেকেই তিনি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার পক্ষে শক্ত অবস্থান নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মাধ্যম বাংলা করার দাবিও জানিয়েছিলেন। তাঁর সংগৃহীত বিপুল পুঁথি সম্পদের মুসলিম পুঁথিগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে এবং হিন্দু পুঁথিগুলো রাজশাহী বরেন্দ্র রিসোর্স মিউজিয়ামকে তিনি দান করে গেছেন। সাহিত্যে অসামান্য অবদানের জন্য চট্টল ধর্মমণ্ডলী তাঁকে 'সাহিত্যবিশারদ' (১৯০৯), নদীয়ার সাহিত্য সভা তাঁকে 'সাহিত্য সাগর' (১৯২০) উপাধি প্রদান করে। গবেষণাকর্মে অবদান রাখায় ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' (মরণোত্তর) প্রদান করে। ১৯৫৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর নিজ গ্রাম সুচক্রদণ্ডীতে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ পরলোকগমন করেন।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি